দ্যা কোরাল আইল্যান্ড

আর এম ব্যালেন্টাইন

BanglaBook.org

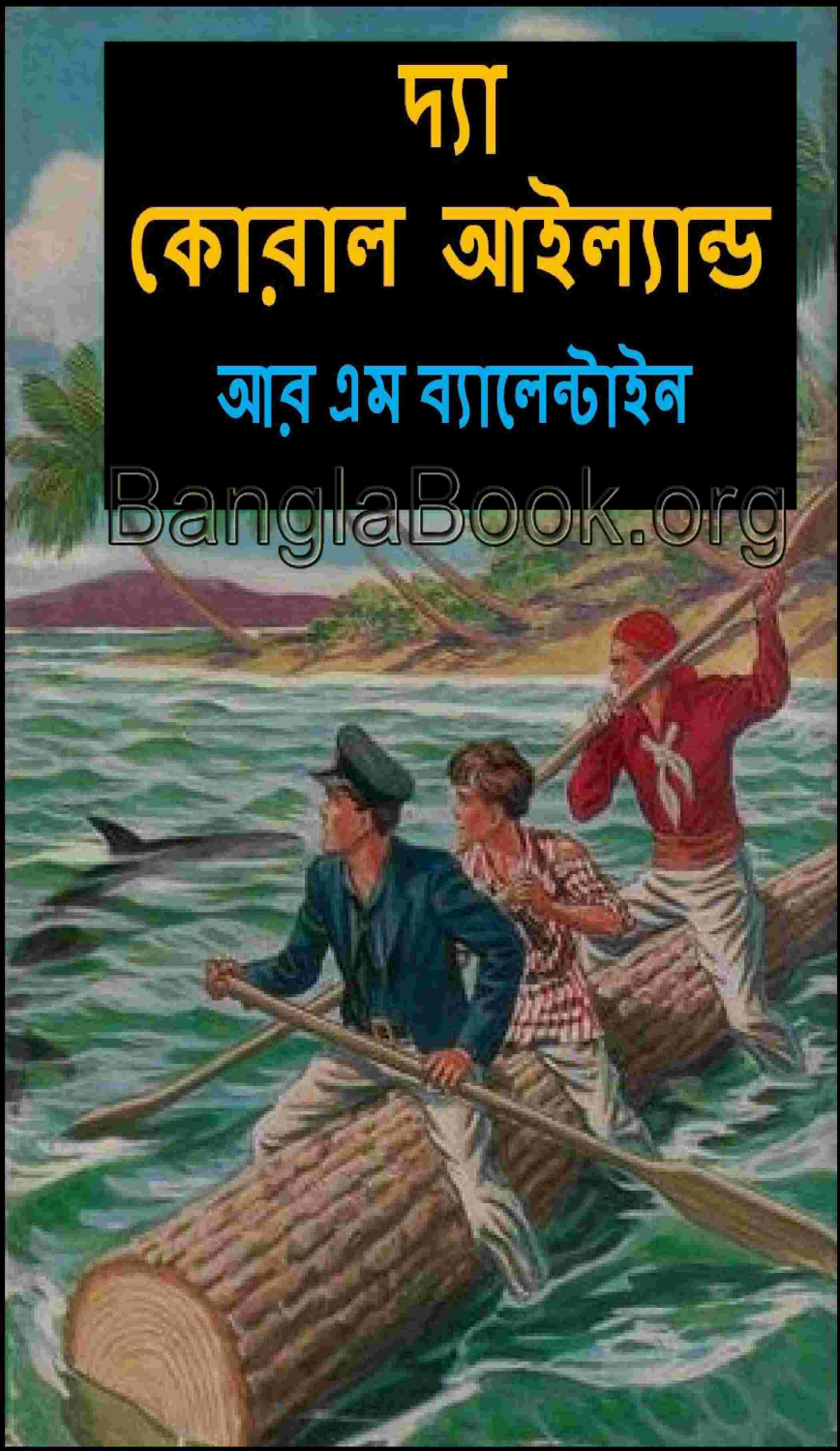

www.BanglaBook.org

দ্য কোরাল আইল্যাণ্ড

আর্ এম্ ব্যালেন্টাইন্

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

অনূদিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

THE CORAL ISLAND

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

ডিসেম্বর
২০০০
৩

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এম্‌স্‌ প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪-পরগনা (উত্তর)

দাম—
টা. ২০·০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

লেখক-পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সকল প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে কিশোর সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, রবার্ট মাইকেল্ ব্যালেন্টাইন তাঁদের অন্যতম। দ্য কোরাল্ আইল্যাণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিশোর-কিশোরীদের হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন। প্রশান্ত মহাসাগর, তার দ্বীপপুঞ্জ ও তাদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাই এই দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনীর পটভূমিকা। কাহিনীর বিন্যাস, বর্ণনার ভঙ্গী, বিষয়ের বৈচিত্র্য সকল দিক দিয়াই এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। দ্য গরিলা হাণ্টার্স, দ্য ডগ ক্রুশো প্রভৃতিও তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাড্ভেঞ্চার কাহিনী। আজও এ সব গ্রন্থের জনপ্রিয়তা আগের মতই অক্ষুণ্ণ আছে ছোটদের জন্য তিনি আশিখানারও বেশী অ্যাড্ভেঞ্চার-কাহিনী রচনা করে গেছেন।

.৮২৫ খ্রী. স্কটল্যাণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

॥ ১ ॥

দেশ বিদেশে বেড়ানো আমার চিরকালের নেশা। জন্মভূমির বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াবার যে নেশা কৈশোরে আমাকে পেয়ে বসেছিল, বাকী জীবনেও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে অন্ততঃ একবার আমি যাইনি।

অতলান্তিক মহাসাগরে এক জাহাজের বুকে আমার জন্ম। সেদিন রাত্রি ছিল অন্ধকার, আকাশে ছিল দুর্যোগের ঘন-ঘটা, মহাসাগরের বুকে ছিল উত্তাল তরঙ্গের বিক্ষোভ। আমার বাবা আর ঠাকুর্দা দু'জনেই ছিলেন জাহাজের ক্যাপটেন। ঠাকুর্দার বাবারও ছিল নাবিকের জীবন। তাঁর বাবাও ছিলেন নৌবাহিনীর অ্যাড্‌মিরাল। আমার মাও প্রায়ই বাবার সাথে জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াতেন।

কাজেই পৈত্রিক সূত্রেই আমি ভ্রমণের নেশা পেয়েছি, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে না। আমার জন্মের অল্পকাল পরই বাবা জাহাজের কাজ থেকে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডের সমুদ্রকূলে একটি ছোট বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের উপকূলে বেড়ানো আমাকে নেশার মত পেয়ে বসল। বড় হবার পরও সমুদ্রতীরেই আমার সারা দিন কাটত। তাই দেখে বাবা আমাকে এক জাহাজে শিক্ষানবিশ হিসাবে ভরতি করে দিলেন। ফলে বন্দরে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিছু দিন বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু যে সব নাবিক দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের কাছে নানা দেশের নানা গল্প শুনে আমার মনেও দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবার অদম্য আগ্রহ জেগে উঠল।

www.BanglaBook.org

আমার নাম রাখা হয়েছিল র‍্যালফ্। কিন্তু আমার এই ভবঘুরের নেশা দেখে সবাই আমার নাম দিল রোভার র‍্যালফ্। শেষে এমন হল যে, এই নামেই আমি পরিচিত হয়ে উঠলাম।

আমি নাবিকদের কাছে তাদের সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার নানা রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছি। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে মরতে মরতেও তারা কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, নানা বিপদের হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করেছে, কত বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র মানুষ দেখেছে, এ সব গল্প আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতাম। কিন্তু তাদের মুখে প্রবাল কীট ও প্রবাল দ্বীপের গল্প শুনতে আমার যেমন ভাল লাগত, তেমন আর কিছুই লাগত না। দক্ষিণ সমুদ্রের সেই প্রবাল দ্বীপে নাকি চিরগ্রীষ্ম বিরাজমান, অথচ ওখানকার আবহাওয়া মনোরম। সারা বছর গাছে গাছে নানা রকমের ফল পাওয়া যায়। আবার দুই একটি ছোট ছোট দ্বীপ ছাড়া অন্যান্য প্রবাল দ্বীপের অধিবাসীরা নাকি বন্য পশুর মত হিংস্র, মানুষের মাংস নাকি তাদের প্রিয় খাদ্য। এ সব গল্প শুনতে শুনতে আমার মনে অদম্য ইচ্ছা হল, সুযোগ পেলেই একবার প্রবাল দ্বীপে পাড়ি দিব।

আমার যখন পনর বছর বয়স, তখন বাবার কাছে আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললাম, তিনি যদি সারাজীবন উপকূলবাহী জাহাজেই পড়ে থাকতেন তাহলে কোন দিনই সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপটেন হতে পারতেন না, তখন তিনি আর অমত করলেন না। বাবা মত দেওয়ায় মাও আর আপত্তি করতে পারলেন না। শুধু সজল চোখে বললেন, "বাবা র‍্যাল্‌ফ্! আমরা বুড়ো হয়েছি। আর ক'দিন বাঁচব, তার ঠিক নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি পারো, ঘরে ফিরে এসো।"

আমার বাবাই তাঁর জানাশোনা এক বাণিজ্যতরীর ক্যাপ্‌টেনের হাতে আমায় সঁপে দিলেন। এই জাহাজটির নাম 'অ্যারো'। দক্ষিণ সাগরই এর গন্তব্যস্থল।

যাত্রার দিন মা আমার হাতে একখানা বাইবেল দিয়ে বললেন,

www.BanglaBook.org

আমি যেন রোজ তার এক অধ্যায় করে পড়ি। আর যেন দিনে অন্ততঃ একবার ভগবানের উপাসনা করি।

॥ ২ ॥

আমাদের জাহাজখানা ছিল বেশ বড়, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যাত্রার দিনটিও ছিল নির্মেঘ রবিকরোজ্জ্বল, হাওয়াও ছিল অনুকূল। ক্যাপটেনের আদেশে পাল খাটিয়ে নোঙ্গর তুলতেই জাহাজটি অনুকূল বায়ুভরে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল। আর আমি যেন স্বপ্নলোকের অধিবাসী হয়ে প্রবাল দ্বীপের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

জাহাজে আমার বয়সী আরও কয়েকজন নাবিক ছিল। তাদের মধ্যে দুজনকে আমার খুব ভাল লাগল। একজনের নাম জ্যাক্ মার্টিন। লম্বা-চওড়া চেহারা, আঁটসাট গড়ন, চমৎকার স্বাস্থ্য, প্রাণ-প্রাচুর্যে চঞ্চল, দেখতেও সুন্দর। নানা বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছে। বেশ বুদ্ধিমান্, সব কাজেই সমান উৎসাহ। অথচ সবার সাথেই বেশ অমায়িক ব্যবহার। মুখে সব সময়েই একটা প্রশান্ত হাসি। জ্যাক্ ছিল সবার প্রিয়। সেও সবাইকে ভালবাসত। কিন্তু তার মধ্যেও আমার উপর তার একটু বিশেষ টান ছিল। দ্বিতীয় জনের নাম পিটারকিন্ গে। ছোটখাট চেহারা, কাজকর্মে চট্‌পটে, সব সময়েই হাসি কৌতুক নিয়ে থাকে। কথায় কথায় ফোড়ন কাটা অভ্যাস।

জ্যাকের বয়স আঠার বছর, পিটারকিনের চোদ্দ, আর আমার পনের। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের তিনজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল।

আমাদের এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম দিকটায় তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। মাঝে মাঝে শান্ত সমুদ্রের উপর আমাদের জাহাজ তর্‌তর্ করে চলত, আবার মাঝে মাঝে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে প্রচণ্ড দোল খেত। মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক চোখে পড়ত। তারা জলের সামান্য উঁচু দিয়ে খানিকদূর উড়ে যেত। আর ডল্‌ফিন্ তাদের

www.BanglaBook.org

তাড়া করত। একদিন একটা উড়ুক্কু মাছ ছিট্‌কে আমাদের জাহাজের উপর আছড়ে পড়ল। আমি আর জ্যাক্ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললাম। দেখলাম এদের দুটি লম্বা আর পাতলা ডানা আছে। রাতে উড়ুক্কু মাছটিকে আমরা তিনজনে মিলে খেলাম। খেতে বেশ ভালই লাগল।

আমেরিকার শেষ প্রান্তে আমরা যখন কেপ্ হর্নে পৌঁছলাম, তখন ভয়ংকর দুর্যোগ শুরু হল। নাবিকরা সেই অন্তরীপ অঞ্চলের ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিপদ সম্বন্ধে তাদের অতীতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করল। অনেকবার এখানে জাহাজ ঝঞ্ঝার মুখে পড়ে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে ; জাহাজের মাস্তুল ভেঙে গিয়েছে। পাল ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। ঝঞ্ঝার সে কি দাপট ! জাহাজের সে কি অবস্থা ! এই বুঝি পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায় ! শুধু দৈবের সহায় আর ক্যাপটেনের স্থির বুদ্ধির বলে কোন রকমে রক্ষা পাওয়া গেছে।

এই সব কাহিনী শুনে মনে মনে বিষম ভয় হল। যাহোক, এই বিপদসঙ্কুল অন্তরীপ-অঞ্চল কোন রকমে অতিক্রম করে কয়েক দিন পর আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়লাম।

তারপর একদিন আমাদের জাহাজ আমার বহু-প্রত্যাশিত প্রবাল দ্বীপের কাছে এসে হাজির হল। ওঃ, সেদিনের আনন্দের কথা আমি কোন দিন ভুলব না। যেদিকে তাকাই সে দিকেই প্রবালের পাহাড়, উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছে। দ্বীপের মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেলকুঞ্জ। সমুদ্রের হাওয়ায় তাদের হরিৎ বৃন্তগুলি এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে। যারা এ পথে এর আগে যাওয়া আসা করেছে, সে সব নাবিকদের চোখে এ সবই সাধারণ পুরাতন দৃশ্য। কিন্তু আমার কাছে এ একবারে নূতন, তাই প্রত্যেকটি দৃশ্যই যেন আমার চোখে মায়ার অঞ্জন পরিয়ে দিতে লাগল। আমরা তিন জনই ভাবতাম, যদি একদিনের জন্যও এই প্রবাল দ্বীপে নামতে পারতাম !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের এ আশা অচিরেই পূর্ণ হল। এক রাতে হঠাৎ প্রবল ঝড় শুরু হল। ঝড়ের সে কি তাণ্ডব লীলা! তার প্রথম দাপটে আমাদের জাহাজের দুটো মাস্তুলই কোথায় উড়ে গেল। শুধু প্রধান মাস্তুলটি কোন মতে খাড়া রইল! ওই খাড়া থাকাই সার। কেননা তাতে আর পাল খাটাবার কোন উপায়ই ছিল না। পাঁচ দিন এক নাগাড়ে ঝড়ের মাতামাতি চলল। ডেকের উপর যা কিছু ছিল, সব কোথায় ভেসে গেল। শুধু রইল ছোট্ট একটা নৌকা। তার মাঝিকেও দড়ি দিয়ে মাস্তুলের সাথে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। পাছে তাকেও না ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কাপ্তেন বললেন, বাঁধা-পথ ছেড়ে জাহাজ যে ঝড়ের দোলায় কোথায় চলে এসেছে, তা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর কেবলই আশঙ্কা, জাহাজ না কোন প্রবাল-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়! কারণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল দ্বীপেরও যেমন অন্ত নেই, সে সব দ্বীপের চারদিকে পাহাড়েরও অভাব নেই।

ছয়দিন পর এক ভোরে ডাঙ্গা আমাদের চোখে পড়ল। একটা প্রবাল দ্বীপ, তার চারদিকেই প্রবালের পাহাড়। সমুদ্রের ঢেউ ফুলে ফুঁসলে গর্জে সেই পাহাড়ের গায়ে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্র থেকে একটা খাড়ি দ্বীপের ভেতর চলে গেছে, সেখানে জল অপেক্ষাকৃত শান্ত। এই খাড়ি দিয়ে আমাদের জাহাজটিকে দ্বীপে প্রবেশ করাবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। হঠাৎ একটা প্রান্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের হাল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ফলে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণের আর কোন উপায়ই রইল না।

বেগতিক দেখে কাপ্তেন আমাদের বললেন, "জাহাজ বাঁচাবার আর আশা নেই। তোমরা সব নৌকায় উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা আমাদের হাতে আছে, এর পরই জাহাজ গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খাবে। তখন আর এর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।"

বেশির ভাগ নাবিকই কাপ্তেনের আদেশ অনুযায়ী নৌকায় উঠবার

www.BanglaBook.org

জন্য তৈরী হয়ে রইল। জ্যাক্ আমাকে আর পিটারকিন্‌কে বলল, "এই ছোট্ট নৌকায় এতগুলি লোকের প্রাণরক্ষা অসম্ভব। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর এতগুলি লোকের ঠেলাঠেলিতে এ ডুববে। তার চেয়ে আমি বলি, এই মোটা দাঁড়টা ধরে আমরা নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করি। এর ডুববার ভয় নেই। তবে ঢেউএর মধ্যে দিশাহারা না হয়ে একে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। যদি কোন রকমে একবার খাড়ির মুখে পৌঁছান যায়, তবে আর ভয় নেই। কি বল?"

জ্যাকের উপর আমাদের বরাবরই অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। তাই এক কথায়ই তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের বাঁচাতে। মনের মধ্যে এ বিশ্বাসে আমার দেহের শক্তিও যেন বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে জাহাজটি পাহাড়ের প্রায় কাছে এসে গেছে। নাবিকরা নৌকায় উঠবার জন্য তৈরী। কাপ্তেন নৌকা নামাবার আদেশ দিয়েছেন। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড ঢেউ দৈত্যের মত গর্জন করে জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। আমরা তিন জন তাড়াতাড়ি দাঁড়টা ধরবার জন্য জাহাজের সামনের দিকে ছুটে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢেউটা এসে জাহাজের ডেকে ভেঙে পড়ল। সাথে সাথে জাহাজটাও পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে এক পাশে কাত হয়ে গেল। আর নৌকা ও তার আরোহীরা উত্তাল সমুদ্রে ছিট্‌কে পড়ল। আমাদের দাঁড়টাও জাহাজের দড়িদড়ায় জড়িয়ে গেল। জ্যাক্ সে জট ছাড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা হাত-কুড়াল দিয়ে দড়িদড়ার উপর এক কোপ বসাল। কিন্তু ঢেউয়ের দুলুনিতে সে কোপ ঠিক জায়গায় না পড়ে কুড়ালটা দাঁড়ের এক জায়গায় বিঁধে গেল। হতাশ হয়ে আমরা বাঁচবার আশা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম করতে লাগলাম।

যাহোক্, আর একটা ঢেউয়ের ঝাপটায় আমাদের দাঁড়টা দড়িদড়ার জট থেকে মুক্ত হল। আমরা প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলাম। আর খানিকটা দূরে নৌকাটি তার হতভাগ্য আরোহীদের নিয়ে মোচার খোলের মত দোল খেতে লাগল। তারপর

www.BanglaBook.org

এক সময় সব কয়টি নাবিকই সেই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। এর পরই আমিও অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

সামান্য একটু জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, আমি সমুদ্র-সৈকতে ঘাসের উপর শুয়ে আছি। মাথার উপর পাহড়ের একটা অংশ বিরাট ছাতার মত ঝুলছে। পিটারকিন্ পাশে বসে আমার কপালে জলের ছিটা দিচ্ছে। আমার কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল, সেটা বন্ধ করার জন্যই পিটারকিনের এই প্রচেষ্টা।

॥ ৩ ॥

তখনও আমার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে আসেনি। আমি শুনতে পেলাম, পিটারকিন্ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে আমায় জিজ্ঞাসা করছে, "র‍্যালফ্, এখন একটু সুস্থ বোধ করছ কি?"

প্রথমে আমার মনে হল, আমি বোধহয় আমার কাজকর্ম ফেলে জাহাজের ডেকেই ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বুঝলাম, আমি সুস্থ নই। আমার তখন বাড়ির কথা—মা বাবার কথা—বাগানের নানা রকম ফুল-ফলের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আমি বুঝি বাড়িতেই শুয়ে আছি, মা আমার বিছানার পাশে বসে আছেন। কিন্তু অশান্ত সমুদ্র-গর্জনে আমার সে সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। মনে পড়ল, আমি জাহাজে চড়ে যাচ্ছি, উড়ুক্কু মাছ আর ডলফিনের খেলা দেখছি। কিন্তু সে স্বপ্নও বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। মনে পড়ল, আমাদের জাহাজডুবি হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর থেকে দূরে, বহুদূরে কোন্ অজ্ঞাত দ্বীপে ভেসে এসেছি।

এবার আমি চোখ মেললাম। দেখি জ্যাক ও পিটারকিন্ দু'জনেই উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। জ্যাক্‌কে বলতে শুনলাম, "র‍্যালফ্, কথা বল। বল, তুমি এখন ভালো বোধ করছ!"

আমার মুখে একটু মৃদু হাসির আভাস দেখা দিল। স্মিত মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "আমার কি হয়েছে? আমি ত ভালোই আছি।"

www.BanglaBook.org

"ভালো থাকলে আমাদের এতক্ষণ এমন করে ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?"—পিটারকিন্ তার স্বভাব-সুলভ পরিহাসতরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। তার মুখে হাসি, চোখে জল।

এবার আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম। বেশ খানিকটা কেটে গেছে। প্রচুর রক্তপাতও হয়েছে।

জ্যাক্ আমাকে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়ে বলল, "এখনও তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি। কাজেই উঠবার চেষ্টা করো না। একটি কথাও বলবে না। আমিই তোমাকে সব বলছি, তুমি শুধু শুনে যাবে।"

জ্যাকের কথা শুনে পিটারকিন্ ব্যাকুল স্বরে বলল, "না না, জ্যাক্। র‍্যালফ্‌কে কথা বলতে বারণ করো না। তার মুখে দু'একটা কথা শুনতে দাও। এতক্ষণ ত বেচারা একবারে মিশরের মমির মত চুপচাপ পড়ে ছিল।" তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বলল, "র‍্যালফ্, তুমিও কম দুষ্টু নও। আমায় তুমি গলা টিপে একবারে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আমার দাঁতগুলি ভাঙবারও চেষ্টা করেছিলে!"

পিটারকিনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "এ সব তুমি কি বলছ? তোমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলাম, এ কথার মানে কি?"

"এত সব কাণ্ড করবার পর এখন তুমি তার মানে জানতে চাইছ! বেশ ছেলে তুমি!"

জ্যাক্ পিটারকিন্‌কে ধমক দিয়ে বলল "তোমার এ সব কি হচ্ছে? র‍্যালফ্‌কে এভাবে উত্তেজিত করছ কেন? ভুলে যেয়ো না, বেচারা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি।"

তার পর আমার দিকে চেয়ে বলল, "আমি তোমায় সব বলছি র‍্যালফ্! তোমার হয়ত মনে আছে, আমাদের জাহাজ যখন পাহাড়ে ধাক্কা খেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা তিনজনে একটা দাঁড় ধরে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লাম। লাফাতে গিয়ে দাঁড়ের আঘাতে তোমার কপালটা কেটে যায়। তুমি হয়ত ব্যথার চোটে তখন একরকম জ্ঞান-হারা হয়েছিলে। সেই অবস্থায় তুমি তোমার অজ্ঞাতেই পিটারকিনের

www.BanglaBook.org

গলা এমন জোরে চেপে ধরেছিল যে, বেচারার দম বন্ধ হবার জো। শুধু তাই নয়, তোমার হাতে যে দূরবীনটা ছিল, সেটা তুমি পিটারকিনের মুখে এমন ভাবে ঢুকিয়েছিলে যে, বেচারার দাঁত কয়টিও যায় আর কি! অবশ্য এর কোনটাই তুমি ইচ্ছে করে বা জেনেশুনে করোনি। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, পিটারকিন্ খুব শক্ত হাতে দাঁড়টা আঁকড়ে ধরে ছিল। আমিও তোমাকে তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। আমার সে চেষ্টা সফলও হয়েছিল। তাই আমরা তিন জনেই প্রাণে বাঁচতে পেরেছি।"

"কিন্তু ক্যাপটেন্ এবং অন্যান্য নাবিকদের কি হল?" আমি ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁরা কি নিখোঁজ নাকি?"

"ঠিক বলতে পারব না। তবে তাঁদের রক্ষা পাবার আশাও খুব কম। আমাদের জাহাজ যখন পাহাড়ের গায় ধাক্কা খায়, তখন নাবিকরা নৌকায় উঠেছিল বটে, কিন্তু দাঁড়ে হাত লাগাবার আগেই ঢেউয়ের ধাক্কায় তা সমুদ্রের দিকে ভেসে যায়। সেখানে তারা পাল খাটিয়ে নৌকাটা তীরের দিকে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকাটি আমার চোখের আড়াল হয়ে পড়ে।"

"বেচারাদের ভাগ্যই খারাপ।"

"যাই বল র‍্যালফ্, আমি একেবারে আশা ছাড়িনি। এই দক্ষিণ সাগর সম্বন্ধে আমার যে সামান্য জ্ঞান আছে, তা থেকে বলতে পারি, সাগরের বুকে ছোট বড় অসংখ্য যে সব দ্বীপ আছে, তার কোন একটায় তাঁরা নিশ্চয়ই আশ্রয় নিতে পেরেছেন!"

"ভগবান্ করুন, তোমার কথাই যেন সত্য হয়। কিন্তু জ্যাক্, জাহাজটির কি হল? সেটা কি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে!"

"না, ভাঙেনি। তবে তার সলিল সমাধি হয়েছে।"

"এর পর কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। সবার মনেই ভবিষ্যতের ভাবনা। দ্বীপটি একেবারে জনশূন্য হলেও বিপদ, আবার নরখাদক থাকলেও তাদের হাতে প্রাণ যাবার আশঙ্কা।"

বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা পিটারকিনের কোষ্ঠীতে নেই। তাই সে

www.BanglaBook.org

আমাদের বলল, "তোমাদের মনে যাই হোক, আমার কিন্তু বেশ আনন্দই হচ্ছে। কেননা গোটা দ্বীপটার আমরাই হব মালিক। জ্যাক্ হবে এই দ্বীপের রাজা, র‍্যালফ্ হবে প্রধানমন্ত্রী, আর আমি—"

বাধা দিয়ে জ্যাক্ বলল, "তুমি হবে রাজার বয়স্য।"

"না না, আমি বয়স্য-টয়স্য হতে চাই না। আমি রাজ সরকারের অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পদই নিব, আমার বেতনও হবে বেশ মোটা। তবে কাজকর্ম কিছু করতে হবে না।"

"কিন্তু দ্বীপটা যদি জনমানবশূন্য হয়?"

"তাহলে আমরা চমৎকার একটা বাড়ি তৈরী করব। তার চারধারে থাকবে সুন্দর ফুলের বাগান। সারা বছর তাতে নানা রংএর ফুল ফুটবে। তারপর আমরা চাষবাস করব, নানা রকম ফল শস্য লাগাব। সে সব শস্য থেকে আমাদের খাবার তৈরী হবে। পেটপুরে খাব, মনের সুখে ঘুমাব। একবারে চূড়ান্ত বাদশাগিরি!"

জ্যাক্ বলল, "হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয় পিটারকিন্! যদি এই দ্বীপে লোকজন না থাকে, তাহলে খুবই মুশকিলে পড়তে হবে। আমাদের জীবন হবে পশুর জীবন। কারণ আমাদের কোন যন্ত্রপাতিই নেই—এমন কি একটা কলমকাটা ছুরিও নেই।"

"কে বলল নেই?" এই বলে পিটারকিন্ তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা পেনসিলকাটা ছোট্ট ছুরি বার করল। তার একটি মাত্র ফলা, তাও ভাঙা।

তাই দেখে জ্যাক হেসে বলল, "এ যে মস্ত সম্পত্তি দেখছি। যাক্, নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল।"

তারপর আমাকে বলল, "র‍্যালফ্, আশা করি, তুমি এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছ। আস্তে আস্তে একটু হাঁটতেও পারবে। তাহলে এখন কাজের কথা বলা যাক্। আমাদের কার পকেটে কি আছে আগে দেখি। তারপর এই পাহাড়টায় উঠে এই দ্বীপটির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করবার চেষ্টা করি। ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, বর্তমান অবস্থায় এই দ্বীপেই আমাদের বেশ কিছুদিন কাটাতে হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

পাহাড়ের গায় একটা পাথরের উপর বসে আমাদের কার কাছে কি আছে, তার হিসাব নেওয়া শুরু হল। দেখা গেল, সবসুদ্ধ আমাদের আছে—পিটারকিনের ভাঙা ছুরিটা, একটা জার্মান সিলভারের পেনসিল, তার সীস নেই। প্রায় দু'গজ লম্বা দড়ি, জাহাজের পাল সেলাইয়ের ছোট সুঁচ। একটা দূরবীন, যেটা আমি অজ্ঞানাবস্থায় আঁকড়ে ধরেছিলাম। তার একটা দিকের কাঁচ ভাঙা। জ্যাকের কড়ে আঙুলে একটা পিতলের আংটি, এক টুকরো পোড়া শোলা, আমাদের পিঠে বাঁধা কাপড়-জামার বাণ্ডিল।

আমরা আমাদের এই সব সম্পত্তির হিসাব করছি, এমন সময় হঠাৎ জ্যাক্ চিৎকার করে বলল, "আরে, আমাদের দাঁড়টার কথা একদম ভুলে গেছি।"

সাথে সাথে পিটারকিন্ জবাব দিল, "সেটা কোন্ কাজে লাগবে? দ্বীপটায় যা গাছ আছে, তাতে অমন হাজারটা দাঁড় বানানো যাবে!"

"তা যাবে। কিন্তু এই দাঁড়ের মাথায় যে লোহাটুকু আছে, আমি তারই কথা ভাবছি। এই লোহাটুকুর অনেক দাম।"

"ঠিক বলেছ। এটা আমার খেয়ালই হয়নি। চল, তিন জনে মিলে সেটা নিয়ে আসি।"

বলার সাথে সাথেই আমরা তিন জনে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলাম। রক্তক্ষয়ের জন্য আমি একটু দুর্বল হয়েছিলাম। তাই আমার সঙ্গী দুজনের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়লাম। জ্যাকের সেটা নজরে পড়তেই সে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

কিছুক্ষণ আগে ঝড় থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। দ্বীপটার চারদিকই পর্বতময়, পাহাড়ের গায়ে নানা রংএর গাছপালার শোভা। নারকেল গাছ ছাড়া অনেক গাছের নামই জানি না। সামনে

www.BanglaBook.org

রূপালী বেলাভূমি। সমুদ্রের যে ঢেউগুলি তার উপর আছড়ে পড়ছে, তা খুবই ছোট ছোট। এতে প্রথমে একটু অবাকই হলাম। পরে অবশ্য তার কারণ বুঝতে পেরেছি।

বেলাভূমি থেকে মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের বুকে একটা খাড়া প্রবাল পাহাড় দ্বীপটাকে প্রায় চারদিকে বেষ্টন করে আছে। ফলে সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঢেউগুলি সেই প্রবাল পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করছে বটে, কিন্তু তা তীর পর্যন্ত না আসতে পারায় তীর আর প্রবাল পাহাড়ের মাঝের জলরাশি এক রকম স্থির এবং শান্তই থেকে যাচ্ছে।

চারদিকের এই মনোরম দৃশ্য দেখে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, প্রকৃতির সৃষ্টিতে কত বৈচিত্র্যই না আছে! জ্যাকের মনেও বোধহয় এমনই একটা ভাব খেলা করছিল। এমন সময় পিটারকিনের হঠাৎ চিৎকারে আমাদের চমক ভাঙল। সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখি, সে বানরের মত লাফাচ্ছে, ছুটাছুটি করছে, আর প্রাণপণে কি ধরে যেন টানাটানি করছে।

কাছে যেতে দেখি, পিটারকিন্ দাঁড় থেকে কুড়ালটা খুলবার জন্য হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেখেই বলল, "ঠিক যে জিনিসটি আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার, এই দেখো, তা পেয়ে গেছি। এখন এটা খুলতে পারলেই হয়।"

"তুমি সরো দেখি, আমি একবার চেষ্টা করি।" এই বলে জ্যাক্ একটা হেঁচকা টান দিতেই সেটা দাঁড় থেকে খুলে এল। কুড়ালটা একেবারে নূতন, তার ধার একটুও নষ্ট হয়নি।

"একশোটা ছুরির চেয়েও এটা বেশী কাজে লাগবে", জ্যাক বলল, "তা ছাড়া দাঁড়ের মাথার লোহাটাও খুব মূল্যবান। কাজেই দাঁড়টাকেও নিতে হবে।"

এই বলে আমরা দাঁড়টাকেও বয়ে নিয়ে আমাদের অন্যান্য জিনিস-পত্রের সাথে রাখলাম।

এবার জ্যাক প্রস্তাব করল, "দ্বীপের পিছন দিকটাও একবার দেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসি। আমাদের জাহাজটাও সে দিকেই ধাক্কা খেয়েছে। ভাগ্য ভাল থাকলে দু' একটা কাজের জিনিস পেতেও পারি।"

আমি এবং পিটারকিন্ দুজনই তৎক্ষণাৎ জ্যাকের প্রস্তাবে সায় দিলাম। শুরু হল বেলাভূমির উপর দিয়ে তিন জনের পদযাত্রা। যেতে যেতে পিটারকিন্ হঠাৎ বলে উঠল, "আমাদের আসল সমস্যার সমাধান কি হবে বুঝতে পারছিনে। দ্বীপটায় ত দেখছি খাবার বলতে আছে কতগুলি বুনো ফল। সেগুলির স্বাদই বা কি রকম তাও জানিনে। তা ছাড়া ওগুলি যদি বিষাক্ত হয়, তা হলে ত সোনায় সোহাগা।"

জ্যাক্ উত্তর দিল, "অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, কতকগুলি ফল আমাদের দেশেরই মত। তা ছাড়া এক ধরনের পাখীকে কিছুক্ষণ আগে এ সব ফল খেতেও দেখলাম। এ ফল খেয়ে পাখীদের যদি কোন ক্ষতি না হয়, আমাদেরও হবে না। তা ছাড়া ওই দেখ, নারকেল গাছে কত নারকেল ফলে আছে। কচি নারকেলে পাওয়া যাবে মিষ্টি জল, আর ঝুনো নারকেল মিটাবে আমাদের ক্ষুধা।"

জ্যাকের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই পিটারকিন্ কাঠ-বিড়ালীর মত তর্‌তর্ করে একটা নারকেল গাছে উঠে এক কাঁদি নারকেল পেড়ে আনল।

জ্যাক্ বলল, "নারকেলগুলো আপাততঃ এখানেই থাক্। আগে আমাদের কাজ সেরে আসি। তারপর এসে ধীরে সুস্থে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।"

"কিন্তু জলতেষ্টায় আমার যে ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

"তবে তোমার ছুরিটা দিয়ে একটা ডাবের মুখ ফুটো করে জলটা খেয়ে নাও। দেখবে কি চমৎকার লাগে।"

জ্যাকের কথামত ডাবের জল খেয়ে পিটারকিন্ একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। বলল, "এ যে একেবারে অমৃত! তোমরাও একটা একটা খাও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি এবং জ্যাক্‌ও ডাবের জল খেলাম। সত্যিই অমৃত! যেমন ঠাণ্ডা তেমন মিষ্টি। প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে যায়।

পিটারকিন্‌ বলল, "ডাব ত খেলাম। ঝুনো নারকেলের স্বাদ কেমন?"

"ঝুনো নারকেলের জল নোন্‌তা, খেতে মোটেই ভাল নয়। ওতে পিপাসাও মিটে না। তবে তার সাদা শাঁস বেশ পুষ্টিকর খাদ্য।"

"তুমি এ দ্বীপের এত সব খবর কি করে জানলে, জ্যাক্‌?" পিটার-কিন্‌ জিজ্ঞাসা করল।

"কেন, বই পড়ে।"

"শুধু বই পড়ে?"

"তা নয়ত কি? আমি কি আর কোন দিন এ দ্বীপে এসেছি?"

কথা বলতে বলতে যেখানটায় আমাদের জাহাজটা পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়েছিল সেখানে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পাওয়া গেল না। আমরা ফিরে আসব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম, জলের উপর কালো কি একটা ভাসছে। তুলে আনতেই দেখি, আমাদের কাপ্তেনের বুট জোড়া। ভাবলাম, কাপ্তেন তা হলে আর বেঁচে নেই। কিন্তু জ্যাক্‌ বলল, "কাপ্তেন যদি বুট পরেই ডুবে যেতেন, তাহলে তাঁর মৃতদেহও এখানেই ভেসে আসত। তা' যখন আসেনি, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, সাঁতার দেবার সুবিধার জন্য কাপ্তেন বুট জুতা নিজেই পা থেকে খুলে ফেলেছিলেন।"

জ্যাকের কথাটা যুক্তিযুক্তই মনে হল।

ইতিমধ্যে বেলা পড়ে এল, ধীরে ধীরে আঁধারে চারদিক ছেয়ে গেল। কাজেই সেদিন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সংকল্প ত্যাগ করে আমরা আমাদের আস্তানার দিকে রওনা হলাম। সেখানে এসে গাছের ডালপালা কেটে একটা ঝুপড়ির মত তৈয়ার করা হল। মেঝেতে বিছানো হল শুকনা ঘাস পাতা।

এবার খাবার প্রশ্ন এবং আগুন জ্বালার সমস্যা। দলের মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যাক্‌ই সবজান্তা। আমরা তার পরামর্শই চাইলাম। জ্যাক্‌ বলল, "দ্বীপে ত চকমকি পাথরের অভাব নেই। কিন্তু একটু ইস্পাত না হলে শুধু চকমকিতে ত কাজ হবে না।"

পিটারকিন্‌ বলল, "দূরবীনের কাঁচটা ত আছে!"

"কিন্তু রোদ কোথায়?"

পিটারকিন্‌ চুপ করে গেল। আমিও হতাশ হলাম। কিন্তু বাহাদুরি আছে বটে জ্যাকের। সে অনেক কায়দা-কানুন করে শেষ পর্যন্ত আগুন জ্বালল। আর সেই আলেতে বসে আমরা নারকেলের শাঁস এবং ডাবের জল খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই নিবারণ করলাম।

সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই আমরা ক্লান্ত। তাই তৃণশয্যায় শুতে না শুতেই আমাদের চোখে ঘুম নেমে এল। চাঁদের আলো তখন আমাদের চোখে-মুখে পড়ছে, অদূরে ঘুমপাড়ানিয়া গানের সুরে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের খেলা চলছে।

॥ ৫ ॥

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি, তরুণ রবির রাঙা আলো মুখে এসে পড়ছে। গাছের ডালে নানা রং-এর পাখীর কাকলি সংগীতের সুধা ঢালছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। দেখেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, রোজ যেন বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ করি। জাহাজডুবির সাথে বাইবেলটি হারিয়ে যাওয়ায় তা পড়ার আর উপায় ছিল না। কিন্তু মার দ্বিতীয় উপদেশ অর্থাৎ উপাসনা করার কোন বাধা ছিল না। তাই তৃণশয্যা ছেড়ে আমি একটু দূরে গিয়ে উপাসনা শুরু করলাম।

উপাসনা সেরে এসে দেখি, আমার সঙ্গী দুজন তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তাই আমিও আবার শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে দেখি, পিটারকিনের ঠিক মাথার উপরে একটা ডালে ছোট্ট একটা টিয়াপাখী

www.BanglaBook.org

বসে আছে। কি অপূর্ব সুন্দর তার গায়ের রং। পাখীটা হঠাৎ ঝুপ করে পিটারকিনের মুখের উপর এসে জোরে চিৎকার করে উঠল। সাথে সাথে তার ঘুম ভেঙে গেল। পাখীটাও ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল।

"ভারী দুষ্টু পাখী ত।" বলতে বলতে পিটারকিন্ উঠে বসল। চোখ কচলাতে কচলাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কটা বেজেছে?"

"কি করে বলব? আমাদের ঘড়ি ত সব সমুদ্রের তলায়। তবে খুব বেশী বেলা হয়নি। মাত্র খানিক আগে সূর্য উঠেছে।"

এতক্ষণে বোধহয় পিটারকিনের সব মনে পড়ল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের দিকে চেয়ে তার চোখ দুটি নির্মল আনন্দে ভরে গেল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের জলে লাফিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে জ্যাকেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও পিটারকিনের দেখাদেখি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমিও এক ছুটে গিয়ে তাদের সাথে জলকেলি শুরু করলাম।

সাঁতার আমি ভালই জানতাম। তবে জ্যাক্ আমার চেয়েও ওস্তাদ। জ্যাক্ আর আমি বেশ গভীর জলে চলে গেলাম। পিটারকিন্ খুব ভাল সাঁতার জানত না বলে ভরসা করে আমাদের মত অত দূরে গেল না।

আগেই বলেছি, বেলাভূমি আর প্রবাল পাহাড়ের মধ্যেকার সমুদ্র স্বচ্ছ ও নিস্তরঙ্গ। জল এত পরিষ্কার যে কুড়ি পঁচিশ ফুট নীচেও তলার সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। নুড়ি তুলবার আশায় ডুব দিয়ে নীচে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জীবনে ভুলব না। নানা আকারের রংবেরং-এর প্রবালে ভরা সে যেন এক আশ্চর্য স্বপ্নপুরী! সেখানে মাছই বা কত রং-এর—নীল, লাল, হলদে, সবুজ, ডোরাকাটা। আমাদের দেখেও তাদের বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই।

নিঃশ্বাস নেবার জন্য আমরা যখন জলের উপর ভেসে উঠলাম, তখন জ্যাক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "রাল্‌ফ্, জীবনে আর কোন দিন এমন মনোরম স্থান দেখেছ?"

"না ভাই! এ যেন রূপকথার রাজ্য—যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া!"

www.BanglaBook.org

"সত্যিই তাই। এসো সেই স্বপ্নপুরীতে আবার যাওয়া যাক।" এই বলে জ্যাক্ আবার জলের তলায় অদৃশ্য হল। আমিও তার অনুসরণ করলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের এই জলবিহার চলল।

এতক্ষণ জলে থেকেও আমাদের কোন অস্বস্তি বোধ হয়নি। দেশের সমুদ্রে এর অর্ধেক সময়ও থাকতে পারতাম কিনা সন্দেহ। এ বোধ হয় দক্ষিণ সাগরের জলেরই গুণ!

জ্যাক্ জলের নীচে থেকে গোটা কয়েক বড় ঝিনুক তুলে বলল, "এ দিয়ে চমৎকার প্রাতরাশ হবে।"

এবার আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরলাম। রোদ বেশ প্রখর হয়ে চারদিক ঝলমল করছে। কাজেই দূরবীনের কাঁচের সাহায্যে অতি সহজেই আগুন জ্বালা হল। সে আগুনে আমরা ঝিনুকের মাংস ঝলসে নিলাম। নারকেল ত আগেই পাড়া ছিল। তাই প্রাতরাশটি বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হল।

॥ ৬ ॥

প্রাতরাশের পর স্থির হল, তিন জনে মিলে দ্বীপটাকে ভাল করে দেখতে হবে। আমাদের আস্তানার কাছাকাছি একটা সুন্দর গুহা আগেই আমাদের চোখে পড়েছিল। তাই প্রথমেই আমাদের সম্পত্তি বলতে যে কয়টি জিনিস ছিল, সেগুলি সেই গুহার মধ্যে রেখে এলাম। তারপর একটা গাছের ডাল কেটে বেশ মজবুত দুইটা লাঠি তৈরি করা হল। একটা নিলাম আমি, দ্বিতীয়টা নিল পিটারকিন। জ্যাক্ নিল কুড়ালটা। অজানা রাজ্যে কখন কোন্ বিপদের মুখে পড়তে হয়, তাই এ ব্যবস্থা!

এবার আগুন নিবিয়ে আমরা বেলাভূমি ধরে এগিয়ে চললাম। কিছু দূর যেতেই আমরা একটা উপত্যকার সামনে এসে পৌঁছলাম। একটা ছোট নদী তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে আমরা যখন সেদিকে তাকালাম, তখন যে অপূর্ব দৃশ্য আমাদের

www.BanglaBook.org

চোখে পড়ল, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। উপত্যকার দুই দিকের জমি উঁচু হতে হতে মাইল খানেক ব্যবধানে দুইটি ছোট পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। সেই পাহাড় দুইটি আবার মাইল দুই পর্যন্ত খাড়া হতে হতে এক সুউচ্চ পর্বতের সৃষ্টি করেছে। গোটা উপত্যকা, পাহাড়, পর্বত আগাগোড়া বিচিত্র গাছপালায় ঢাকা। সবুজের সে সমারোহে চোখ জুড়িয়ে যায়। পর্বতের একটা জায়গায় কোন গাছপালা নেই—সেখানটা শুধু রুক্ষ পাথর।

আমরা স্থির করলাম, সম্ভব হলে পর্বতের চূড়ায় উঠে দ্বীপটার চারদিক একবার ভাল করে দেখে নেব।

আমাদের মধ্যে জ্যাক্‌ই সব চেয়ে শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান্। সেই হল আমাদের নেতা। তার পিছনে পিটারকিন্, সব শেষে আমি। উপত্যকা এবং পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে আমি এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, কখন যে অন্যমনস্ক ভাবে আমি আমার হাতের লাঠিটি কোথায় ফেলে এসেছি, তাই আমার খেয়াল নেই! জ্যাকের হাতে কুড়াল, পিটারকিনের হাতে লাঠি, আর আমি একেবারে নিঃসম্বল—এ ভাবেই আমাদের পর্বত পরিক্রমা শুরু হল।

নদীর তীর ধরে ধরে আমরা চলতে শুরু করলাম। গাছপালাগুলি নিবিড় হলেও তার মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে আমাদের তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে সামনে কি আছে না আছে, তা কাছে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছিলাম না। যেতে যেতে আমরা টিয়া ছাড়াও আরও রংবেরং-এর পাখীর দেখা পেলাম। তাদের সুমধুর কাকলি আমাদের পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব করে দিচ্ছিল। এমন সময় আমরা একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার হাত থেকে আশ্চর্য রকমে রক্ষা পেয়ে গেলাম। জ্যাক্ যথারীতি আমাদের আগে আগে গাছপালা সরিয়ে পথ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। এ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত শব্দ আমরা কোনসময়ই শুনতে পাইনি। মনে হল, কি যেন একটা ভীমবেগে এ দিকেই আসছে।

পিটারকিন্ প্রশ্ন করল, "এ কিসের শব্দ জ্যাক্?"

www.BanglaBook.org

জ্যাক্ উত্তর দিল, "বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া সামনে কলা গাছের ঝাড় থাকায় তাদের পাতায় জায়গাটা এমন ভাবে ঢেকে আছে যে, সামনের কিছু দেখতেই পাচ্ছি না।"

এই বলে জ্যাক্ তার কুড়ালটি বেশ করে বাগিয়ে ধরল। পিটারকিন্ও অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণ আশঙ্কায় হাতের লাঠি নিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে শব্দটি আরও জোরালো এবং আরও নিকটে আসছে বলে মনে হল। আমরা সকলেই বেশ অস্বস্তি নিয়ে অজ্ঞাত আততায়ীর সম্মুখীন হবার জন্য তৈরি হয়ে রইলাম।

সেই অদ্ভুত শব্দ যেন হঠাৎ দশগুণ জোরালো হয়ে উঠল। মনে হল, কয়েকটা মত্ত হাতী যেন দাপাদাপি করে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সাথে সাথেই সামনের গাছপালা লণ্ডভণ্ড করে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই আমাদের সামনে গড়িয়ে পড়ল। আমরা নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আরও বড় কয়েকটা পাথরের চাঁই একটার পর একটা হুড়মুড় করে পড়তে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধূলায় আর পাথরের টুকরায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কত গাছপালা যে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে এল তার ইয়ত্তা নেই।

এতক্ষণে পিটারকিনের মুখে কথা ফুটল। বলল, "এই ব্যাপার! আমি ভাবছিলাম, দ্বীপের বন্য অধিবাসী বা বন্য জন্তুরা বুঝি দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে!"

"ভগবানকে ধন্যবাদ যে, পাথরের চাঁইগুলি আমাদের কারও উপর এসে পড়েনি। তা হলে আর রক্ষা ছিল না।"

যাহোক, কিছুক্ষণ বাদেই আমরা আবার আমাদের পরিক্রমা শুরু করলাম। এবার আমরা চারদিকে নজর রেখে সাবধানে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমরা পর্বতের সানুদেশে এসে উপস্থিত হলাম এবং উপরে উঠবার উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলাম। এমন সময় জ্যাক্ হঠাৎ একটা রুটিফলের গাছ আবিষ্কার করে বলে উঠল, "দেখো দেখো—এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত রুটিফলের গাছ।"

www.BanglaBook.org

আমরা দুজনেই সবিস্ময়ে গাছটির দিকে তাকালাম। জ্যাক্ আমাদের বুঝিয়ে বলতে লাগল, "রুটিফল হল এ সব দ্বীপের মহামূল্যবান্ গাছ। এ গাছে বছরে দুবার, কোন কোন গাছে তিনবার ফল ফলে। এ গাছের ফল আমাদের রুটির মত। এদেশীয়দের এই হচ্ছে প্রধান খাদ্য।"

পিটারকিনের সব কথায়ই ফোঁড়ন দেওয়া স্বভাব। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এখানে দেখছি সবই একবারে তৈরি হয়েই আছে। ডাব ভরতি লিমনেড খেয়ে তেষ্টা দূর কর। ফল কাটলেই রুটি। পেট পুরে খাও।"

জ্যাক্ আরও বলল, "এ গাছের শুধু ফলই নয়, এর আঠাও খুব দরকারী জিনিস। এদেশী নৌকা ক্যানো তৈরি করাবার সময় কাঠ জুড়তে এ আঠার জুড়ি নেই। এর বাকল দিয়ে তৈরি হয় এদেশী লোকের পরবার কাপড়। আর গাছের কাণ্ড ও ডালপালার ব্যবহার হয় ঘরবাড়ি তৈরি করতে। এ গাছের প্রত্যেকটি অংশই একটা না একটা কাজে লাগে।"

গাছটি দেখতেও ভারী চমৎকার। পাতাগুলি প্রায় এক হাত লম্বা। মসৃণ সবুজ রং-এ চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছে অজস্র ফল ধরে আছে, তার মধ্যে কতকগুলি কাঁচা, কতকগুলি পাকা। কাঁচাগুলির রং সবুজ, পাকাগুলির রং হলদে। সারা দ্বীপই এই গাছে ভরতি।

বেশ আনন্দের মধ্যেই আমাদের পর্বত-আরোহণ চলল। চূড়ায় উঠে দেখি, এর চাইতেও আরও উঁচু একটা পর্বত এই দ্বীপে আছে। সেই পাহাড়টিও এই পাহাড়ের মতই নানা রকম গাছপালায় ঢাকা। এই দুই পাহাড়ের মধ্যেও মস্ত একটা উপত্যকা। তা'ও নানা ফুল আর ফলের গাছে ভরতি। এর মধ্যে নারকেল আর রুটিফলের গাছও অনেক আছে।

আমরা ওই নূতন পাহাড়ের চূড়ায়ও উঠব স্থির করলাম। এই পাহাড়ে উঠবার মাঝপথে একটা গাছের গুঁড়ি আমাদের নজরে পড়ল। স্পষ্টই বুঝা গেল, কেউ কুড়াল দিয়ে গাছটা কেটেছে। অনেক দিন আগের কাটা, তাই গুঁড়িটার উপর শ্যাওলা আর ব্যাঙের ছাতা

www.BanglaBook.org

গজিয়েছে। জ্যাক্ তা পরিষ্কার করতেই দুটো অক্ষর অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। অক্ষর দুটি হচ্ছে—জে· এস্।

পরিষ্কার বুঝা গেল, আমরাই এই দ্বীপের প্রথম অভিযাত্রী নই। আমাদেরও অনেক আগে কেউ এখানে এসেছিল। জে· এস্ তারই নামের আদ্যক্ষর!

ধীরে ধীরে আমরা একবারে চূড়ায় উঠলাম। এখান থেকে সমস্ত দ্বীপটা একটা মানচিত্রের মত দেখাচ্ছে। দ্বীপে দুইটি পাহাড়। যেটার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেটাই বেশী উঁচু—প্রায় হাজার ফুট। আর যেটায় আমরা আগে উঠেছিলাম তার উচ্চতা আনুমানিক পাঁচশো ফুট। দুইটি পাহাড়ের মধ্যে মনোরম এক উপত্যকা ভূমি। দ্বীপটা প্রায় গোলাকার, তার ব্যাস প্রায় মাইল দশেক হবে। পরিধি হবে প্রায় ত্রিশ মাইল, হয়ত কিছুটা বেশীও হতে পারে। চারদিকে রজত-শুভ্র উজ্জ্বল বেলাভূমি। দ্বীপের চারদিকটায় প্রবাল-পাহাড়ের প্রাচীর। সমুদ্রের ঢেউ সেই প্রাচীরের উপর এসে প্রচণ্ড বেগে ভেঙে পড়ে সাদা ফেনার সৃষ্টি করছে। দিনরাত সমুদ্রগর্জন আর ঢেউয়ের খেলার বিরাম নেই। প্রবাল-প্রাচীর আর বেলাভূমির ব্যবধান কোন জায়গায় এক মাইল, কোন জায়গায় মাত্র দুই-তিনশো গজ। এখানকার জল শান্ত স্বচ্ছ নিঃস্তরঙ্গ। প্রবাল-প্রাচীরের তিনটি জায়গা ভাঙ্গা। প্রত্যেকটি ভাঙ্গা জায়গায়ই ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। তাতে নানা তৃণ গুল্ম ছাড়া দুই-চারটি নারকেল গাছও আছে। প্রবাল প্রাচীর আর বেলাভূমির মাঝখানটায়—একে আমরা লেগুন বলব—ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ। দেখতে ভারী বিচিত্র আর মনোরম। দূরে উন্মুক্ত সমুদ্রে বিভিন্ন দূরত্বে প্রায় ডজন খানেক দ্বীপ। সেগুলি সবই আমাদের এই দ্বীপের চেয়ে অনেক ছোট।

এর পর আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরে চললাম। ফেরার পথে আমরা দেখতে পেলাম একটা লাঠি, কুড়াল দিয়ে কাটা কয়েক টুকরা কাঠ। অনেক দিনের পুরানো বলে এগুলি প্রায় পচে যাবার মত অবস্থায় এসেছে। কিন্তু এ থেকে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হলাম

www.BanglaBook.org

যে, এ দ্বীপে আমাদের আগেও কোন অভিযাত্রীর পদার্পণ ঘটেছিল। এ ছাড়া চতুষ্পদ কোন প্রাণীর কয়েকটা পায়ের ছাপও আমাদের নজরে পড়ল। সেগুলি কতকাল আগেকার তা বুঝবার অবশ্য উপায় ছিল না।

ফিরার পথে আমাদের মধ্যে অনেক রকম আলোচনাই হল। তার সার কথা এই যে, এ দ্বীপে আমরা ছাড়া বোধ হয় অন্য কোন মানুষজন নেই।

॥ ৭ ॥

এর পর দিন কয়েক আমরা আমাদের আস্তানা ছেড়ে খুব বেশী দূর কোথাও যাইনি। তা' বলে শুধু শুয়ে-বসেও কাটাইনি। এ কয়দিনে আমরা আমাদের আস্তানাটি যথাসম্ভব ভদ্রগোছের করবার চেষ্টা করেছি। আর করেছি আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

খাওয়া-পরার আমাদের কোন ভাবনাই ছিল না। চারদিকের পরিবেশও ছিল মোটামুটি চমৎকার। কিন্তু তাই বলে বাড়িঘর ছেড়ে এই জন-মানবশূন্য দ্বীপে চিরজীবন কাটাতে হবে, এটাও ভাবা যায় না। তার উপর দ্বীপে বুনো অধিবাসী যে নেই, এ সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত হতে পারছিলাম না। এ ছাড়াও মনের মধ্যে এই ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত কোন জাহাজ এলে এই দ্বীপে নোঙর করবে, আর আমরা তাতে করে স্বদেশে ফিরে যাব।

জ্যাক্ কিন্তু একবারে চুপচাপ ছিল না। ইতিমধ্যেই সে দাঁড়ের লোহাটা থেকে ইঞ্চি তিনেক কেটে একটা চমৎকার ছুরি তৈরি করেছে। প্রথমে সে কুড়ুল দিয়ে পিটিয়ে লোহাটাকে চেপটা করেছে, তার পর একটা কাঠের হাতল কেটে তাতে লাগিয়েছে। শেষে একটা পাথরে ছুরিটার মুখ ঘষে ঘষে তার ধার তুলেছে। আমাদের যে ছোট একটা দড়ি ছিল, পিটারকিন্ তা দিয়ে একটা মাছ ধরার ছিপ তৈরি করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দড়ির মাথায় একটা ঝিনুক বেঁধে জলে ফেললেই মাছ খেতে আসত। আর পিটারকিন্ এক টানে মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলে ফেলত। কিন্তু দড়িটা ছিল নেহাৎই ছোট, মাত্র ছয় গজ! তার উপর আমাদের নৌকা নেই। কাজেই এ দিয়ে গভীর জলে মাছ ধরা সম্ভব হত না।

একদিন পিটারকিন্ মাছ ধরে এসে বিরক্তভাবে বলল, "এই রকম চুনোপুঁটি ধরতে আর ভালো লাগছে না। জ্যাক্, তুমি আমাকে কাঁধে করে গভীর জলে নিয়ে চলো, বেশ ভাল করে বড় মাছ ধরি।"

"এ কথাটা আগে বলোনি কেন? তা হলে ত, অনেক দিন আগেই এর ব্যবস্থা হয়ে যেত।" জ্যাক্ সাথে সাথেই উত্তর দিল।

কিছুদিন যাবৎই জ্যাক্ একটা গাছের কান্ড নিয়ে কি করছিল। সে দিকে চেয়ে আবার বলল, "আচ্ছা, একটা নৌকা তৈরি করলে কেমন হয়?"

"সে ত আর দু'চার দশ দিনের কাজ নয়। অত দিন অপেক্ষা করা আমার পোষাবে না। যা করবার চট্‌পট্ করো।"

জ্যাক্ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "বেশ একটা বড় গাছের গুঁড়ি কেটে দিচ্ছি, তা চড়েই গভীর জলে যাওয়া যাবে।"

"তার চেয়ে একটা ভেলা তৈরি করলে ত আরও ভাল হয়।"— আমি বললাম।

"তার জন্য ত দড়িদড়া দরকার। সে আর এখন কোথায় পাচ্ছি? আপাতত গাছের গুঁড়ি দিয়েই কাজ চালান যাক্। তারপর অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। সমুদ্রের কাছাকাছিই একটা বড় গাছ ছিল। জ্যাক্ তা কাটতে শুরু করে দিল। ঘণ্টাখানেক পর সে বিশ্রাম নিল, আমি তার হাতের কুড়ুল নিয়ে গোড়াটা কোপাতে লাগলাম। আমার পর এল পিটারকিন্, তারপর আবার জ্যাক্। কিছুক্ষণের মধ্যেই হুড়মুড় করে গাছটা পড়ে গেল। তারপর গোড়া থেকে গজ ছয়েক দূরে আবার কুড়াল চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কান্ডটা বাকী গাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তখন জ্যাক্ মোটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে তিনটা ডাল কেটে নিল। ডাল তিনটা গুঁড়িটার নীচে দিয়ে ঠেলতেই সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে জলে গিয়ে পড়ল।

এবার জ্যাক্ ডাল তিনটাকে একটু কেটে ছেঁটে তিনটে দাঁড় তৈরি করল। আর আমাদের পায় কে? আমরা তিন জনে গিয়ে গুঁড়িটায় চড়ে বসলাম। প্রথম প্রথম এটা উলটে উলটে যেতে লাগল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ অভ্যাসের পরই আমরা পা ঝুলিয়ে স্থির হয়ে বসা অভ্যাস করলাম।

জ্যাক্ আর আমি দাঁড় বেয়ে গভীর জলের দিকে গুঁড়িটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললাম। পিটারকিনের নজর মাছের দিকে। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে উঠত, "আস্তে আস্তে! সমুদ্রের শেওলা আর আগাছার দিকটা বাঁচিয়ে চালা। এই যে! একটা মাছ দেখতে পাচ্ছি —অন্তত ফুট খানেক ত হবেই। এ দিকেই আসছে!"

পিটারকিনের কণ্ঠস্বরে প্রবল উত্তেজনা। ছিপ হাতে মাছটাকে ধরবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা। পরক্ষণেই তার কণ্ঠে হতাশার সুর! —"এই যাঃ চলে গেল। ব্যাটা দু-একবার ঠোকরাল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঝিনুকটা গিলল না।"

"হতাশ হচ্ছ কেন? চল, আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যাক্। তাহলে হয়ত আরও বড় মাছের দেখা মিলবে।"—জ্যাক্ বলল।

একটু পরেই সত্যি সত্যি একটা বড় মাছ এসে টোপ গিলল। অমনি ছিপে টান দিয়ে পিটারকিন্ চেঁচিয়ে উঠল, "ধরেছি ধরেছি। ব্যাটা কি গেলাটাই গিলেছে।" বলতে বলতেই সে মাছটাকে তুলে একবারে জাপটে ধরল।

আমরা দু জনেই মাছটা দেখবার জন্য যেই ঝুঁকেছি, অমনি গাছের গুঁড়িটা গড়িয়ে গেল, আর আমরা তিন জনেই জলে পড়ে গেলাম। আমাদের জামা-কাপড় সব ভিজে গেল।

যাহোক, আমরা আবার গাছের গুঁড়িটার উপর উঠে বসলাম। পিটারকিন্ তখনও মাছটাকে বেশ চেপে ধরে আছে। সেটাকে গুঁড়িটার সাথে বেশ শক্ত করে বেঁধে সে আবার দড়িতে টোপ বেঁধে ছিপ ফেলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের সামনে অদূরে জলে কি একটা নড়ছে দেখা গেল। পিটারকিন্ ভাবল, নিশ্চয়ই আরও একটা বড় মাছ সেখানে আছে। তাই গাছের গুঁড়িটা সেদিকে নেবার জন্য জ্যাক্‌কে অনুরোধ করল। কিন্তু জ্যাক্ তার কথায় কান না দিয়ে চাপা অথচ ভয় পাওয়ার সুরে বলল, "সর্বনাশ! পিটারকিন্, ও মাছ নয়, হাঙ্গর। শীঘ্র তোমার ছিপ তুলে নাও। তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে তীরের দিকে চলো।"

জ্যাকের কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। আমরা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগলাম। কিন্তু গাছের গুঁড়িটা বেশ মোটা ও ভারী। কাজেই আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই তার গতি বাড়াতে পারছি না। এদিকে হাঙ্গরটা ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের চারধারে ঘুরছে, আর এক একবার জলের উপর ভেসে উঠছে। কোন্ দিক থেকে কি ভাবে আমাদের আক্রমণ করবে, হয়ত তাই ভাবছে—অন্তত আমাদের তাই মনে হল।

এদিকে আমরা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে চলছি। কিন্তু হাঙ্গরের গতির কাছে সে আর কতটুকু। দেখতে দেখতে সেটা আমাদের একবারে কাছে এসে গেল। জ্যাক্ আমাদের সাবধান করে বলল, "তোমাদের পাগুলি জল থেকে উপরে তুলে নাও। আর দাঁড় দিয়ে জলটা খুব তোলপাড় করতে থাক।" সে নিজেও তাই করল। এর ফলে হাঙ্গরটা কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে আবার ভেসে উঠল। এবার আরও কাছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। আর বোধ হয় বাঁচবার উপায় নেই। কিন্তু বলিহারি! জ্যাকের সাহস আর স্থিরবুদ্ধি! সে বিহ্বল না হয়ে পিটারকিন্‌কে বলল, "মাছটা ওর মুখে ছুঁড়ে দাও।"

এত কষ্ট করে ধরা প্রথম বড় মাছটা হাঙ্গরের মুখে তুলে দিতে পিটারকিনের মনে হয়ত একটু দ্বিধা হল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। পরমুহূর্তেই সে মাছটা হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়ে দিল। হাঙ্গরটা মাছটাকে নিয়ে জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জ্যাক্ ভেবেছিল, হাঙ্গরটা বোধ হয় মাছটা পেয়েই ক্ষান্ত হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেটা আবার ভেসে উঠল। তার বিরাট হাঁ-করা

www.BanglaBook.org

মুখে দুপাটি বড় বড় হিংস্র দাঁতের সারি দেখে আমাদের বুক শুকিয়ে গেল। ও যে আমাদের কাকে প্রথম আক্রমণ করবে এই ভয়ে আমরা শিউরে উঠলাম।

এবারেও জ্যাক্ নেতৃত্বের পরিচয় দিল। আমাদের মত ঘাবড়ে না গিয়ে সে বলল, "এবার দাঁড় তুলে নাও। হাঙ্গরটা শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করবে। আমি যা বলি চোখ বুজে তাই করবে। র‍্যালফ্, পিটারকিন্ গুঁড়িটা যাতে না উলটে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। হাঙ্গরের দিকে তোমরা মোটেই নজর দেবে না। পিছন দিকেও তাকাবে না। তোমাদের একমাত্র কাজ হবে, গুঁড়িটাকে স্থির রাখা। বুঝলে?"

আমরা দু'জনে প্রাণপণে গুঁড়িটার ভারসাম্য রক্ষায় ব্রতী হলাম। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ! জ্যাকের নিষেধ সত্ত্বেও আমি একবার পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না। দেখি, জ্যাক্ তার হাতের দাঁড়টা উঁচু করে ধরে হাঙ্গরটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে পাষাণমূর্তির মত বসে আছে। তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। আর হাঙ্গরটা আমাদের গুঁড়িটার একবারে কাছে এসে জ্যাক্‌কেই আক্রমণ করতে উদ্যত। আমার অজ্ঞাতেই আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট চিৎকার বার হল। হাঙ্গরটাও ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্যাকের পা কামড়িয়ে ধরতে এগিয়ে এল। তার সে কি বিশাল হাঁ, দুই সারি তীক্ষ্ণ দাঁতের সে কি বিভীষিকা! জ্যাক্ যেন সময় বুঝেই জল থেকে পাটা উপরে তুলে ফেলল। আর হাঙ্গরের কামড় পড়ল গিয়ে গাছের গুঁড়িটার ওপর। জ্যাক্ নিমেষে হাতের দাঁড়টা হাঙ্গরটার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিতেই সেটা একবারে তার গলার ভেতর পর্যন্ত চলে গেল। উত্তেজনার মুখে জ্যাক্ তখন গুঁড়িটার উপর একবারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ফলে সেটা উলটে গেল। আর আমরা তিন জনেই জলে পড়ে গেলাম।

জ্যাক্ তখন নির্দেশ দিল, "আর গাছের গুঁড়িতে ওঠবার চেষ্টা না করে তীরের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু কর। যত তাড়াতাড়ি পার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাঁতরে যাও। পিটারকিন্, তুমি ত সাঁতারে তেমন পটু নও, তুমি আমার জামার কলারটা শক্ত করে ধরে থাকো।"

আমাদের তখন সে কি সংকটজনক অবস্থা! তীরভূমি তখনও বেশ খানিকটা দূরে, অথচ হাঙ্গরটা এক রকম আমাদের পিছনে। আমি একা, কাজেই প্রাণের ভয়ে তীরের মত ছুটে চললাম। জ্যাক্ও পিটারকিন্কে নিয়ে সমান বেগে সাঁতরে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তীরের কাছে কোমর জলে এসে পেঁছিলাম। এত কম জলে হাঙ্গররা কোন দিনই আসে না। এ ভাবেই আমরা সে যাত্রা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

॥ ৮ ॥

দ্বীপে আসা অবধি এই আমাদের প্রথম বিপদের মুখে পড়া। বিপদ কেটে গেলেও আমাদের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার কারণ, গভীর জলে সাঁতার কাটা আর হবে না। পিটারকিনেরও বড় মাছ ধরার আপাতত এখানেই পরিসমাপ্তি!

তাই আমরা স্থির করলাম, একটা নূতন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে জল বেশ গভীর, অথচ প্রবাল-প্রাচীরের ওপাশ থেকে হাঙ্গর বা অন্য কোন বড় প্রাণীর প্রবেশ সম্ভব না হয়। কয়েক দিন খোঁজাখুঁজির পরই আমরা তেমনি একটি স্থানের সন্ধান পেলাম। আমাদের আস্তানা থেকে তা মাত্র দশ মিনিটের পথ, জল সেখানে বেশ গভীর। অথচ সমুদ্রের সঙ্গে তার সংযোগস্থলটা খুবই সংকীর্ণ। কাজেই স্নান বা মাছ ধরা দুইয়ের পক্ষেই বেশ নিরাপদ স্থান।

জায়গাটা সত্যিই ভারী সুন্দর। স্বচ্ছ টলটলে জল। জলের নীচে ছোট ছোট প্রবাল পাহাড়গুলিই বা কি সুন্দর! যেমন অপূর্ব তাদের আকৃতি, তেমন বিচিত্র তাদের রং। জলজ উদ্ভিদগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্যই বা কত রকম? জলের গভীরতা যেখানে সবচেয়ে বেশী, সেখানে উপরে একটা পাহাড়ও এমন ভাবে ঝুলে আছে যে, সেখান থেকে

www.BanglaBook.org

জলে লাফিয়ে পড়ার ভারী সুবিধা। আমরা যখন সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে জলের মধ্যে হুটোপুটি করতাম, পিটারকিন্ তখন সেখানে বসে আমাদের বলত, "দুটি জলহস্তী জলে নেবেছে!"

আমরা জলের নীচে ডুবে ডুবে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতাম। প্রবাল কীটের উপরই ছিল আমার সব চাইতে বেশী আকর্ষণ! জ্যাক্ আমাদের আগেই বলেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বেশীর ভাগ দ্বীপই এই প্রবাল কীটের মৃতদেহ দিয়ে তৈরি। এই ছোট ছোট কীটগুলি কি ভাবে এতগুলি বড় বড় দ্বীপের সৃষ্টি করেছে, এ ভেবে আমি এক এক সময় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতাম।

প্রবাল কীট ছাড়াও তারা-মাছ, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ধরে ছোট ছোট গর্তে রেখে দিতাম। সেই গর্ত অবশ্য সমুদ্রের জলে আগেই ভরতি করে নিতাম। এই প্রাণীগুলি সেখানে কি করে, অনেকক্ষণ ধরে আমি তা লক্ষ্য করতাম। আমাদের দূরবীনের যে কাঁচটা ভাল ছিল, সেটা এ সময় খুব কাজে লাগল। কারণ এতে ছোট ছোট কীটগুলি প্রকাণ্ড বড় দেখাত।

এবার আমরা স্থির করলাম, দ্বীপটা বেশ ভাল করে ঘুরে দেখব। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এক, আমাদের প্রয়োজনীয় কোন জিনিস দ্বীপে মিলে কিনা। দুই, আমরা বর্তমানে যেখানে আছি, তার চেয়ে আরও ভাল জায়গা পাওয়া যায় কিনা। এখানে যে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে তা নয়। এখানকার পরিবেশ ও ব্যবস্থা বেশ ভালই। তবুও দ্বীপে যখন বেশ কিছুদিন থাকতেই হবে, তখন এর চাইতে ভাল একটা জায়গা খুঁজে দেখতে দোষ কি?

জ্যাক্ প্রস্তাব করল, "দ্বীপ পরিক্রমায় বেরুবার আগে আমাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা দরকার। কারণ কখন কি বিপদ এসে উপস্থিত হবে, তার জন্য আগে থেকে তৈরি হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া নারকেল, রুটিফল আর ঝিনুক খেতে খেতে মুখে অরুচি এসে যাবে। দু-চারটা পাখী মারতে পারলে একটু মুখ বদল

www.BanglaBook.org

করা যাবে। এসো, তিনটা ধনুক আর তীর তৈরি করি। তা হলে পাখী মেরে মাংস খাওয়া যাবে।"

পিটারকিন্ বলল, "চমৎকার প্রস্তাব! তুমি তৈরি করবে ধনুক, আর আমি তৈরি করব তীর। ঢিল ছুঁড়ে পাখী মারবার চেষ্টা করে শুধু হাত ব্যথাই হয়েছে, একটা পাখীও মারতে পারিনি।"

"পাখী মারতে পারোনি বটে, কিন্তু আমার পা'টাকে জখম করেছিলে।"—আমি সকৌতুকে বললাম।

"সে কথা বলে আর লজ্জা দাও কেন? টিয়া পাখীটার দিকে তাক করে ঢিল ছুড়লাম, তা লাগল গিয়ে তোমার পায়ে। অথচ তুমি পাখীটার থেকে অন্তত চার গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলে। এতেই বুঝতে পারছ, আমার হাতের নিশানা কিরূপ সাংঘাতিক!"—পিটারকিন্ হাসতে হাসতে বলল।

"কিন্তু জ্যাক্! কাল সকালের মধ্যেই তিন তিনটে ধনুক আর তীর তৈরি করা কি করে সম্ভব হবে? একবার যখন মনস্থির করেছি, তখন আর দেরি না করে কালই বেরুবার ব্যবস্থা করা যাক। আমি বলি কি, একটা মাত্র ধনুক আর তীর তৈরি করে নাও। সেটা তুমিই ব্যবহার করবে। আমি আর পিটারকিন্ লাঠি নিয়েই বেরুব।"

"তুমি ঠিকই বলেছ র‍্যালফ্। বেলা আর বেশী নেই। কাজেই সন্ধ্যা হওয়ার আগে একটা তীর-ধনুক তৈরিই শেষ হবে কিনা সন্দেহ।"

তখন পর্যন্ত আমরা সন্ধ্যা হলেই শুয়ে পড়তাম। রাতে আমাদের কোন কাজ থাকত না, করতামও না। তা ছাড়া সারা দিন মাছ ধরা, আমাদের আস্তানার ছোটখাট সংস্কার করা, জলে নেমে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করা, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান—এতেই এত পরিশ্রম হত যে সন্ধ্যা হতে না হতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম।

তাই পিটারকিন্ বলল, "আচ্ছা, আগুন জ্বেলে কাজ করলে হয় না?"

"কথাটা মন্দ বলোনি। এ সব দ্বীপে এক ধরনের বাদাম ফলে, সেগুলি জ্বালালে মোমবাতির মত আলো হয়। দ্বীপের বুনোরা এগুলিকে বলে ক্যান্ডল্‌নাট্—বাংলায় বলা চলে, বাদাম প্রদীপ।"

www.BanglaBook.org

"এত দিন তবে এ কথাটা আমাদের জানাওনি কেন?"

"তার কারণ বাদাম গাছ এ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। আর নজরে পড়লেও চিনতে পারব কিনা সন্দেহ। কারণ বইয়েই শুধু তার বর্ণনা পড়েছি, চোখে দেখিনি। বইয়ে পড়েছি, গাছের ফলগুলি আখরোটের মত বড়, আর পাতাগুলি সাদা।"

"আরে আমি যে এ রকম একটা গাছ আজই দেখেছি।"

"তাই নাকি? সে গাছটা এখান থেকে কতটা দূরে হবে?"

"বেশী দূরে নয়। আধ মাইলও হবে না।"

"তবে চল এখনই দেখে আসা যাক।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তিন জনেই গাছটির কাছে এসে উপস্থিত হলাম। জ্যাক্ গাছটিকে ভাল করে দেখে বলল, "এ গাছই বটে।"

গাছটায় থোকা থোকা ফল ঝুলছিল। আমরা তিন জনই আমাদের পকেট বাদামে ভরতি করলাম।

জ্যাক্ তখন পিটারকিন্‌কে বলল, "ওই নারকেল গাছটায় চড়ে তুমি একটা ডাল ভেঙ্গে আনো।"

পিটারকিন্ তরতর করে গাছে উঠে একটা ডাল পেড়ে আনতেই জ্যাকের নির্দেশমত পাতা ছাড়িয়ে তার কাঠিগুলি সংগ্রহ করে আমাদের আস্তানায় ফিরলাম। সেখানে ছোট্ট একটু আগুন জেবলে বাদামগুলি সেঁকে নেওয়া হল। তারপর খোসা ছাড়িয়ে ফলগুলি ফুটা করা হল। সেই ফুটার মধ্য দিয়ে নারকেলের কাঠিগুলি গুঁজে দেওয়া হল। তারপর বাদামটায় আগুন ধরাতেই সেটা মোমবাতির মত চমৎকার জ্বলতে লাগল। বেশ আলোও হল। তাই দেখে পিটারকিনের কি স্ফূর্তি! মনের আনন্দে সে মিনিট পাঁচেক নাচানাচিই করে নিল।

জ্যাক্ তাকে নিবৃত্ত করে বলল, "সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে। তীর-ধনুক আর লাঠি যদি বানাতে হয়, তবে আর দেরি না করে এখনই কয়েকটা ডাল কেটে আনতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়। তাহলে আলো জেবলে আজ রাতেই হাতিয়ারগুলি তৈরি করে রাখতে পারব।"

যেই কথা সেই কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের মনমত কয়েকটা শক্ত ডাল কেটে আনলাম। জ্যাক্ আলো জেবলে তীর-ধনুক বানাতে বসে গেল।

পিটারকিন্ বলল, "আমি ভাবছি, লাঠি না বানিয়ে আমি একটা বল্লম বানাব।"

আমি বললাম, "আমি বানাব একটা গুল্তি।"

আমরা আমাদের যে যার হাতিয়ার তৈরির কাজে মন দিলাম। খানিকক্ষণ পর হঠাৎ অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা বিকট ক্রন্দনধ্বনি শুনে আমরা চমকে উঠলাম। মনে হল কান্নাটা যেন সমুদ্রের দিক থেকেই আসছে, কিন্তু ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে, তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। আবার সেই ক্রন্দনধ্বনি! এবার আরও তীক্ষ্ন, আরও স্পষ্ট। আকাশে স্বচ্ছ চাঁদের আলো। সেই আলোতে সমস্ত দ্বীপটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কান্নাটা কার, কোথা থেকে আসছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

পিটারকিন্ ভীত অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ও কিসের শব্দ জ্যাক্?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না! এর আগেও দু'বার আমি এই অদ্ভুত শব্দ শুনেছি। কিন্তু তা আজকের মত এত স্পষ্ট ছিল না। অনেক ক্ষীণ ছিল সে শব্দ। এত ক্ষীণ যে, আমার মনে হয়েছিল, আমি বুঝি ভুল শুনেছি। তোমাদের মনে অনর্থক আতঙ্ক সৃষ্টি হবে বলে আমি আর সে কথা বলিনি।"

আমরা আরও খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু সে শব্দটা আর শোনা গেল না। তাই আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে আমাদের কাজে মন দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে যেতে পিটারকিন্ আমায় বলল, "ব্যাপারটা ভারী রহস্যময়! র‍্যাল্‌ফ্, তুমি কি ভূত বিশ্বাস কর?"

"না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এই অদ্ভুত শব্দটার কোন কারণ জানতে না পারায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।"

"জ্যাক্, তোমার কি মত?"

"ভূতে আমার বিশ্বাস নেই, আমার অস্বস্তিও লাগছে না। আমি নিজে ত কোন দিন ভূত দেখিইনি, এমনকি নিজের চোখে ভূত দেখেছে, এমন কোন লোকের সাথেও আমার এ যাবৎ আলাপ হয়নি। আমার ধারণা, যে সব ব্যাপার প্রথমে খুব অলৌকিক বা রহস্যময় মনে হয়, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে তার কারণটা বের করলেই দেখা যায়, সেটা আসলে খুবই সাধারণ। এ ক্ষেত্রে যদিও রহস্যটা এখনও ভেদ করতে পারিনি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই তা পারব। আর যদি এ ভূতই হয় তা হলে আমি—"

বাধা দিয়ে পিটারকিন্ বলল, "খেয়েই ফেলবে। কি বল?"

"হাঁ, খেয়েই ফেলব। যাক্ সে কথা। আমার তীর-ধনুক তৈরি শেষ হয়েছে। তোমাদের কাজ শেষ হলে শুয়ে পড়া যাবে।"

পিটারকিনের বল্লম আর আমার গুল্‌তিও ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তাই আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতরাশের পর আমরা যে যার হাতিয়ারগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম, সব ঠিকমত হয়েছে কি না। যেখানে যেটুকু খুঁত বের হল, তা শুধরে নিয়ে সারা দিন হাতিয়ারগুলি চালিয়ে হাতের নিশানা ঠিক করে নিলাম।

BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

পর দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আমরা স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পূর্ব ব্যবস্থামত তীর-ধনুক, বল্লম এবং গুল্‌তি ছাড়াও জ্যাক্ তার কুড়ালটা কোমরে গুঁজে নিল।

www.BanglaBook.org

জ্যাকের পরামর্শমত আমিও নিলাম একটা ছোট লাঠি এবং পিটারকিন্ নিল একটা বড় লাঠি। আমাদের এসব হাতিয়ার নেওয়ার কারণ, আমরা যদি কোন বন্যজন্তুর একেবারে সামনা-সামনি পড়ি, তবে তীরধনুক, বল্লম বা গুলতির চাইতে কুড়াল এবং লাঠিসোটাই বেশী কাজে লাগবে।

খাবারদাবারের বোঝা আর বইলাম না। কেননা যেখানেই যাই নারকেলের অভাব হবে না। পিটারকিনের ভাষায় ওতেই আমাদের পান আহার দুইই হবে। আমি অবশ্য দূরবীনের ভাল কাঁচটা সাথে নিতে ভুললাম না। কখন আমাদের আগুনের দরকার হবে, কে বলতে পারে?

ভোরবেলাটা ছিল আশ্চর্যরকম শান্ত, চারিদিকের পরিবেশও ছিল অপূর্ব মনোরম। আমরা প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পথ চলছি। কারো মুখে কোন কথা নেই। সৌন্দর্যের সুধাপানে চোখ যেখানে তন্ময়, মুখ বোধ হয় সেখানে স্বভাবতঃই স্তব্ধ হয়ে যায়।

চলতে চলতে আমরা উপত্যকার কাছে উপস্থিত হলাম। পাহাড়ের উপর থেকে আগেই এটা আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু এর সৌন্দর্য যে কত বিচিত্র, কত নয়ন-মনমুগ্ধকর কাছে এসে তা বুঝা গেল। আমরা এই উপত্যকায় সবে পা দিয়েছি, এমন সময় পিটারকিন্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "ওদিকে তাকিয়ে দেখো দেখি! বল ত ওটা কি?"

ওদিকে তাকাতেই দেখি, প্রায় আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সাদা জলস্তম্ভের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। কয়েক ফুট উঁচুতে উঠেই আবার সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে এ দৃশ্য দেখলে আমরা এতটা অবাক্ হতাম না। ভাবতাম, এ হচ্ছে তরঙ্গভঙ্গের ফেনোচ্ছ্বাস। প্রবাল-প্রাচীর এখানে প্রায় তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রের ঢেউ সেই প্রাচীরেই ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আর একটা জলস্তম্ভ উঠে একটু পরেই মিলিয়ে গেল। তারপর আবার একটা—আবারও আরেকটা। এতক্ষণে আমরা একরূপ নিশ্চিত বুঝেছি যে, এইগুলি জলস্তম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ আকস্মিকভাবে এগুলির উৎপত্তির কারণ কি, তা পরীক্ষা করে

www.BanglaBook.org

দেখবার জন্য আমরা সেদিকে অগ্রসর হলাম। কাছে গিয়ে দেখি, জায়গাটা অত্যন্ত অসমান আর স্যাঁতসেঁতে। সর্বদা জল পড়ে পড়ে বেশ পিছলও হয়েছে। এখানে ওখানে ছোট বড় অসংখ্য গর্ত আর পাথরের চাঁই।

আমরা আর একটা জলোচ্ছ্বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় আমাদের খুব কাছেই প্রথমে খুব অস্পষ্ট গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে তা গড়গড় এবং শেষে হিস্ হিস্ শব্দে রূপান্তরিত হল। আর সাথে সাথেই একটা গর্ত দিয়ে ফোয়ারার মত জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। আমরা এত কাছে দাঁড়িয়েছিলাম যে, সরে যাবারও সময় পেলাম না। আমাদের কাপড়জামা সব ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।

পিটারকিন্ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বলে রক্ষা পেয়ে গেল। তাই আমাদের এ দুর্দশা দেখে সে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। একটু বাদেই পিটারকিন্ চিৎকার করে উঠল, "সরে এসো, সরে এসো! ওই আর একটা আসছে।"

কিন্তু এবারও আমরা সরবার সময় পেলাম না। আর একবার আমাদের বিড়াল-ভিজা হতে হল। পিটারকিন্ আর এক চোট হেসে নিল।

আবার কোন্ দিকে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় দেখবার জন্য পিটারকিন্ যেই পিছনদিকে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি আবার গুড়গুড় ফোঁস ফোঁস শব্দ। সাথে সাথে একটা প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে উঠে তাকে শূন্যে তুলে সজোরে মাটিতে ফেলে দিল। এবার আমাদের হাসবার পালা। কিন্তু পিটারকিন্ এত জোরে পাথরের উপর পড়েছিল যে, আমাদের ভয় হল, না জানি তার হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

আমি এবং জ্যাক্ তাড়াতাড়ি ওর কাছে ছুটে গিয়ে দেখি, ভাগ্যক্রমে সে একটা ঝোপের উপর পড়েছে। তাই তেমন কিছু লাগেনি। পিটারকিনের মুখে আর হাসি নেই। বরং একটু অনুতপ্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, "এবার কি করবে?"

www.BanglaBook.org

"কি আর করব? আগুন জেবলে ভিজা জামাকাপড়গুলি শুকিয়ে নেওয়াই হবে আমাদের প্রথম কাজ।"—জ্যাক্ উত্তর দিল।

তখনই আগুন জ্বালা হল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের কাপড়জামা শুকিয়ে আগের মত খটখটে হল। আমরা তখন ব্যাপারটা আরও ভাল করে পরীক্ষা শুরু করলাম। দেখা গেল, সমুদ্রের খুব বড় ঢেউ এসে প্রবাল-প্রাচীরে ধাক্কা খেলেই এই জলস্তম্ভের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এ থেকে আমাদের এই ধারণাই হল যে, সমুদ্র এবং গর্তগুলির মধ্যে সুড়ঙ্গপথে যোগাযোগ আছে। যখনই কোন বড় ঢেউ প্রচণ্ডবেগে এসে প্রবাল-প্রাচীরে ভেঙে পড়ে, তখনই সমুদ্রের জল সেই সুড়ঙ্গপথে সজোরে প্রবেশ করে। কিন্তু গর্তের মুখগুলি তেমন প্রশস্ত না হওয়ায় সেই জল সহজে বেরুতে পারে না, বাধা পেয়ে সজোরে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। আর তাতেই এই ধরনের জলস্তম্ভের উৎপত্তি। এটাই আমাদের কাছে সম্ভাব্য কারণ বলে মনে হল।

॥ ১০ ॥

এবার আমরা উপত্যকা-পরিক্রমায় মন দিলাম। প্রথমে ছোট উপত্যকাটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আগে যে সব গাছপালা আমাদের চোখে পড়েছে, তা ছাড়া দুই-চারটি নূতন সবজির গাছও দেখলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'তারো'—আর একটি হচ্ছে এক রকম আলু। আমরা দুই রকম সবজিই আমাদের পকেটে ভরে নিলাম। নৈশ ভোজের সময় কাজে লাগবে। পরে দেখেছি যে, এ সব সবজি প্রায় সব দ্বীপেই আছে। নানা বর্ণের ও নানা ধরনের পাখীও আমাদের চোখে পড়ল। আর দেখলাম চতুষ্পদ প্রাণীর অসংখ্য পায়ের ছাপ।

এই উপত্যকাটির সব জায়গা খুঁজিয়ে দেখতেই বেলা পড়ে এল। কাজেই আর দেরি না করে আমরা বড় উপত্যকাটি দেখতে গেলাম। এখানে গাছপালার বৈচিত্র্য আর সমারোহ আরও অনেক বেশী। এখানে

www.BanglaBook.org

এমন দুই-একটি গাছও দেখলাম, যা আর কোথাও দেখিনি। সবগুলি গাছই পত্রবহুল। আর সেই সব পাতার আকৃতি, আয়তন এবং রং সবই বিভিন্ন। আমাদের দেশের পাইন গাছের মত গাছও দেখা গেল। আমি আর পিটারকিন্ মুগ্ধ চোখে এই সব গাছপালা দেখছি এমন সময় জ্যাক্ একটা বিরাট ঝোপের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "ওই দেখ একটা বট গাছ।"

পিটারকিনের স্বভাবই হল ফোঁড়ন কাটা। অমনি সে বলে উঠল, "তোমার যে ব্যাকরণের ভুল হল জ্যাক্?"

"তার মানে?"

"তুমি বলছ একটা বট গাছ। অথচ ওটা অনেকগুলি বট গাছের ঝাড়।"

"আমি ঠিকই বলেছি। এইখানেই বট গাছের বৈশিষ্ট্য। আসল গাছটি প্রথমে চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দেয়। সে সব ডাল থেকে নীচের দিকে 'ব' নামতে থাকে। এই 'ব' বা ঝুরিগুলি প্রথমে মাটিতে শিকড় গাড়ে, তারপর ধীরে ধীরে এত মোটা হয় যে, কোন্‌টা মূল গাছ আর কোন্‌টা তার ঝুরি, তা ঠিক করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় মূল কাণ্ডটি শুকিয়ে গেলেও বট গাছটি তার হাজার গণ্ডা 'ব' নিয়ে বহু বৎসর বেঁচে থাকতে পারে।"

"এ ত ভারী অদ্ভুত গাছ!" এই বলে আমি আর পিটারকিন্ বট গাছটার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

দিনের আলো পড়ে আসায় মশার উৎপাত শুরু হয়েছিল। এই উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্য আমরা সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলাম। আমাদের মাথার উপর দিয়ে তখন এক ঝাঁক বন-পায়রা উড়ে যাচ্ছিল। আমি গুলতি ছুঁড়তেই ভাগ্যক্রমে একটা মাটিতে পড়ল। আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পিটারকিনের হাতে দিতে না দিতেই এক ঝাঁক বুনো হাঁস ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। পিটারকিন্‌কে সমুদ্রের ধারে একটু আগুন জেবলে পায়রাটাকে ঝলসাতে বলে আমি আর জ্যাক্ হাঁসের ঝাঁকের পিছু পিছু ছুটলাম। কিন্তু মুহূর্তের

www.BanglaBook.org

মধ্যেই তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল। আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও তাদের আর হদিস করতে পারলাম না।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের দশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ দাঁড়িয়ে। এত বড় গাছ আর এ দ্বীপে দেখিনি। তার কাণ্ডটা যেমন মোটা, শাখা-প্রশাখাও তেমনি বিস্তৃত। গাছের পাতাগুলি হালকা সবুজ রঙের। সারা গাছ ভরে থোকায় কোথায় অজস্র ফল ফলে আছে। এত ফল যে তার ভারে ডালগুলির ভেঙে পড়বার মত অবস্থা। ফলগুলি কুল জাতীয়, হলদে রঙের, সাইজেও বেশ বড়। গাছের তলা জুড়ে অসংখ্য ফল পড়ে আছে। আর সব জায়গাটা জুড়ে ধাড়ি বাচ্চা মিলে গোটা কুড়ি শুয়োর শুয়ে আছে। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, শুয়োরগুলি পেট ভরে ফল খেয়ে নিদ্রাসুখ ভোগ করছে। তাদের নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হচ্ছে।

জ্যাক্ আমাকে ফিসফিস করে বলল, "এই যে ধাড়ি শুয়োরটা দেখছ, তোমার গুল্‌তি মেরে তাকে ঘায়েল করতে পার কিনা দেখো দিকি।"

জ্যাকের কথামত আমি শুয়োরটার দিকে একটা বড় পাথর ছুঁড়ে মারলাম, তা তার গায়ে লাগল বটে, কিন্তু সে তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না। শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ছুটে পালাল। তার দেখাদেখি অন্যগুলিও তার সাথে সাথেই দৌড়াল। ইতিমধ্যে জ্যাকের ধনুক থেকে সাঁ করে একটা তীর ছুটে গিয়ে একটা বাচ্চা শুয়োরের কানে বিঁধল। সেটাও তীরটা নিয়েই দলের সাথে ছুট দিল।

শিকারে হতাশ হয়ে আমরা পিটারকিনের সন্ধানে গেলাম। গিয়ে দেখি কাঠ সাজিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে, কিন্তু পিটারকিন্ সেখানে নেই। ব্যস্ত হয়ে আমরা এদিক-ওদিকে তার খোঁজ করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা করুণ চিৎকার শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের পালের আর্তনাদও কানে এল। আর শুনলাম পিটারকিনের গলা।

আমরা তৎক্ষণাৎ সে দিকে ছুটলাম। কিছু দূর যেতেই দেখি

www.BanglaBook.org

পিটারকিন্ আমাদের দিকেই আসছে। তার বল্লমের আগায় একটা ছোট্ট শুয়োরছানা।

জ্যাক্ তাকে দেখে সহর্ষে বলে উঠল, "আমাদের তিন জনের মধ্যে দেখছি তুমিই সেরা শিকারী।"

"আমাকে এই সার্টিফিকেট দেবার আগে এই তীরটি চেনো কিনা, দেখ দেখি।" এই বলে সে শুয়োরছানার কান থেকে তীরটা খুলে দেখাল।

"তীরটা আমি বিঁধিয়েছিলাম বটে, তবুও একে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করবার কৃতিত্ব তোমারই।"

"এ সব কথা এখন যাক। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। চল, আস্তানায় ফিরে আগে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করি।"

সে রাতে খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালোই হল। শুয়োরের রোস্ট, 'তারো' এবং আলু সেদ্ধ, পায়রার মাংস, কুল এবং সব শেষে আখ দিয়ে মিষ্টিমুখ। পিটারকিন্ কোত্থেকে একটা আখও সংগ্রহ করে এনেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর পিটারকিন্ বলল, বেশী দিন এ দ্বীপে থাকলে সে হয় পেটুক, নয় অতিমাত্রায় ভোজনবিলাসী হয়ে উঠবে।

জ্যাক্ ঠাট্টার সুরে জবাব দিল, "সে ভয় তোমার না করলেও চলবে। কারণ তুমি বর্তমানেই দুটি গুণেরই অধিকারী হয়ে আছ।"

সকলেরই উদর বেশ পরিতৃপ্ত। কাজেই শুতে না শুতেই আমরা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

পরদিন ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরিই হয়ে গেল। তাই আমরা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে বেরিয়ে পড়লাম। মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, দূরে কয়েকটি সুন্দর দ্বীপ তাদের অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সমুদ্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই

www.BanglaBook.org

বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে তাদের দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। দিনকয়েক আগে এক রাত্রে আমরা ঠিক এই রকম চিৎকার শুনেই আঁতকে উঠেছিলাম। দিনের বেলা বলে আজ আর আমাদের তেমন আতঙ্ক হল না।

পিটারকিন্ তার বল্লমটি বাগিয়ে ধরে বলল, "ব্যাপার কি জ্যাক্, বল ত। সপ্তাহখানেক যাবৎ যেমন আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে, যদি তেমনই চলতে থাকে, তবে ত এ দ্বীপের বসবাস তুলতে হয়।"

পিটারকিনের কথা শেষ হতে না হতেই আবার সেই বিকট চিৎকার —এবার আরও জোরে। জ্যাক্ বলল, "আমার যতদূর মনে হয়, চিৎকারটা ওই দ্বীপগুলির একটা থেকেই আসছে।"

"এ নিশ্চয়ই ভূতের চিৎকার। কারণ এ রকম বিকট চিৎকার এর আগে কখনও শুনিনি।"—পিটারকিন্ বলল।

আমরা সবাই সেই দ্বীপগুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। এদের মধ্যে যে দ্বীপটা সবচেয়ে বড়, মনে হল, তার উপর অদ্ভুত কি সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিটারকিন্ বলে উঠল, "এ নিশ্চয়ই কোন সৈন্যবাহিনী।" আমারও মনে হল, পিটারকিন্ ঠিকই অনুমান করেছে। তারা যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মাঝে মাঝে মার্চ করে এদিক-ওদিক যাচ্ছে, তাদের গায়ে যেমন নীল কোট, পরনে সাদা প্যান্ট, তাতে এটা সেনাবাহিনী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমরা এ সব ভাবছি, আবার সেই বিকট চিৎকার। পিটারকিন্ বলল, "নিশ্চয়ই সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে। এ দ্বীপ আক্রমণ করে আমাদের একবারে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য।"

জ্যাক্ এতক্ষণ চুপ করে খুব মন দিয়ে দেখছিল। পিটারকিনের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলল, "ও তোমার সেনাবাহিনীও নয়, অন্য কিছুও নয়। ওরা হচ্ছে পেঙ্গুইন।"

"পেঙ্গুইন!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ পেঙ্গুইন—একপ্রকার সামুদ্রিক পাখী। আমাদের নৌকা আগে তৈরি হোক, তারপর আমরা ও দ্বীপে যাব। তখন তোমরা নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।"

"আমাদের ভূত-প্রেত, সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত এসে পেঙ্গুইনে ঠেকল।"—পিটারকিন্ কৃত্রিম হতাশার সুরে বলে উঠল।

পরের দিনটাও আমরা সারা উপত্যকা ঘুরে বেড়ালাম। লক্ষ্য করলাম, বড় বড় ফলের গাছগুলি হয় উপত্যকাভূমি বা নদীর তীরেই জন্মায়। কিন্তু নারকেল গাছগুলি যেখানে সেখানে হয়। আর সব গাছেই প্রচুর নারকেল ফলে।

চলতে চলতে আমরা আরও কয়েক পাল শুয়োর দেখলাম। তবে এবার আর আমরা এদের মারবার চেষ্টা করলাম না। কারণ আমাদের ভাঁড়ারে এখন প্রচুর খাবার জমা আছে। অনেক জায়গাতেই শুয়োরের পায়ের দাগ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার মধ্যে একটা ছোট্ট প্রাণীর পায়ের দাগও চোখে পড়ল। প্রাণীটা কি হতে পারে এই নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি, এমন সময় একটা করুণ শব্দ আমাদের কানে এল। চেয়ে দেখি একটা কাল রঙের জন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক্ দেখেই বলল, "আরে এ যে দেখছি একটা বন-বিড়াল।" এই বলেই সে তার দিকে একটা তীর ছুঁড়ল। কিন্তু এমন তাড়াহুড়া করে তীরটা ছুঁড়েছিল যে, সেটা বিড়ালটার গায়ে না লেগে একটু দূরে গিয়ে পড়ল। আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম, বিড়ালটা না পালিয়ে আস্তে আস্তে তীরটার দিকেই যাচ্ছে।

তাই দেখে জ্যাক্ বলল, "এ তো ভারী অদ্ভুত বন-বিড়াল। ভয়ডর বলে কিছু নেই।"

"আমার মনে হয় এটা কারও পোষা বিড়াল।" এই বলে পিটারকিন্ ওটার দিকে তার বল্লমটা ছুঁড়বার জন্য তাক করল।

আমি পিটারকিন্‌কে নিরস্ত করে বললাম, "থামো থামো। আমার মনে হয় বিড়ালটা চোখে দেখতে পায় না। দেখছ না, চলতে চলতে

www.BanglaBook.org

কেমন গাছের ডালে ধাক্কা খাচ্ছে! তা ছাড়া এটা বুড়োও হয়েছে।" এই বলে আমি বিড়ালটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সত্যি বিড়ালটা চোখেও দেখতে পায় না, কানেও শুনতে পায় না। আমি ওকে ধরতে গেলে ও ল্যাজ খাড়া করে পিঠ বাঁকিয়ে রণসাজে দাঁড়িয়ে ম্যাও ম্যাও করতে লাগল।

পিটারকিন্ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ডাকল, "পুসি, পুসি! আয় আয়।"

তাই শুনে বিড়ালটার সব রাগ জল হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি পিটারকিনের পায়ের কাছে গিয়ে মাথা ঘষতে আর লেজ নাড়তে লাগল। পিটারকিন্ও তাকে নানা ভাবে আদর করতে লাগল। বিড়ালটাও যেন তাই বুঝে আনন্দে মিউ মিউ করতে লাগল।

বিড়ালটার হাবভাব দেখে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এ নিশ্চয়ই কারো পোষা ছিল। হয়ত সে মরে গেছে, কিংবা একে দ্বীপে ফেলে গেছে। তাই এত দিন পর আবার মানুষের সংস্পর্শে এসে ও কি করবে বুঝতে পাচ্ছে না।

আমি আর পিটারকিন্ বিড়ালটার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করছি, এমন সময় জ্যাক্ আমাদের একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বলল, "এ জায়গাটা কেমন ফাঁকা দেখছ! কে যেন কুড়াল দিয়ে এখানকার গাছগুলি কেটে ফেলেছে। কাটা গাছের গুঁড়িগুলি দেখলেও তাই মনে হয়। কোথাও মানুষের পদচিহ্ন নেই, আছে শুধু বেড়ালের পায়ের দাগ।"

সেই দাগ ধরে ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। যেতে যেতে আমরা ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানে যে একটা সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল তারও সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর কয়েকটা ব্রেটিফল গাছের অন্তরালে একটা জীর্ণ কুটীরের দেখা পেলাম। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা সবাই মৌনমুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই নির্জন বিষণ্ণ পরিবেশ যেন ভারী হয়ে আমাদের সবাইকে একবারে নির্বাক্ করে দিল।

কুটীরটা ছোট, তার গঠনেও কোন নৈপুণ্য নেই। লম্বায় বারো ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। উচ্চতা সাত-আট ফুটের বেশী হবে না। দরজাটা খুবই নীচু। এক সময় হয়ত একটা ছোট জানালাও ছিল। এখন জানালা নেই, শুধু তার কাঠামোটাই আছে। চালটা নারকেল আর কলাপাতায় ছাওয়া। তারও এখন অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা।

জ্যাক্ প্রথমে জানালায় উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। তখন দরজা খুলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যেমন করুণ, তেমনই মর্মান্তিক। আসবাবপত্র বলতে কুটীরে কিছুই নেই—শুধু একটা ছোট কাঠের টুল, আর একটা মরচে ধরা লোহার পাত্র। দরজার ঠিক উলটা দিকে এক কোণে নীচু একটা খাটিয়ার উপর দুইটা কঙ্কাল। তাদের উপর ধুলোর পুরু আবরণ। একটা কঙ্কাল মানুষের, দ্বিতীয়টা কুকুরের। কুকুরের মুখটা মানুষের কঙ্কালের ঠিক বুকের উপর।

এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল এল। এই ভাগ্যহত মানুষটি যেই হোক, এই নির্জন দ্বীপে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবশূন্য অবস্থায় কি অসহায় ভাবেই না শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার শেষ সঙ্গী কুকুরটি তার প্রভুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তার মনিবের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছে। অপর সঙ্গী বিড়ালটিও অন্ধ হয়ে এতদিন এখানেই ঘুরে বেড়িয়েছে।

এই হতভাগ্য ব্যক্তিটির কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, সেজন্য কুটীরটি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু শুধু পোশাকের একটু জীর্ণ টুকরা আর মরচে-ধরা একটা কুড়াল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

আমরা যে পাহাড়ের চূড়ায় একটা গাছের গুঁড়িতে জে-এস্ দুটি অক্ষর লেখা এবং এখানে ওখানে কাটা গাছের গুঁড়ি দেখেছিলাম, এতদিনে তার রহস্য বুঝা গেল। পিটারকিন্ যে একটি আখের

www.BanglaBook.org

ঝাড় আবিষ্কার করেছে তা এই লোকটিরই লাগানো, তাও পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। এই ব্যক্তিটি খুব সম্ভবত জাহাজডুবিতে পড়েছিল, এবং তার কুকুর ও বিড়ালটি নিয়ে এ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। জাহাজের আর কেউ হয়ত রক্ষা পায়নি।

আমরা যখন এ সব আলোচনা করছি, তখন পিটারকিন্ জঞ্জালের মধ্য থেকে একটা পুরানো পিস্তল আবিষ্কার করে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

জ্যাক্ পিস্তলটা পরীক্ষা করে বলল, "বারুদ থাকলে এটা আমাদের খুবই কাজে লাগত। তা যখন নেই, তখন তীরধনুক, বল্লম আর গুল্তি দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে।"

"সে কথা ঠিক, তবু এটা নিয়ে নেওয়া যাক্। বলা যায় না, কোন্ সময় কোন্ কাজে লাগবে!"

সেখানে আর দেরি না করে আস্তানায় ফিরে যাব স্থির করলাম। পিটারকিন্ বিড়ালটাকে কোলে এবং পিস্তলটা হাতে নিয়ে চলল।

কুটীর থেকে বেরুবার মুখে দরজার চৌকাটে জ্যাকের মাথাটা বিষম জোরে ঠুকে গেল। সমস্ত কুটীরটাই থরথর করে কেঁপে উঠল। এই দেখে জ্যাক্ কুটীরটার খুঁটিগুলি কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলতেই, সেটা কঙ্কাল দুইটির উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

জ্যাক্ গম্ভীরভাবে বলল, "যাক্ এতদিন বাদে তবু এদের একটা সমাধি হোল। হোক না সে খুঁটি আর ডালপালার সমাধি।"

এর পর আমরা আমাদের আস্তানার দিকে ফিরে চললাম।

BanglaBook.org

॥ ১২ ॥

সপ্তাহ তিনেক পরের কথা।

পিটারকিন্ জ্যাক্‌কে বলল, "এই নৌকা তৈরির কাজ বড় একঘেয়ে লাগছে। একটা নূতন কিছু না করলে আর চলছে না।"

আমরা তখন একটা নৌকা তৈরি করছিলাম।

www.BanglaBook.org

"বেশ ত! সেই জলস্তম্ভের ব্যাপারটা আর একটু ভাল করে দেখে এসো। সেবার ত মাত্র কয়েক ফুট শূন্যে উঠেছিলে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এবার আরও উপরে উঠতে পারবে। আর এবার যদি ঝোপের উপর না পড়ে পাথরের উপর পড়, তাহলে ত আরো ভালো হবে।"

"জ্যাক্! তোমার এ ধরনের ঠাট্টা দিন দিনই অসহ্য হয়ে উঠছে। তুমি যদি তোমার এ স্বভাব না বদলাও, তবে আমাদের মধ্যে হয়ত ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে।"

জ্যাক্ স্মিত হাস্যে উত্তর দিল, "আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। বেশ ত, তুমিই বল, তুমি কি চাও?"

"আমি কিছু একটা করতে চাই, যাতে আমাদের এই একঘেয়েমি দূর হয়। আর কিছু চাই না।"

"সেদিন আমরা যখন জলস্তম্ভগুলির কাছে যাই, তখন ওখানে ফিকে সবুজ রঙের কি একটা দেখেছিলাম। সে সময় তা ভালো করে পরীক্ষা করা হয়নি। চল, এবার না হয় সেটাই দেখে আসা যাক্।"

"এটা মন্দ প্রস্তাব নয়।"

আমরা তিনজনেই রওনা হলাম। জ্যাকের হাতে তীরধনুক পিটারকিনের হাতে বল্লম। আমিও আমার গুলতিটা সাথে নিলাম।

যথাস্থানে পৌঁছে দেখি, সেই রহস্যময় সবুজ প্রাণীটা তখনও সেখানে আছে। মনে হল, সেটা যেন জলের মধ্যে তার লেজটাকে এদিকে-ওদিকে নাচাচ্ছে।

"ভারী অদ্ভুত প্রাণী ত!"—জ্যাক্ বলল।

"শুধু অদ্ভুত নয়, রহস্যময়ও।"—আমি বললাম।

"অসাধারণ—অসাধারণ।"—পিটারকিনের মন্তব্য।

"জ্যাক্! সেবার ত তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হল। এবার আমি চেষ্টা করে দেখি, বল্লমটা ঠিক ওর বুকে বিঁধাতে পারি কিনা।" পিটারকিন বলল।

জ্যাক্ হেসে জবাব দিল, "বেশ, তোমার বাহাদুরিটা দেখা যাক্।"

পিটারকিন্ বল্লমটা খুব জোরেই ছুঁড়ল। সেটা গিয়ে ঠিক ওটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝামাঝিই বিঁধল মনে হল। কিন্তু ওই মনে হওয়াই সার! কেননা বল্লমটা একটা শক্ত জিনিসে ঠেকে আবার লাফিয়ে উঠল, আর ওই অদ্ভুত প্রাণীটা অক্ষত দেহে আগের মতই তার লেজ নাড়াতে লাগল।

তাই দেখে পিটারকিন্ হতাশার সুরে বলল, "প্রাণীটার প্রাণ বলে কিছু নেই!"

জ্যাক্ তার কথা শুনে বলল, "আসল ব্যাপার কি জানো? ওটা একদম প্রাণীই নয়। ও হচ্ছে ফস্‌ফরাসের আলো। সমুদ্রে এমন আলো মাঝে মাঝেই দেখা যায়। তবে সে আলো এক নাগাড়ে এক জায়গায় এমন স্থির হয়ে থাকে না, এইখানেই আমার খটকা লাগছে।"

"বেশ ত! সে খটকা দূর করলেই হয়। এ ত আর হাঙ্গর নয় যে খেয়ে ফেলবে। আমরা অনায়াসে ওখানে গিয়ে দেখতে পারি, আসলে ব্যাপারটা কি।"

"কথাটা ভালই বলছ, র‍্যালফ্। তবে আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল ডুবুরি। তাই আমি আগে দেখে আসি। তোমরা দু'জন পাড়েই থাক।" এই বলে জ্যাক্ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই ভাবে লাফিয়ে পড়ার ফলে জলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হল, জ্যাক্ তার আড়ালে পড়ায় প্রথমটায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমরা আর তাকে দেখতে পেলাম না। তার পর জলটা থিতিয়ে যেতেই দেখা গেল, সে সেই সবুজ আলোটার মধ্য দিয়ে সাঁতারে যাচ্ছে। তার পর সে আবার হঠাৎ দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট গেল। জ্যাকের আর দেখা নেই। আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ ত সে কোন দিনই জলের নীচে থাকে না—সাধারণত এক মিনিট পরই সে ভেসে ওঠে। ব্যাকুল কণ্ঠে আমি পিটারকিন্‌কে বললাম, "নিশ্চয়ই জ্যাক্ কোন বিপদের মুখে পড়েছে। হয়ত হাঙ্গরই তাকে খেয়ে ফেলেছে।"

পিটারকিন্ কি জবাব দেবে! তার মুখেও আমারই মত একই উদ্বেগের ছায়া। তার পরের পাঁচ মিনিট যে কি করে কাটল, সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরাই জানি। শুধু আকুলিবিকুলি ছাড়া কি করব তা'ও স্থির করতে পারছি না।

পিটারকিন্ হঠাৎ আমাকে বলল, "র‍্যালফ্, আমার মনে হয় জ্যাক্ কোন কারণে হয়ত মূর্ছা গেছে। আমি ত ভালো সাঁতার জানি না। তুমিই যাও, দেখো তার কোন সাহায্য করতে পার কিনা।"

এই সহজ কথাটা এতক্ষণ আমার মনে হয়নি ভেবে ভারী আফশোস হল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আমি জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় দেখি, জ্যাকের মাথাটা জলের উপর ভেসে উঠেছে। সে তীরের দিকেই আসছে।

আমার আর তর সইছিল না। আমি তাড়াতাড়ি জলে নেমে তার হাত ধরে তাকে ডাঙ্গায় তুলে আনলাম। সে তখন খুব হাঁপাচ্ছিল। তাই তাকে বিশ্রামের অবসর দিয়ে আমি তার কাহিনী শুনবার জন্য চুপ করে রইলাম। কিন্তু পিটারকিন্ আবেগভরে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা সুরে বলতে লাগল, "জ্যাক্ এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে, কি করছিলে? দশ মিনিট জলের নীচে থাকা ত সহজ কথা নয়।"

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর জ্যাক্ তার কাহিনী শুরু করল।—"ওই সবুজ জিনিসটা হাঙ্গরও নয়, ফস্‌ফরাসের আলোও নয়। আমরা এখন যেখানে বসে আছি, তার নীচেই একটা গুহা আছে। সেই গুহা থেকেই আলোটা আসছে। সেটা যখন টের পেলাম, তখন গুহার ভেতরটাও ভাল করে দেখার ইচ্ছা হল। কোন্ পথে প্রবেশ করা যাবে তাই ভাবছি, এমন সময় একটা জায়গা পেলাম, যেটা গুহার মুখ বলেই মনে হল। তার ভেতরটা আলোয় উজ্জ্বল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সবই জলের নীচ থেকে দেখছি। কাজেই গুহার ভেতরে প্রবেশ করাটা সমীচীন হবে কিনা সে চিন্তাও মনে এল। তখনও আমার যতটুকু দম আছে, তাতে গুহার ভেতরে ঢুকে আবার ফিরে আসা পর্যন্ত তা থাকবে কিনা সেটাও ভাবনার বিষয়। যা হোক সাঁতার দিতে দিতে এক সময় মনে হল, জলের উপরটা যেন আলোকজ্জ্বল

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে। একটু ইতস্তত করে সে দিকে গিয়ে উপর দিকে উঠতেই আমার মাথাটা জলের উপর ভেসে উঠল। তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে, এখন আবার পুরা দম নিয়ে সমস্তটা ভাল করে দেখে ফিরে যেতে পারব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, যদি ফেরার পথ ঠিক ঠিক চিনতে না পারি! কিন্তু নীচের দিকে চাইতেই আমার সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। যে আলোটা গুহা থেকে বেরুতে দেখেছিলাম, সেই আলোটাই গুহাকে আলোকিত করছে। শুধু তফাত এই যে, এই আলোটা আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল।

"চারদিকটা প্রথমে এত অন্ধকার মনে হল, যে কিছুই দেখতে পেলাম না। শেষে অন্ধকার একটু সয়ে এলে বুঝতে পারলাম, আমি একটা বিরাট গুহার মধ্যে এসেছি। দুদিকের দেওয়াল এবং উপরের ছাদেরও কিছু অংশ আমার দৃষ্টিগোচর হল। মনে হল, ছাদের গায়ে উজ্জ্বল কতগুলি বস্তু যেন চকচক করছে। গুহার অপর অংশটা অন্ধকার। আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে চারদিক দেখছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল, আমার দেরি দেখে তোমরা হয়ত ভাবছ, আমি ডুবে মরেছি। তাই কালবিলম্ব না করে আমি আবার আগের পথ দিয়েই ফিরে জলের উপর ভেসে উঠলাম।"

জ্যাক্ তার কাহিনী শেষ করল। তা' শুনে গুহাটা নিজ চোখে একবার দেখবার উদ্দেশ্যে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার কাছে গুহার ভেতরটা এত অন্ধকার মনে হল যে, ভাল করে কিছুই দেখতে পারলাম না।

উপরে উঠবার পর জ্যাকের সাথে এ নিয়ে অনেক আলোচনাই হল। স্থির করলাম, আর একবার আমি আর জ্যাক একসঙ্গে যাব। সাথে একটা মশালও নিয়ে যাব, যাতে তার আলোয় গুহার ভেতরটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

দ্বীপে নাম-না-জানা একটা গাছের সন্ধান আমরা আগেই পেয়েছিলাম, যার ছালগুলি খুব সহজেই জ্বলে। আমরা সে গাছের খানিকটা ছাল তুলে খুব সরু সরু করে চিরে নিলাম। তার পর আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা গাছ থেকে ধূপের মত খানিকটা আঠা নিয়ে সেগুলির গায়ে লাগিয়ে দিলাম। ব্যস্, চমৎকার মশাল তৈরি হয়ে গেল। নারকেলের পাতা দিয়ে সেটি এমনভাবে জড়িয়ে নেওয়া হল, যাতে জল লাগলেও সহজে না ভিজে যায়। আর একটা বাণ্ডিলে কিছু শুকনা ঘাস ও কয়েক টুকরা ডাল সেই একই ভাবে জড়িয়ে নিলাম। আর নিলাম আমাদের সযত্নরক্ষিত শোলার টুকরাটি, আর তুরপুন—যাতে রোদ না থাকলেও মশালটি জ্বালাবার অসুবিধা না হয়।

জ্যাক্ মশালটি নিল, আমি নিলাম ঘাসের বাণ্ডিলটি। তার পর পিটারকিনের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা জলে ঝাঁপ দিলাম। তাকে বলে গেলাম যে, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

আমাদের দুই জনের হাতের বাণ্ডিল দুইটি যাতে ভিজে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সাঁতার কাটতে লাগলাম। অবশেষে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে মশালটি জ্বালালাম। সেই আলোতে গুহার দৃশ্য দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। গুহাটি একদিকে প্রায় দশ ফুট উঁচু। বিপরীত দিকটা আরও উঁচু, তবে সে দিকটা কিছু অন্ধকার। চমৎকার রঙের প্রবাল কীটে তৈরি গুহাটির মাঝে মাঝে বড় বড় প্রবাল স্তম্ভ। তাদেরই বা কি দ্যুতি! গুহাটা বেশ দীর্ঘ। আমরা চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। কারণ আমাদের মশালটি জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। গুহার ছাদে কোন ফুটা ছিল না, যা দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে। তবে গুহামুখে ধবধবে সাদা প্রবালের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ ছিল, তা থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেটাই সবুজ আলো বলে আমরা দূর থেকে দেখেছিলাম।

আমাদের মশালটা তখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। ভবিষ্যতে যদি আবার এখানে আসি, এই ভেবে ওটা নিভিয়ে একটা শুকনা জায়গায় রেখে দিলাম। মশালটা নেভাতেই সমস্ত গুহাটা নিবিড় আঁধারে ভরে গেল। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আঁধারে চোখ অভ্যস্ত হবার পর একটু একটু করে আবার অস্পষ্ট আলো দেখা দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আর জ্যাক্ তখন গুহা থেকে বেরিয়ে সাঁতার কেটে জলে ভেসে উঠলাম। পিটারকিন্ চিৎকার করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

সেই অন্ধকার গুহা থেকে উন্মুক্ত আকাশতলে এসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলাম। মনে হল যেন, আমাদের নবজন্ম হল। গুহাটা আমাদের খুবই ভাল লেগেছিল, এ কথাও ঠিক। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম মণি-গুহা। পরে অবশ্য দেখেছি যে, দক্ষিণ সাগরের অনেক দ্বীপেই এর চেয়েও বড় আর সুন্দর গুহা আছে।

॥ ১৩ ॥

আমাদের মুখে গুহাটার বর্ণনা শুনে পিটারকিন্ কেবলই দুঃখ করতে লাগল, তার ভাগ্যে আর এমন চমৎকার দৃশ্যটা দেখা হল না। জ্যাক্ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভাটার সময় জল যদি খুব কমে যায়, তবে না হয় তোমাকে একবার নিয়ে যাব।"

কিন্তু কিছুদিন লক্ষ্য করে দেখা গেল, সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয় বটে, কিন্তু কোন সময়ই জল দেড় ফুট দু'ফুটের নীচে বা উপরে ওঠানামা করে না। তা ছাড়া সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার আরও একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ল।

দেশে থাকতে দেখেছি, চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে জোয়ার-ভাটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে প্রতিদিন ঠিক দুপুরবেলায় এবং রাত দুপুরে জোয়ার আসে, এবং ভোর ছ'টায় সন্ধ্যা ছ'টায় ভাটার টান শুরু হয়। আমাদের কারো কাছে ঘড়ি না থাকলেও আমাদের অনুমান যে ঠিক, এক দুপুরবেলায় তার পরীক্ষাও হয়ে গেল।

এ ছাড়া আমরা এটাও লক্ষ্য করলাম, এখানে গোধূলি মুহূর্ত বলে কিছু নেই। সূর্য যেই অস্ত গেল, অমনি চারদিক একেবারে আঁধারে ঢেকে যায়। কাজেই আমরা বিকালের দিকে শিকারে বা অন্য

www.BanglaBook.org

কোন কাজে বেরুলে সব সময়েই সতর্ক থাকতাম, যেন সূর্যাস্তের আগেই আমাদের আস্তানায় ফিরতে পারি।

এতক্ষণ জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে আমাদের বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই আমরা আমাদের আস্তানার দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূরে যেতেই শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর চিৎকার আমাদের কানে এল।

শুনেই পিটারকিন্ তার বল্লম বাগিয়ে ধরল। তার মতলব বুঝে জ্যাক্ ঠাট্টা করে বলল, "তোমার বন্ধুর দল তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে। কারণ এ অঞ্চলে এ যাবৎ এদের দেখা মেলেনি।"

"তবে আমার সাথে এসো। আমার বন্ধুদের দেখবে।"—এই বলে পিটারকিন্ ত্বরিত পদে ঝোপের দিকে ছুটল। আমরাও তার পিছনে পিছনে চললাম।

কিছুদূর যেতেই দেখি, এক গোদা শুয়োর আগে আগে চলছে। তার আশেপাশে বাচ্চাদের দল। তাদের পেছনে পেছনে ধাড়ীরা চলছে।

জ্যাক্ পিটারকিন্‌কে বলল, "ওই নাদুসনুদুস শুয়োরটাকে মারো দেখি।"

পিটারকিন্ সে কথা কানে না তুলে গোদা বুড়ো শুয়োরটা কাছে আসতেই হাতের বল্লমটা তার দিকে এত জোরে ছুড়ে মারল যে, সেটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে শুয়োরটার গায় বিঁধল। আর তার বিকট আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "পিটারকিন্! এ তুমি কি করলে?"

"কি করলাম দেখতেই পাচ্ছ। ধাড়ী বুড়ো পাজী গোদা শুয়োরটাকে মেরেছি।"

"ছিবরের মত শক্ত শুয়োরের চপ্ খাবার উপর তোমার এত লোভ হল কেন? এর মাংস কি দাঁতে ছিঁড়তে পারবে?"—জ্যাক্ বলল।

"আমার এক জোড়া জুতার দরকার।" পিটারকিন্ উত্তর দিল।

আমি হেসে বললাম, "তোমার জুতার সাথে এই বুড়ো শুয়োরের কি সম্পর্ক?"

"আমার পায়ে বর্তমানে যে জুতা জোড়া আছে তার সঙ্গে অবশ্য

www.BanglaBook.org

কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর অবস্থা দেখেছ ত? এতে আর বেশী দিন চলবে না। তখন নূতন আর এক জোড়া করার জন্য এর চামড়াটা খুবই কাজে লাগবে।"

এত বড় ভারী শুয়োরকে বয়ে নেওয়া এক সমস্যা। জ্যাক্‌ই তার সমাধান করল। ওর পা চারটে বেঁধে তার ভেতর দিয়ে পিটারকিনের বল্লমটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমি আর জ্যাক্ সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম।

আমিও একটা বাচ্চা শুয়োর মেরেছিলাম। সেটা বয়ে নিল পিটারকিন্।

আস্তানায় ফিরে বাচ্চা শুয়োরটা রোস্ট করা হল। ধাড়ীটার চামড়া ছুলে শুকোতে দেওয়া হল।

তারপর আহার পর্বটা বেশ ভাল ভাবেই সমাধা করলাম।

॥ ১৪ ॥

এর পর কয়েকটা দিন আর সব কাজ ফেলে জ্যাক্ শুধু নৌকা তৈরি নিয়েই মেতে রইল। যন্ত্রপাতি বলতে ছিল শুধু একটা কুড়াল, এক টুকরা লোহা, জাহাজের পাল সেলাই-এর একটা সূঁচ, আর একটা ভাঙ্গা পেনসিল-কাটা ছুরি। এদের সাহায্যে একটা নৌকা তৈরি করা যে কি সুকঠিন কাজ, তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে। কিন্তু জ্যাক্ দমবার ছেলে নয়। তার স্বভাবই হচ্ছে, একবার মন স্থির করে কোন কাজে হাত দিলে যে ভাবেই হোক, সে তা শেষ করবেই।

পিটারকিন্ ও আমি জ্যাক্‌কে একটু-আধটু সাহায্য করেছি বটে, তবে নৌকাটা তৈরির কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে জ্যাকেরই। অনেক খুঁজে খুঁজে জ্যাক্ এমন একটা গাছ আবিষ্কার করল যার কাণ্ডটা ধনুকের মত বাঁকা। কুড়াল দিয়ে সেটা সাইজমত কেটে চারদিকটা চেঁছে ছুলে ঠিক করা হল। এটা হল নৌকার তল, ইংরেজীতে যাকে বলে 'কিল্'। এর পর সাইজমত তিনটা আড়কাঠ সংগ্রহ করা হল। এগুলি নৌকার তলের কাঠটার সমান দূরে দূরে বসবে। কিন্তু এই আড়কাঠগুলি

www.BanglaBook.org

বসানো বড় সহজ হল না। কারণ আমাদের লোহার পেরেক নেই। কাজেই অন্যভাবে পেরেকের ব্যবস্থা করতে হল। আমাদের যে টুকরা লোহাটা ছিল, সেটা আগুনে গরম করে এবং পিটিয়ে একটা নলের মত করা হল। তার পর সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লাল করে নৌকার কাঠ এবং আড়কাঠের মধ্যে চেপে ধরতেই গর্ত হয়ে গেল। তার পর আড়কাঠগুলিকে তলার কাঠে জায়গা মত বসিয়ে লোহা-কাঠের গোঁজ ঠুকে দিতেই সেগুলি একবারে পেরেক পোঁতার মত শক্ত হয়ে জুড়ে গেল। এবার আড়কাঠগুলির দুপাশে তক্তা লাগিয়ে যাওয়া। কুড়াল দিয়ে যতটা সম্ভব, চেস্টনাট্ গাছ চিরে তক্তা তৈরি করা হল। সেই তক্তাগুলিও একই উপায়ে আড়কাঠের দুপাশে জুড়ে দেওয়া হল। তক্তাগুলির জোড়া দিয়ে যাতে জল ঢুকতে না পারে, সেজন্য ফাঁকগুলি প্রথমে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বন্ধ করা হল, তারপর ধূপের আঠা গলিয়ে গরম গরম সে আঠা ছোবড়াগুলির গায়ে বেশ ভাল করে মাখিয়ে দেওয়া হল। আরও যে সব ছোটখাট কাজ বাকী ছিল, অসীম ধৈর্য সহকারে জ্যাক্ সেগুলিও শেষ করতে লাগল।

আমি আর পিটারকিন্ প্রায়ই শিকারে বেরুতাম এবং নানা রকমের হাঁস মেরে আনতাম। এগুলির রোস্ট বেশ উপাদেয় হত। আমাদের পুসি বিড়ালটাও মাংসের বেশ বড় রকম ভাগই পেত।

আমাদের আস্তানার ঠিক সামনেই একটা বড় সাইজের মসৃণ পাথর পড়ে ছিল। সেটার উপর বসেই আমাদের বিশ্রাম চলত। আবার সেটা আমরা খাবার টেবিল হিসাবেও ব্যবহার করতাম। এক এক দিন আমাদের খাবার তালিকায় অনেক রকম জিনিস থাকত,—রুটি-ফলের গরম গরম 'রোল্', শুয়োরের মাংসের চপ, হাঁসের রোস্ট, ভাজা আলু বা 'তারো', মিষ্টি আলু সেদ্ধ, কুল, কলা, নারকেল—আমরা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না। সব শেষে ছিল নারকেলের মিষ্টি জল, পিটারকিনের ভাষায়—লিমনেড।

একদিন আমি আর পিটারকিন্ আমাদের পাথরের টেবিলে খাবার সাজাচ্ছি, এমন সময় জ্যাক্ সমুদ্রের ধার থেকে ছুটতে ছুটতে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতের কুড়ালটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "ব্যস! নৌকা তৈরি শেষ। এখন বাকী শুধু দুটা দাঁড় তৈরি করা। তাহলেই যখন খুশী সমুদ্রে যাওয়া যাবে।"

"তুমি ত ভারী সেয়ানা, জ্যাক্। আজই নৌকাটা তৈরি হয়ে যাবে, কই কালও ত তার বিন্দুমাত্র আভাস দাওনি।"

"তোমাদের একটু অবাক্ করে দেব বলে। যাক্ এবার হাঁসের রোস্ট একটু দাও দেখি। ভারী ক্ষিধে পেয়ে গেছে।"

"যত খুশী নিতে পার। আমাদের ভাঁড়ার আজ অফুরন্ত।"

আমরা খেতে বসলাম। খেতে খেতে পিটারকিন্ বলল, "চল কালই সামনের দ্বীপটায় যাওয়া যাক্।"

"একটা মাস্তুল আর পাল তৈরি না করা পর্যন্ত সে আর কি করে হবে? তবে তোমাকে একেবারে নিরাশ হতে হবে না। আজই ক'টা দাঁড় তৈরি করে ফেলব। তাহলে কালই নৌকা নিয়ে বেরুনো যাবে।"—জ্যাক্ উত্তর দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর জ্যাক্ দাঁড়ের কাঠের খোঁজে বনের দিকে গেলাম। পিটারকিনের উপর ভার রইল, দাঁড় দুটি নৌকার সাথে বাঁধবার জন্য নারকেলের দড়ি তৈরি করা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে চারটে দাঁড় তৈরি করলাম। দাঁড়গুলি কাঁধে করে আমি আর জ্যাক্ আস্তানার কাছে এসে শুনি, পিটারকিন্ যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। এখানে আবার কথা বলবার লোক কোত্থেকে এল, ভেবে আমি একটু অবাক্ই হলাম। জ্যাক্ আমাকে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল। আমরা পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের আস্তানার এক কোণে একটা কাঠের গুঁড়ি ছিল। সেটা আমরা মাঝে মাঝে টেবিল হিসাবে ব্যবহার করতাম।

দেখি, আমাদের পুসি বেড়ালটা সেই কাঠটার উপর বেশ আরাম করে বসে আছে। আর পিটারকিন্ পা মেলে মাটিতে বসে তাকে আদর করছে। সে বলছে, "আচ্ছা তুমিই বল ত, জ্যাক্ আর র‍্যালফের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি রকম আক্কেল, তারা এতক্ষণ আমাদের বসিয়ে রেখেছে। খাবার সময় কখন উতরে গেছে।"

বিড়ালটা এ কথায় কি বুঝল সেই জানে। সে লেজটা খাড়া করে পিটারকিনের নাকটা চাটতে লাগল।

জ্যাক্ আর থাকতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে বিড়ালটা এক লাফে ছুটে পালাল, পিটারকিন্ও তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল, "সত্যি জ্যাক্, তোমার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই! এমনভাবে কারো পিলে চমকে দিতে হয়?"

"সত্যিই আমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। নইলে কি তোমায় আর তোমার পুসিকে না খাইয়ে এতক্ষণ বসিয়ে রাখি?"

পিটারকিন্ হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও আমি পরিষ্কার দেখলাম, ধরা পড়ে বেচারার গাল দুটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তাই এ প্রসঙ্গ তুলে তাকে আর বেশী লজ্জায় ফেললাম না।

অন্যান্য নানা কথাবার্তার মধ্যে আমাদের নৈশ ভোজ শেষ হল। পিটারকিনের এত আদরের পুসিও বেশ পেট পুরেই খেল।

তারপর নৌকাযোগে আমাদের ভবিষ্যৎ সমুদ্রযাত্রার সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ১৫ ॥

পরদিন তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা আমাদের নৌকাটি জলে ভাসালাম। সেদিনের সেই সকালটি ছিল আশ্চর্য রকম সুন্দর, আকাশটিও ছিল নির্মল। হাওয়া না থাকায় সমুদ্র ছিল নিস্তরঙ্গ। তার জল ছিল রুপার মত চকচকে। সেই স্বচ্ছ জলের নীচে সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রবাল পাহাড়গুলি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের নৌকাটি যেন মণি-মুক্তা বিছানো পথ দিয়ে চলেছে।

আমরা নৌকা তৈয়ার করে সমুদ্রে ভাসাতে পেরেছি, গোড়ার দিকে

www.BanglaBook.org

এই আনন্দে এতই মশগুল ছিলাম যে, আমরা প্রথম কোন্ দিকে যাব, তাই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না।

পিটারকিনের মত আমরা প্রথম কাছের পাহাড়টা পর্যন্ত যাই। আমি বললাম, "এই লেগুনের মধ্যে যে সব দ্বীপ আছে, সেগুলি পর্যন্ত যাওয়া যাক।" জ্যাক্ বলল, "আমরা পাহাড়েও যাব, দ্বীপগুলিতেও যাব।"

প্রথমে আমরা একটা ছোট দ্বীপে আমাদের নৌকা ভিড়ালাম। দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কিন্তু কোন নূতন জিনিস চোখে পড়ল না। তারপর গেলাম একটা বড় দ্বীপে। সেখানে কয়েকটা নারকেল গাছ নজরে পড়ল। দাঁড় টেনে টেনে আমাদের সবারই তৃষ্ণা পেয়েছিল। তাই গাছ থেকে ডাব পেড়ে আমাদের তৃষ্ণা মিটালাম। তার পর আমরা প্রবাল পাহাড়ের গায়ে গিয়ে নৌকা লাগালাম। এখানে যে দৃশ্য দেখলাম, তা একবারে অভিনব। এতদিন প্রবাল দ্বীপে থেকে থেকে সমুদ্রের ভয়াল সৌন্দর্য ও অনন্ত মহিমার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রবাল পাহাড় ও প্রবাল দ্বীপের মধ্যবর্তী লেগুন ছিল নিস্তরঙ্গ, শান্ত। আর এখানে দিগন্ত-বিস্তারী সমুদ্রের বিরাট বিরাট তরঙ্গ গর্জন করে করে এসে প্রচণ্ড বেগে প্রবাল পাহাড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ভেঙে পড়ছে। আমাদের পায়ের কাছেই কয়েকটা ঢেউ এভাবে ভেঙে পড়ল। আমরা তন্ময় হয়ে এই অশান্ত তরঙ্গ-নৃত্য দেখতে লাগলাম। ক্ষণেকের জন্য আমরা প্রবাল দ্বীপের কথা, সেখানকার বন-জঙ্গল, পাহাড়, পশু-পাখীর কথা, নিস্তরঙ্গ লেগুন ও মণি-গুহার কথা— সব ভুলে গিয়ে অনন্তবিস্তারী সমুদ্রের এই অবিরাম তরঙ্গ-ভঙ্গের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। স্মৃতির মুকুরে ভেসে উঠল আমাদের জাহাজডুবির ছবি, ঝড়-ঝঞ্ঝার দৃশ্য।

দেখে দেখে যেন আমাদের আশা মিটছিল না। মনে হল সারা জীবন সেখানে বসে এই দৃশ্য দেখি। প্রবাল পাহাড়ের কোন কোন অংশে সবুজের আবির্ভাব হচ্ছে দেখলাম। তরঙ্গ স্রোতে অসংখ্য মৃত প্রবাল কীট এসে জায়গায় জায়গায় জমা হচ্ছে। জ্যাক্ আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, এখানে এ ভাবেই হয়ত কয়েক বছর পরে একটা প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি হবে। এখানকার প্রায় সব দ্বীপই এভাবে তৈরি হয়েছে।

সারাদিন এভাবে কাটিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে আমরা আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে চললাম। যেতে যেতে জ্যাক্ বলল, "আমাদের নৌকাটা মোটামুটি ভালই হয়েছে। এবার একটা মাস্তুল আর পালের ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলেই পেঙ্গুইন দ্বীপে যাওয়ার বাধা থাকবে না।"

পিটারকিন্ সাথে সাথে বলে উঠল, "এস, আমরা আজ সন্ধ্যা থেকেই কাজ শুরু করি, যাতে দু-চার দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। সত্যি জ্যাক্, আমার এক দিনের দেরিও সইছে না।"

পিটারকিনের ওই স্বভাব। তাই তার এ কথার কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলাম না।

তীরে পৌঁছে নৌকাটি টেনে ডাঙ্গায় তুলতে গিয়ে দেখি, বালি আর নুড়ি পাথরের ঘষায় নৌকার তলাটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। জ্যাক্ তাই বলল, "এর একটা ব্যবস্থা না করলে ত দুদিনেই তলাটা ক্ষয়ে যাবে।"

"সে ত খুবই সত্যি কথা। কিন্তু কি করে এ ক্ষয় বন্ধ করা যাবে, তা ত আমার মাথায় আসছে না।" আমি বললাম।

"আরে! এ ক্ষয় বন্ধ করা ত একেবারে সোজা।" পিটারকিন্ বলল।

"কি ভাবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কেন, নৌকাটা ব্যবহার না করলেই ত আর তলা ক্ষয় হবে না।" —পিটারকিন্ উত্তর দিল।

"পণ্ডিতমশাই, তোমার বক্‌বকানি থামাও তো।" জ্যাক্ ধমকের সুরে বলল। "কি করে এ ক্ষয় বন্ধ করা যায়, তা দেখতে পাবে। পিটারকিন্, তুমি সরু সরু কিছু নারকেলের দড়ি তৈরি করো ত!"

"কাপ্তেন সাহেব! তোমার হুকুম করবার আগেই সে সব তৈরি হয়ে আছে।"—পিটারকিন্‌ও চট্‌পট্ জবাব দিল।

"ভাল কথা। তাহলে তুমি আর র‍্যালফ্ দু'জনে মিলে কতকগুলি

www.BanglaBook.org

নরকেলের ডাল কেটে আনো, যাতে তাদের গোড়ার দিকটা জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা পাল তৈরি করা যায়। আমি যাচ্ছি একটা মাস্তুলের ব্যবস্থা করতে।"

কোন কাজ করব বলে ফেলে রাখা জ্যাকের অভ্যাস নয়। তাই আমরা সেদিনই কাজ শুরু করে দিলাম। তিন-চার দিনের মধ্যেই পাল এবং মাস্তুল তৈরি হয়ে গেল। পালটা দেখতে তেমন ভাল না হলেও কাজ চলবার মত হল। এ ব্যাপারে আমাদের সূঁচটা খুবই কাজে লাগল। এর মধ্যে জ্যাক্ আমাদের নৌকার তলায় আর একটা কাঠও লম্বালম্বি লাগিয়ে দিল। বালি এবং পাথরের ঘষা তার উপর দিয়েই যাবে। ওটা ক্ষয়ে গেলে আবার আর একটা লাগালেই হবে। তা হলে গোটা নৌকাটা আর খুলে গড়তে হবে না।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে একদিন ভোরে আবার আমরা নৌকায় উঠে বসলাম। হাওয়া থাকায় আমরা পালটা খাটিয়ে দিলাম। দেখা গেল, পাল এবং মাস্তুল দুইই বেশ কাজ চলার মতই হয়েছে। আমাদের আর দাঁড় বাইতে হল না। নৌকাটা পালেই চলতে লাগল। জ্যাক্ শুধু হাল ধরে বসে রইল।

লেগুনের মধ্যেই আমরা ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। স্বচ্ছ জলের নীচে নানা রঙের প্রবাল, সামুদ্রিক আগাছা এবং মাছের খেলা আমাদের কি ভালই না লাগল! কত রকমারি মাছই না দেখলাম। —শুশুক, খড়্গ-মাছ, তিমি। অনেকগুলির নামও জানি না। দুই-একটা বাচ্চা হাঙরও নজরে পড়ল। খড়্গ-মাছগুলি দেখতেই আমার খুব ভাল লাগল। সেগুলি প্রায় দশ ফুট লম্বা। তার মধ্যে খড়্গটাই প্রায় সাত-আট ফুট। খড়্গটা নাকের ডগা থেকে সোজাসুজি বেরিয়েছে। জ্যাক্ বলল, সে নাকি কার কাছে শুনেছিল, এই খড়্গ মাছ একবার একটা জাহাজের খোল ফুটা করে দিয়েছিল, এমনি এদের খড়্গের ধার আর শক্তি!

ইদানীং হাঙর আর আমাদের চোখে পড়ত না। তবুও আমরা খুব সাবধানেই গভীর জলে নামতাম। আমাদের মধ্যে দু'জন সাঁতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটতাম, একজন নৌকায় বসে পাহারা দিত। তিমি মাছ লেগুনের মধ্যে বড় একটা আসত না, গভীর সমুদ্রেই তাদের ভেসে উঠতে দেখতাম। একদিন অবশ্য একটা প্রকাণ্ড তিমি মাছ একেবারে আমাদের নৌকার কাছেই ভেসে উঠেছিল। সেটা এত বড়, তার হাঁ এত বিশাল যে, মনে হল, সেটা অনায়াসেই আমাদের নৌকাটাকেই গিলে ফেলতে পারে! যাহোক সে রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। তিমিটা শুধু মুখ দিয়ে হুস্ হুস্ করে এতটা জল ছাড়ল যে, খানিকক্ষণের জন্য আমাদের সামনে একটা জলস্তম্ভের সৃষ্টি হল।

আমরা অনেকগুলি উড়ুক্কু মাছের দেখাও পেলাম। এগুলি নামে উড়ুক্কু হলেও খুব ভাল উড়তে পারে না। তবে এদের জাতশত্রু ডল্‌ফিন্ যখন এদের তাড়া করে, তখনই শুধু এরা প্রাণ বাঁচাতে খানিকটা উড়ে যায়।

এ যাত্রায় আমরা বেশ কিছু বাইন্ মাছ এবং কচ্ছপ ধরলাম। যথাসময়ে সেগুলি বেশ আরাম করেই খাওয়া গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। আমরা মণি-গুহার কাছে পাহাড়ের উপর বসে পেঙ্গুইন দ্বীপে যাওয়ার কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছি, এমন সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখি, ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। ভাবলাম, এ বুঝি ঝড়ের পূর্বাভাস। আকাশ মেঘলা হলেও তেমন জোর হাওয়া নেই, সমুদ্রও এক রকম শান্ত। মেঘটা ক্রমেই এ দিকেই এগিয়ে আসছে দেখা গেল। অথচ ঝড়ের মেঘ হলে যেমন সারা আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে, এ ক্ষেত্রে তেমন কিছুই হচ্ছে না। মেঘটা আরও এগিয়ে একেবারে সামনের দ্বীপগুলির কাছে আসতেই দেখি সাদা সাদা ফেনায় তাদের চারদিক একেবারে ঢেকে গেছে। সাথে সাথে সে কি গর্জন! তখন আমরা বুঝতে পারলাম, যাকে আমরা মেঘ ভেবেছিলাম, আসলে তা সমুদ্র-তরঙ্গ। কিন্তু সেগুলি যে কি সুবিশাল, সে সম্পর্কে ধারণা হল তখন, যখন সেগুলি প্রবাল-প্রাচীরে এসে ভেঙে পড়ল। ঢেউগুলি এত উঁচু, তাদের উচ্ছ্বাস এত বিপুল যে, আমরা পাহাড়ের বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে না পড়লে সেই জলোচ্ছ্বাসে

www.BanglaBook.org

একেবারে ভিজে যেতাম। পর মুহূর্তেই আবার আর একটা ঢেউ তেড়ে এল। সেটা আরও বড়, আরও উঁচু। আমরা তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হবার পূর্বেই, ঢেউটা এসে প্রবাল-পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ল, তার খানিকটা সুড়ঙ্গপথে ঢুকে নীচের গর্তের মুখ দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এল। সাথে সাথে এমন প্রচণ্ড শব্দ হল, মনে হল, পাহাড়টাই বুঝি ফেটে গেল। সেই জলোচ্ছ্বাস, এবার আমাদেরও রেহাই দিল না। নাকে মুখে চোখে এমন জোরে এসে লাগল যে, মুহূর্তের জন্য আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমাদের চোখের জ্বালা কমলে যখন ভালো করে চার দিকে নজর দিলাম, তখন দেখি এই সর্বনাশা ঢেউ অনেক সর্বনাশ করে গেছে। তীরভূমি ছাড়িয়ে সেই ঢেউ বনভূমি পর্যন্ত গিয়ে ছোট ছোট অনেক গাছপালা উপড়ে দিয়েছে।

এই দেখে আমাদের ভয় হল। এই ঢেউ হয়ত আমাদের আস্তানাটিও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমাদের নৌকাটিও আছড়ে চুরমার করে গেছে। তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরে দেখি, ভাগ্যক্রমে তার কোন ক্ষতি হয়নি। তখন দৌড়ালাম, নৌকার খোঁজে। গিয়ে দেখি, নৌকার কোন চিহ্নই নেই। আঁতিপাতি করে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছি, এমন সময় পিটারকিন্ হঠাৎ একটা ঝোপের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "দেখ দেখি ওটা কি ফল? এ রকম ফল এর আগে আমার চোখে পড়েনি।"

পিটারকিনের কথায় ওদিকে চেয়ে দেখি, ফল নয়, আমাদের নৌকাটি ঝোপের আড়ালে আটকে আছে। দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। সত্যি নৌকাটি নষ্ট হলে আমাদের যে কি ক্ষতি হত, তা শুধু আমরাই জানি। পরিষ্কার বুঝা গেল, সমুদ্রের ঢেউ নৌকাটিকে ভাসিয়ে এনে ঝোপের মাথায় তুলেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, সেটা কোন পাহাড় বা বড় গাছে এসে ধাক্কা খায়নি। তা হলে তার আর চিহ্নও থাকত না। নৌকাটার কোন ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু তাকে সেই ঝোপের মাথা থেকে নামাতে আমাদের দুই দিন পরিশ্রম করতে হল।

www.BanglaBook.org

এ ছাড়া আমাদের আরও একটা বাড়তি কাজ করতে হল। তাতেও দিন সাতেক লাগল। ঢেউয়ের ধাক্কায় বহু গাছ ও গাছের ডাল, ঝোপ-জঙ্গল, সমুদ্রের আগাছা আমাদের আস্তানার সামনে এবং আশেপাশে স্তূপীকৃত হয়ে ছিল। আস্তে আস্তে সেগুলি পরিষ্কার করে চারদিকের পরিবেশটাকে একটু ভদ্র করতে হল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। এই রকম আকাশচুম্বী ঢেউ সমুদ্রে সব সময় হয় না। সব দ্বীপেও এদের উৎপাত সহ্য করতে হয় না। বছরে একদিন কি দু'দিন সমুদ্রে এইরূপ ঢেউ উঠে। তখন এরা যে সব দ্বীপের উপর এসে পড়ে, তাদের অনেক কিছু একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়।

এ দিকের সব গোছগাছ এবং নৌকাটার ছোটখাট মেরামত নিয়েই আমাদের বেশ কয়েকদিন ব্যস্ত থাকতে হল। এবার আবার পেঙ্গুইন্ দ্বীপে যাত্রার কথা উঠল। প্রথমেই চাই রসদের ব্যবস্থা। তাই পিটারকিনের উপর ভার দেওয়া হল, কয়েকটা নাদুসনুদুস্ শুয়োর শিকার করে আনবার। আমাদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপে সেই ছিল সব চেয়ে ওস্তাদ। তাই শুয়োর শিকারের ভার বেশির ভাগ সময় তার উপরই পড়ত। কিন্তু সে এত চঞ্চল স্বভাবের যে, শিকারের পিছনে দৌড়াতে গিয়ে সে প্রায়ই হোঁচট খেয়ে শরীরের একটা না একটা জায়গা জখম করে আসত। একদিন ত সে একটা বড় রকম দুর্ঘটনার মুখেই পড়েছিল। সেদিন সে খুব ভোরেই শিকারে বেরিয়েছে। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পেরিয়ে গেল, তবুও দেখা নেই। এমনটা কোন দিনই হয় না। যেখানেই যাক, খাবার সময় তার ঠিক ফেরা চাই। কাজেই আমাদের খুবই ভাবনা হল।

অস্থির হয়ে আমরা তাকে খুঁজতে বেরুলাম। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে সন্ধ্যার দিকে দেখি, পিটারকিন্ একটা পাহাড়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার পাশেই তার বল্লমবিদ্ধ একটা বাচ্চা শুয়োর। আমরা ত প্রথমে খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। যাহোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিকক্ষণ তার চোখেমুখে জল দিতেই সে চোখ মেলে চাইল। আমরাও তাকে ধরাধরি করে আস্তানায় নিয়ে এলাম।

একটু সুস্থ হলে তার মুখে শুনলাম, "অনেক খোঁজাখুঁজির পরও শুয়োরের পাল দেখা দূরে থাক, একটা শুয়োরও চোখে পড়ল না। এদিকে দুপুর প্রায় গড়িয়ে যাবার মুখে। মাথায় জিদ চেপে গেল। ভাবলাম, মধ্যাহ্ন ভোজ চুলোয় যাক, একটা শিকার না নিয়ে ফিরছি না।"

জ্যাক্ বাধা দিয়ে বলল, "বল কি পিটারকিন্, তুমি এমন একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললে?"

পিটারকিন্ জ্যাকের এই বিদ্রূপে কান না দিয়ে বলল, "শিকারের খোঁজে মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত বেশ গভীর বনেই ঢুকে পড়লাম। দেখি, একপাল শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে আমি পেছনে পেছনে ছুটলাম। তখন আমার অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নেই। শেষ পর্যন্ত শুয়োরটাকে যখন বল্লম-বিদ্ধ করলাম, তখন পাহাড়ের একবারে কিনারে এসে গেছি। আর এক পা এগুলে নীচে পড়ে যাব। তারপর কি হল জানি না। জ্ঞান হতে দেখি, তোমরা আমার চোখেমুখে জল দিচ্ছ।"

আজ অবশ্য পিটারকিন্ সন্ধ্যার আগেই অক্ষত দেহে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট শুয়োর নিয়ে ফিরল। আমিও বেরিয়েছিলাম হাঁসের আশায়। আমাকেও নিরাশ হতে হয়নি। আমিও ফিরলাম গোটা ছয়েক হাঁস নিয়ে।

কাজেই পরদিন ভোর হতেই আমরা যখন পেঙ্গুইন দ্বীপের উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসালাম, তখন আমাদের রসদের কোন ভাবনাই রইল না।

দিনটা ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল, বাতাস ছিল শান্ত। আমাদের নৌকাটি আস্তে আস্তে লেগুনের মুখ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। অবশ্য ব্যাপারটা এত সহজ হল না। সমুদ্রের যে সব ঢেউ প্রবাল প্রাচীরে এসে ভেঙে পড়ছিল, তা কেটে বেরুতে আমাদের খুবই বেগ পেতে হল। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও নৌকায় অনেকটা জল উঠে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। যাহোক, এই উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে আমরা যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম, তখন আর ঢেউয়ের উদ্দামতা ছিল না। সমুদ্র সেখানে অনেক শান্ত। সেই শান্ত সমুদ্রের দোলায় দুলতে দুলতে আমাদের নৌকা পেঙ্গুইন দ্বীপের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আমরা যে প্রবাল দ্বীপে আছি, পেঙ্গুইন দ্বীপ ঠিক তার উলটো দিকে অবস্থিত। যে প্রবাল প্রাচীর আমাদের দ্বীপকে ঘিরে আছে, তা থেকে পেঙ্গুইন দ্বীপের দূরত্ব প্রায় মাইল খানেক হবে। কিন্তু আমরা যে পথে যাব ঠিক করেছি, সে পথে প্রায় কুড়ি মাইল হবে। আমরা যদি প্রথমেই সমুদ্রে না পড়ে লেগুনের ধারে ধারে গিয়ে, পেঙ্গুইন দ্বীপের উলটো দিকের মুখ দিয়ে সমুদ্রে বেরুতাম, তাতে পথ অনেকটা সংক্ষিপ্ত হত, এত ঢেউয়ের মুখেও পড়তে হত না। কিন্তু পুকুরের মত শান্ত লেগুনে নৌকা চালানো এক কথা, আর উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে দুলতে যাওয়ার আনন্দ অন্য কথা। এতে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের আনন্দ অনেক বেশী।

যেতে যেতে জ্যাক্ বলল, "হাওয়া থাকলে বেশ হত।"

"তার চেয়ে আরও ভাল হত, যদি শ'দুই গাংচিলকে লম্বা লম্বা দড়ি দিয়ে নৌকার সাথে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া যেত। তাহলে তারাই আমাদের নৌকাটা চালিয়ে নিত। আমাদের আর দাঁড় বেয়ে হাত ব্যথা করতে হত না, পাল খাটাবার হাঙ্গামাও পোয়াতে হত না।" পিটারকিন্ উত্তর দিল।

"তার চাইতে একটা হাঙর ধরে তার লেজ ফুটো করে দড়ি দিয়ে নৌকাটার সাথে বেঁধে দিলে আরও ভাল হত।" জ্যাক্ ঠাট্টা করে বলল। "আমার মনে হয় বাতাস বইতে শুরু করেছে। পিটারকিন্ তোমার আর দাঁড় বাইবার দরকার নেই। র‍্যাল্ফ, মাস্তুলটা তোল। আমি পাল খাটাচ্ছি। পিটারকিন্, তুমি হালটা ধরবে।"

জ্যাকের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ কালো হয়ে গেল, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে, আর বড় বড় ঢেউ এসে আমাদের নৌকাকে মোচার খোলের মত নাচাতে লাগল। নৌকা সামলাতে আমাদের

www.BanglaBook.org

কয়েক মিনিট বেশ হিমশিম খেতে হল, তারপর দেখতে দেখতে বাতাসের বেগ কমে এল, সমুদ্রও শান্ত ভাব ধারণ করল। আমরা তখন পাল খাটিয়ে হাল ধরে বসে রইলাম। আমাদের নৌকা ঢেউ কেটে কেটে তরতর করে ছুটে চলল। কতক্ষণ পর বাতাস একবারে পড়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা পেঙ্গুইন দ্বীপের কাছাকাছিই এসে গেছি। আর মাত্র মাইল খানেকের ব্যবধান। আমরা আবার দাঁড় বাইতে শুরু করলাম।

পিটারকিনের চুপ করে থাকা স্বভাব নয়। তাই পেঙ্গুইন দ্বীপের কাছাকাছি যেতেই সে বলে উঠল, "ওই যে সৈন্যদল দেখা যাচ্ছে। তাদের সাদা সাদা ট্রাউজারগুলি কি ধবধবে! তারা আমাদের মিত্রপক্ষের মতই অভ্যর্থনা করবে ত! তোমার কি মনে হয় জ্যাক্?"

"দ্বীপে গেলেই সব প্রশ্নের জবাব পাবে। এখন দয়া করে মুখ বন্ধ করে, দাঁড়টা একটু জোরে চালাও।"

দ্বীপের কাছে পেঁছে পাখীগুলির চেহারা ও চালচলন দেখে আমাদের হাসি পেল। তাদের সবগুলি এক জাতের নয়। কারও মাথায় ঝুঁটি, কারও ঝুঁটি নেই। কতকগুলির আকৃতি পাতিহাঁসের মত, কতকগুলি আবার রাজহাঁসের মত বড় বড়। একটা প্রকাণ্ড অ্যাল্‌বাট্রস্ পাখী পেঙ্গুইনগুলির মাথার উপর ঘুরছে, তার আশেপাশে একদল গাংচিল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে।

পেঙ্গুইন দ্বীপে গিয়ে নৌকা ভিড়তেই আমরা দাঁড় তুলে রেখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দ্বীপের পাহাড়গুলি ছোট ছোট, তাতে ঝোপঝাড় ছাড়া গাছপালা বড় একটা নেই।

আমরা অপলক দৃষ্টিতে পেঙ্গুইনগুলির দিকে চেয়ে রইলাম। পেঙ্গুইনগুলিও আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ছোট ছোট পাগুলির উপর তারা একবারে সিধে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে দূর হতে সৈন্যের মত মনে হয়। তাদের মাথা কালো, ঠোঁট লম্বা ছুঁচালো, বুকটা সাদা, পিঠ নীলচে। তাদের ডানা এত ছোট যে ডানা না বলে মাছের পাখনা বললেই ঠিক হয়। জলে সাঁতার

www.BanglaBook.org

কাটবার সময়ে ওরা ডানা দুটাকে পাখনার মতই ব্যবহার করে। ডানাগুলির উপর পাখীর মত পালক নেই, আছে শুধু ছোট ছোট এক ধরনের আঁশ। তাদের সারা দেহই এই ধরনের আঁশে ভরতি। পা দুটি ছোট বলে এরা ডাঙ্গায় যখন দাঁড়ায় তখন একেবারে সিধে হয়েই দাঁড়ায়। জলে যখন সাঁতার দেয়, তখন হাঁসের মতই সাঁতার কাটে। আমরা ওখানে যেতে পাখীগুলি এমন বিকট চিৎকার শুরু করেছিল যে, কোন্ দিকে তাকাব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। চেয়ে দেখি, সারা দ্বীপেই এমন হাজার হাজার পেঙ্গুইনের ঝাঁক। দেখতে দেখতে মনে হল, এদের মধ্যে যেন কয়েকটা চতুষ্পদও রয়েছে।

চতুষ্পদগুলি দেখে জ্যাকের খুবই ঔৎসুক্য হল। বলল, "চলো ত, এগুলিকে একটু ভাল করেই দেখা যাক। মনে হচ্ছে, এরাও চিৎকার চেঁচামিচি ভালবাসে। নইলে এদের দলে ভিড়বে কেন?"

অবাক্ হয়ে দেখলাম, এরাও পেঙ্গুইন পাখী। তারা দু'পা আর ডানা দু'টির উপর ভর দিয়ে আছে বলে চতুষ্পদ মনে হচ্ছে। আমাদের দেখে একটা ধাড়ী পেঙ্গুইন হয়ত ভয়ই পেল। তাই সেটা তাড়াতাড়ি সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েই এক ডুব। বহু দূর গিয়ে আবার ভেসে উঠল। দেখা যাচ্ছে জলে এরা মাছের মতই দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে।

পিটারকিন্ বলল, "রূপকথায় শুনেছি, এমন প্রাণীও নাকি আছে, যা না মাছ, না পাখী, না পশু। এখানে দেখছি এরা একাধারে তিনটিই। ভারী আজব পাখী ত! আরে আরে ওই দেখ, কয়েকটা পেঙ্গুইন তাদের লেজের নীচে ডিম বয়ে বেড়াচ্ছে।"

সত্যিই তাই। পরে জেনেছি, এক জাতের পেঙ্গুইনের লেজের নীচে এক একটা করে থলে থাকে। সেখানেই তারা ডিমগুলি বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। সেটা হচ্ছে পেঙ্গুইনদের আশ্চর্য শৃঙ্খলা-বোধ। দ্বীপটায় প্রত্যেকটি পেঙ্গুইনের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সেখানে তারা সিধে হয়ে বসে থাকে, নয়ত ডিমে তা' দেয়, কিংবা বাচ্চাদের খাওয়ায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেখ দেখ, ওই বুড়ী পেঙ্গুইনটা কি শয়তান! নিষ্ঠুরের মত নিজের বাচ্চাটাকে জলে ফেলে দিল! ওই দেখ, আর একটাও তাই করছে! এরা দেখছি, একবারে মায়ামমতাশূন্য।" পিটারকিন্ বলল।

এদের কাণ্ড দেখে প্রথমে আমাদের তাই মনে হয়েছিল। তারপর বুঝতে পেরেছি, বাচ্চা পেঙ্গুইনদের এই ভাবেই মা-পেঙ্গুইনরা সাঁতার শেখায়।

পেঙ্গুইনদের আর একটা ব্যাপারও আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকল। ডাঙ্গা যেখানে ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে গেছে, তেমন একটা জায়গায় গোটা বারো ধাড়ী পেঙ্গুইন বিতিকিচ্ছিভাবে লাফাতে লাফাতে গিয়ে সমুদ্রে নামল। কিন্তু তাদের দলের বাকীগুলি টাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি আর গড়াগড়ি খেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। যে মুহূর্তে জলে পড়ল, তখনই তাদের অন্য মূর্তি। এই ডুব দেওয়া, একটু পরেই ভেসে ওঠা, পরস্পরের গায় জল ছিটান—এই জলক্রীড়ায় তাদের যেন শ্রান্তি ক্লান্তি নেই!

দেখেশুনে পিটারকিন্ গম্ভীরভাবে বলল, "আমার মতে এই পাখীগুলি বদ্ধ পাগল। এ দ্বীপটাও সুবিধের নয়, এটা যেন কুহকের দেশ। কাজেই আমার মতে এখান থেকে অবিলম্বে পালানই মঙ্গল। যদি তা না করে দ্বীপে নামতে চাও, তবে এদের বেশ করে শিক্ষা না দিয়ে সহজে ছাড়ব না।"

"দ্বীপে নামাই আমার ইচ্ছে।" এই বলে জ্যাক্ দাঁড় দিয়ে নৌকাটাকে একটা খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। নৌকাটাকে একটা পাথরের সাথে বেঁধে রেখে আমরা দ্বীপে নামলাম। আমাদের সাথে রইল কয়েকটা লাঠি আর পিটারকিনের বল্লম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পেঙ্গুইনগুলি আমাদের তেড়েও এল না, আমাদের দেখে ভয়ও পেল না। তার পর যখন খুব কাছে গিয়ে ওদের গায়ে হাত দিলাম, তখন ওরা বোকা বোকা চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। শুধু একটা ধাড়ী পেঙ্গুইন কি ভেবে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে শুরু করল। পিটারকিনের মাথায় খেয়াল চাপল, ওটাকে সে কিছুতেই

www.BanglaBook.org

সমুদ্রে নামতে দেবে না। পাখীটারও গোঁ, সে নামবেই। পিটারকিন্ তখন তাকে লাঠি হাতে তাড়া করল। কিন্তু তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষ পর্যন্ত সেটা সমুদ্রে নেমে জলের নীচে ডুব দিল। ওটাকে মারবার বা আঘাত করবার ইচ্ছা পিটারকিনের ছিল না। তাই হাতে বল্লম থাকলেও সে সেটা ব্যবহার করল না।

আমরা প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে ঘুরে দ্বীপটা এবং তার অধিবাসী পেঙ্গুইনদের চালচলন লক্ষ্য করলাম। সত্যি, এমন অদ্ভুত পাখী এর আগে আমরা কোন দিন দেখিনি। আমাদের মনে হল, এই পাখীগুলি শুধু এই দ্বীপের নয়, জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

॥ ১৭ ॥

পেঙ্গুইন দ্বীপ পেছনে ফেলে আমরা যখন নৌকায় উঠলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাই আমরা স্থির করলাম, নিকটবর্তী একটা ছোট দ্বীপে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে প্রবাল দ্বীপে ফিরব। সেই দ্বীপটা প্রায় দু'মাইল দূরে। তাই আমরা খুব জোরে দাঁড় বাইতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের সামনে যে কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তখনও তা বুঝতে পারিনি। এতক্ষণ হাওয়া ছিল শান্ত, কিন্তু সন্ধ্যার মুখে তা উদ্দাম হয়ে উঠল। তখনও মাইল-খানেক বাকী, এরই মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও উত্তাল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ঝড় এবং সমুদ্রের মাতামাতি এত বেড়ে গেল যে, আমাদের নির্দিষ্ট দ্বীপে যাওয়ার আশা আমরা ছেড়ে দিলাম।

জ্যাক্ তাড়াতাড়ি নৌকার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "তোমরা দু'জন পালটা খাটাবার ব্যবস্থা করো। পেঙ্গুইন দ্বীপেই ফেরা যাক্। সেখানে গেলে অন্ততঃ ঝোপের মধ্যে একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া পেঙ্গুইনদের আতিথ্যও হয়ত পেতে পারি।"

www.BanglaBook.org

পাল খাটাবার পর বাতাসের গতি হঠাৎ বদলে গেল। তার পর এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল। এই দেখে জ্যাক্ বলল, "পেঙ্গুইন দ্বীপেও যাওয়া যাবে না। তোমরা পালটা গুটিয়েই ফেল, নইলে নৌকাটা হঠাৎ ডুবে যেতে পারে।"

আমরা পালটা সবে মাত্র গুটিয়েছি, এমন সময় এমন একটা দমকা ঝড় এল যে, আমরা সতর্ক না থাকলে কি হত বলা মুশকিল। জ্যাকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে নৌকাটা ডুবল না বটে, কিন্তু ঝড়ের মুখে তা অকূল সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল। এ ভাবে গেলে যে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না, এ ভেবে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম। সম্মুখে অনন্ত-বিস্তার সমুদ্র, চারদিকে পর্বত-প্রমাণ ঢেউ, তার মধ্যে একটা ছোট্ট নৌকায় আমরা তিনজন যাত্রী। এক একটা ঢেউ আসে, আর আমাদের নৌকায় জল ওঠে। আমি সারাক্ষণ জল সেচা নিয়েই ব্যস্ত রইলাম। জ্যাক্ হাল ধরে রইল, পিটারকিন্ পাল-মাস্তুল সামলাতে লাগল। জ্যাকের কথায় ইতিমধ্যেই আবার পাল খাটান হয়েছিল।

দিশেহারা আমরা নিরুদ্দেশের পথে ভেসে চলছি, এমন সময় জ্যাক্ আমাদের একটু আশার বাণী শোনাল। বলল, "মনে হচ্ছে সামনেই একটা ছোট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।"

কাছে যেতে দেখি সেটা ঠিক দ্বীপ নয়, ছোট একটা প্রবালের পাহাড়। তাতে কোন গাছপালা নেই। আর এত নীচু যে, জোয়ারের সময় জলের নীচে ডুবে যায়। এখনও সমুদ্রের ঢেউয়ে সমস্ত পাহাড়টাই এক একবার সম্পূর্ণ ভেসে যাচ্ছে। এই পাহাড়ে আশ্রয় নিলে আমাদের লাভ ত হবেই না, শুধু নৌকাটিই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় কি করা যাবে, আমি তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি বটে জ্যাকের। সে পিটারকিন্‌কে পালটা আরও একটু টেনে ধরতে বলল। সাথে সাথেই নৌকাটা কাত হয়ে গেল,

www.BanglaBook.org

নৌকায় বেশ এক ঝলক জলও উঠল। আমি ভাবলাম, এই বুঝি সবাই শেষ হলাম।

পালের জোরে নৌকাটি তীরবেগে পাশ কাটিয়ে পাহাড়টার উলটাদিকে চলে গেল। সেখানে ঢেউয়ের প্রকোপ খুবই কম। জ্যাকের নির্দেশে পালটা গুটিয়ে ফেলে আমি আর পিটারকিন্ দাঁড় হাতে নিলাম। জ্যাক্ নৌকাটাকে একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আপাততঃ জীবনরক্ষা হল বটে কিন্তু আমাদের তখন কি অবস্থা! সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে একেবারে চুবচুবে। যে জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়েছি, তার পরিধি বারো গজের বেশী নয়। উপরে ছোট্ট একটা গুহা। পাহাড়টার বাকী জায়গাটার উপর দিয়ে তখনও ঢেউয়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমরা নৌকাটাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে রেখে, তাড়াতাড়ি সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম।

এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জামা-কাপড়ের জলটা নিংড়ে ফেললাম। তারপর সাথে যে খাবার ছিল, তার সদ্ব্যবহারে মন দিলাম। সে রাত এবং তারপর আরও তিন দিন তিন রাত যে আমাদের কিভাবে কাটল, সে আমরাই জানি। আকাশে মেঘের গর্জন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক, আর অবিশ্রাম সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ। এক এক সময় মনে হত, সমস্ত পাহাড়টাই বুঝি সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাবে, আর আমাদেরও হবে নিরুপায় সলিল-সমাধি।

যাহোক, চতুর্থ দিনে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, রোদের আভা দেখা দিল, সমুদ্রও শান্তরূপ ধারণ করল। আশায় বুক বেঁধে আমরা আবার নৌকায় উঠলাম। পাল খাটাতে না পারায় আমরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম। শেষে হাওয়া উঠলে পাল খাটিয়ে দিলাম। পালের জোরে নৌকা বেশ ছুটেই চলল। পেঙ্গুইন দ্বীপ এবং আমাদের সেই ছোট দ্বীপটি—যেখানে যাওয়ার মুখেই আমরা ঝড়ে পড়েছিলাম—সব ফেলে আমরা প্রবাল দ্বীপ অভিমুখে চললাম।

আমরা যখন আবার আমাদের আস্তানায় এসে পৌঁছলাম,

www.BanglaBook.org

তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মাথার উপর চাঁদ এবং তারার মেলা। আমরা আস্তানায় ঢুকতেই পিটারকিনের পুসি বিড়ালটি 'মিউ মিউ ম্যাঁও ম্যাঁও' করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

॥ ১৮ ॥

এর পর মাসকয়েক আমাদের বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতেই কাটল। আমরা লেগুনে মাছ ধরতে যেতাম, বনে শিকার করতাম, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতাম। অবশ্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেই পিটারকিন্ বলত, পাহাড় চড়ার আনন্দ নয়, সমুদ্রে কোন জাহাজ দেখা যায় কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আমরা পিটারকিনের এই বিদ্রূপে বড় একটা কান দিতাম না। কেননা এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার আমাদের কারও কোন ইচ্ছা ছিল না।

তাছাড়া দ্বীপের আবহাওয়াটাও ছিল চমৎকার। সারা বছরই যেন বসন্ত বিরাজ করত। গাছে গাছে অপর্যাপ্ত ফল ফলত। নারকেলের ত অভাবই নেই। শুয়োর এবং নানা রকমের হাঁসেরও অভাব ছিল না। কাজেই খাওয়ার ভাবনাও ছিল না।

যে সব কাপড়চোপড় নিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, সেগুলি ক্রমেই জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই নারিকেল গাছের আঁশ দিয়ে আমরা আমাদের জন্য এক এক প্রস্থ পোশাক তৈরী করলাম। পিটারকিন্ সেই ধাড়ী শুয়োরের চামড়া দিয়ে তিন জোড়া জুতা তৈরী করল। আমাদের তৈরী পোশাক বা জুতা কোনটাই দেখতে তেমন সুদৃশ্য না হলেও কাজ চলার মত হল। আমরা একটা নূতন আস্তানা তৈরী করব কিনা, এক একবার তাও ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সংকল্প ত্যাগ করলাম। ভেবে দেখলাম, যেখানে আছি, সেটাও মন্দ নয়।

পরিত্যক্ত কুটীরটিতে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে পুরানো পিস্তলটি

www.BanglaBook.org

পেয়েছিলাম, পিটারকিন্ প্রায়ই সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করত, আর বলত, কিছু গুলি বারুদ পেলে শুয়োর শিকার খুব সহজ হত। তবে এ বিষয়ে যে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছিল, তাও নয়। কেননা তীর ধনুক এবং গুল্‌তি চালনায় জ্যাক্ এবং আমি ইতিমধ্যে বেশ ওস্তাদই হয়ে উঠেছি। পিটারকিন্‌ও এই কয়মাসে মোটামুটি ভাল সাঁতারই শিখেছে। অবশ্য ডুব সাঁতারে তেমন দক্ষতা না থাকায় সে আমাদের সাথে মণি-গুহায় যেতে পারত না। আমাদের মুখে তার গল্প শুনেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

এভাবে বেশ আনন্দেই আমাদের দিন কাটছে, এমন সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক মারাত্মক ঘটনা ঘটল। জ্যাক্ এবং আমি একদিন পাহাড়ের উপর বসে আছি এবং পিটারকিন্ তার ভিজে কাপড় চোপড় নিংড়াচ্ছে, এমন সময় দূরে সমুদ্রের বুকে দুইটি কালো কালো জিনিস দেখা গেল। মনে হল, তারা এদিকেই আসছে।

"জ্যাক্, ও দুটো কি দেখা যাচ্ছে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জ্যাকের পরিবর্তে পিটারকিন্‌ই উত্তর দিল। বলল, দুটো কালো কালো তিমি বোধ হয়। না, না দুটো নৌকা বলে মনে হচ্ছে।"

নৌকার নাম শুনেই আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাহলে এত দিন বাদে আবার মানুষের মুখ দেখা যাবে।

জ্যাক্ একদৃষ্টে ওদিকেই চেয়েছিল। বলল, "পিটারকিনের অনুমানই ঠিক। নৌকাই বটে, তবে এদেশী ক্যানো।"

জ্যাক্ যে ইতিমধ্যেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, তা তার মুখ দেখেই বুঝা গেল। তার কথায়ও তা প্রকাশ পেল। সে বলল, "দক্ষিণ সাগরের এই দ্বীপগুলির অধিবাসীরা হিংস্র নরখাদক। বিদেশীরা তাদের হাত থেকে বড় একটা রেহাই পায় না। তারা যদি এ দ্বীপে এসেই নামে, তবে তার আগেই আমাদের লুকিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমরা তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলাম। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে আমরা কি করে আত্মরক্ষা করব, এ কথা বলতেই জ্যাক্ ভরসা দিয়ে বলল, "সে চিন্তা করে লাভ নেই। আমাদের লাঠিসোটা যা আছে, তা দিয়েই দরকার হলে ওদের সাথে লড়তে হবে।"

পিটারকিন্ তার নিজের খেয়ালে নানা মাপের অনেকগুলি লাঠিই বানিয়ে রেখেছিল। আমরা তার থেকে পছন্দমত তিনটা মোটা লাঠি বেছে নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। সেখান থেকে ক্যানো দুটির গতিবিধি আমরা দেখতে পারি, অথচ আমাদের দেখতে পাওয়া যায় না।

ক্যানো দুইটি প্রথমে এসে লেগুনে ঢুকল, তারপর তীরের দিকে এগুতে লাগল। প্রথম ক্যানোটিতে স্ত্রী পুরুষ শিশু মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ জন হবে। পেছনের ক্যানোটিতে শুধু পুরুষ। তাদের সংখ্যাও প্রায় চল্লিশ। তবে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বেশী। দেখলেই মনে হয় তারা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত। দুইটি ক্যানোরই বিদ্যুৎ-গতি। পেছনেরটি আগেরটিকে ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিষ্ফল হল। প্রথম ক্যানোটি তীরে এসে ভিড়তেই আরোহীরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। তিনটি স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে দুইটির কোলে আবার শিশু, তারা গিয়ে নিকটবর্তী ঝোপে আশ্রয় নিল। পুরুষরা লাঠি, বল্লম, আর বড় বড় পাথর হাতে দ্বিতীয় ক্যানোটিকে আক্রমণ করবার জন্য তৈরী হয়ে রইল। দ্বিতীয় ক্যানোর আরোহীরাও বেপরোয়া, ভয় ডরের লেশও তাদের মধ্যে দেখা গেল না। তারা প্রথম আরোহীদের রণং দেহি ভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তীরের দিকে এগুতে লাগল। কাছাকাছি আসতেই প্রথম ক্যানোর আরোহীরা তাদের উপর পাথর ছুঁড়তে লাগল। তাই দেখে দ্বিতীয় ক্যানোর আরোহীরা তাদের ক্যানো তীরে ভিড়বার অপেক্ষা না করে জলেই লাফিয়ে পড়ল, এবং প্রথম ক্যানোর আরোহীদের দিকে এগিয়ে এল।

তারপর দুই দলের মধ্যে যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল, তা বর্ণনাতীত! প্রত্যেকের হাতেই গদার মত নানা আকারের লাঠি, তাই দিয়ে এক

www.BanglaBook.org

পক্ষ আর এক পক্ষের মাথা ফাটাচ্ছে। তারা অধিকাংশই উলঙ্গ, কাজেই যুদ্ধের উত্তেজনায় তারা যখন নাচতে কুঁদতে লাগল, তখন তাদের নররূপী রাক্ষস বলে মনে হল। আক্রমণকারী দলের যে নেতা, তার বিরাট দেহ, মাথায় লম্বা কোঁকড়ান চুল, রং কয়লার মত কালো। তার সারা শরীরে উল্কি, মুখটা লাল আর সাদা রঙে চিত্রিত। অপর পক্ষের দলপতিও এরই মত বিরাট-দেহ ও শক্তিমান্। হঠাৎ প্রথম দলের নেতা দ্বিতীয় দলের নেতাকে আক্রমণ করে বসল। দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল; কাজেই দুই নেতার হুহুংকার, দাপাদাপি আর লাঠি-বাজিতে যুদ্ধস্থল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দ্বিতীয় পক্ষের নেতা যখন প্রথম পক্ষের নেতার লাঠির ঘায়ে প্রায় কাবু হবার জো, তখন দলপতির বিপদ দেখে তার দলের একজন অপর পক্ষের দলপতির মাথায় এমন জোরে পাথর ছুঁড়ে মারল যে, তাতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এতে যুদ্ধের গতি একবারে পালটে গেল। দলপতির এই শোচনীয় পরিণতিতে এ পক্ষ পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিফল হল। দলের যে পনের জন জীবিত ছিল, তাদের সকলকেই ধরে হাত পা বেঁধে ঝোপের আড়ালে রাখা হল। জয়ী দলের মধ্যেও বারো জন মারা পড়ল, আটাশ জন রেহাই পেল। তাদের মধ্যে দুইজন ছুটল বনের দিকে বিজিত দলের পলাতক নারী ও শিশুদের সন্ধানে। আর একজন বনের মধ্যে গিয়ে এক বোঝা শুকনা কাঠ নিয়ে এল। তা দিয়ে আগুন জ্বালা হলে আবার দুইজন লোক ঝোপ থেকে হাত পা বাঁধা একজন বন্দীকে নিয়ে এল। আমার মনে হল, একে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারাই এদের মতলব। সত্যিই তাই। তারা তাকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে যেতেই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমার লাঠিটা হাতে নিয়ে এই নৃশংস কাজে বাধা দেব স্থির করতেই জ্যাক্ আমাকে হাত ধরে নিরস্ত করল। পরমুহূর্তেই দেখি একজন লোক তার হাতের লাঠিটা দিয়ে বন্দীর মাথাটা একবারে চুরমার করে দিয়ে তার রক্তাক্ত মৃতদেহটা

www.BanglaBook.org

আগুনে ফেলে দিল। সেটা আগুনে ঝলসে যেতেই তারা তাকে তুলে এনে টুকরা টুকরা করে খেতে শুরু করল।

হঠাৎ ঝোপের দিকে করুণ আর্তনাদ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই আগের দুইটি লোক টানতে টানতে পলাতকা স্ত্রীলোক তিনটি আর তাদের কোলের শিশু দুইটিকে নিয়ে এল। একটি স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। তার চেহারা অনেকটা তার সঙ্গীদেরই মত, নাকটা চেপটা, ঠোঁটটি পুরু, তবুও তার গায়ের রং খানিকটা ফরসা, তার চালচলনও অনেকটা মার্জিত! আমাদের মনে হল, সে বোধ হয় অন্য গোষ্ঠীর। তাদের তিনজনের পরনেই খাটো কাপড়, কাঁধের উপর এক ফালি ন্যাকড়া। তাদের মাথার চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত এবং খুবই ছোট করে ছাঁটা। অনেকটা ছেলেদের চুলের মত।

এদের ভাগ্যে কি আছে, তা দেখবার জন্য আমরা যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, তখন হঠাৎ দলপতি একটি স্ত্রীলোকের কোলের শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল। নিরুপায় মা বাধা দিবারও অবসর পেল না। ঢেউয়ের দোলা শিশুটিকে সঙ্গে সঙ্গেই তীরে নিয়ে এল। তখনও সে জীবিতই আছে দেখা গেল।

এবার সেই অল্পবয়স্কা মেয়েটির পালা। দলপতি তাকে কি বলল, বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি তার কোন জবাবই দিল না। দলপতির আদেশে একেও আগুনে ফেলবার আয়োজন করতেই জ্যাক্ বলল, "পিটারকিন্, তোমার ছুরিটা আছে কি?"

"আছে।"

"তাহলে এক কাজ করো। ছুরিটা নিয়ে তুমি আর র‍্যালফ্ ছুটে গিয়ে সব কয়টি বন্দীদের বাঁধন কেটে দাও। চট্‌পট্ চলে যাও। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়!" এই বলে জ্যাক্ একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে এক লাফে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল।

মেয়েটির মাথা ফাটাবার জন্য একটি লোক তখন তার হাতের লাঠি মাথার উপর তুলেছে, এমন সময় জ্যাক্ বাঘের মত তার উপর গিয়ে পড়ল এবং এক আঘাতেই একেবারে শেষ করে দিল। তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে দলপতির দিকে এগিয়ে গেল। জ্যাকের হাতের লাঠি যদি তার মাথায় পড়ত, তাহলে তাকে আর বেঁচে থাকতে হত না। কিন্তু সেও বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে এক পাশে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল। সাথে সাথে জ্যাকের মাথায় মারবার জন্য তার লাঠিটি তুলে ধরল। এবার জ্যাকের আত্মরক্ষার পালা।

জ্যাকের ভাগ্য ভাল যে, দলপতির লোকেরা এ ব্যাপারে শুধু দর্শকের ভূমিকা নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই যুদ্ধে জ্যাকের পরাজয় অবধারিত। তা না হলে জ্যাকের আর রক্ষা ছিল না।

প্রতিদ্বন্দ্বীর লাঠি তার মাথায় পড়বার আগেই জ্যাক তার লাঠিটি সজোরে তার শত্রুর মুখের উপর মেরে বসল। মারটি এমন জোর হয়েছিল যে, দলপতির দুচোখ ছিট্‌কে বেরিয়ে এল, বেচারা তার বিশাল দেহ নিয়ে কলাগাছের মত ভূপতিত হল। এবার তার অনুচরেরা জ্যাক্‌কে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত লাঠি। সবারই লক্ষ্য জ্যাকের মাথা।

কিন্তু ততক্ষণে অপর দলের যে সব বন্দীদের আমরা বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছি, তারা হৈ হৈ করে এসে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে শত্রুদের দমাদম পিটাতে শুরু করল। জ্যাক্‌ও বেপরোয়া তার হাতের লাঠি চালাচ্ছে। আমরাও এসে তার সাথে যোগ দিয়েছি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শত্রুপক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। দলপতিসহ কয়েকজন প্রাণ হারাল। বাকী যারা বেঁচে রইল, এবার তাদের হাত পা বাঁধা হল।

BanglaBook.org

॥ ১৯ ॥

যুদ্ধ শেষ হলে বুনোর দল আমাদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের চোখে বিস্ময়, মুখে হাজার রকম প্রশ্ন। তার একবর্ণও আমাদের বোধগম্য হল না, কাজেই উত্তরও দিতে পারলাম না।

www.BanglaBook.org

জ্যাক্ তখন দলপতির সাথে করমর্দন করল। সে বেচারী ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। এই করমর্দন যে বন্ধুতার ইঙ্গিত, এটা বুঝতে পেরে দলের সকলেই আমাদের তিনজনের সাথেই করমর্দন শুরু করল।

এবার জ্যাক্ সেই তরুণী মেয়েটির কাছে গেল। এতক্ষণ সে নিঃস্পন্দ হয়ে এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাক্ তাকে দলপতির কাছে যেতে ইঙ্গিত করে নিজেও তার কাছে যাবে, এমন সময় তার নজরে পড়ল সেই মাতৃ-ক্রোড়-বিচ্ছিন্ন শিশুটি বালির উপর শুয়ে কাঁদছে। জ্যাক্ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে শিশুটিকে তুলে এনে মায়ের কোলের কাছে রাখল।

শিশুটির মা এতক্ষণ অচেতন হয়ে পড়েছিল। সন্তানের স্পর্শ পেতেই সে চোখ মেলে চাইল। তার চোখে তখন আনন্দের অশ্রু।

জ্যাক্ তখন দলপতির হাত ধরে আমাদের আস্তানার দিকে চলল এবং নারী পুরুষ আর সকলকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এবং পিটারকিন্‌কে নির্দেশ দিয়ে গেল।

বুনোরা সবাই এসে আমাদের আস্তানার সামনে বসল। আমরা তাদের নানারকম খাবার খেতে দিলাম—শুয়োরের মাংস, হাঁসের রোস্ট, নানারকমের মাছ, রুটি ফল, 'তারো', আলু, কুল। তারা বেশ পেট পুরে খেল। তাদের খাওয়া দেখে বুঝতে পারলাম, তারাও এসব খাবারে বেশ অভ্যস্ত।

সারাদিনের এই হইচই-এ আমাদের তিনজনই খুব শ্রান্ত হয়েছিলাম। তাই খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই শুয়ে পড়লাম। বুনোরাও আমাদের দেখাদেখি সেই খোলা আকাশের নীচেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে নিজেরাও খেলাম, বুনোদেরও খেতে দিলাম। খেতে খেতে আমরা ইঙ্গিতে তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। তখন জ্যাক্ একটা বুদ্ধি বার করল। সে তার বুকের উপর হাত রেখে বেশ পরিষ্কার করে বলল—জ্যাক্। আমার এবং পিটারকিনের বুকেও হাত রেখে আমাদের নাম বলল। বার তিনেক এরকম করার পরে সে দলপতির বুকে হাত রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দলপতি জ্যাকের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বলল,—"তারারো।" বুঝা গেল, তার নাম তারারো। তারপর জ্যাক্ সেই তরুণীটিকে দেখিয়ে দিতেই দলপতি বলল—"আভাতিয়া।" তারপর আঙ্গুল দিয়ে সূর্যকে দেখিয়ে সেদিকে মিনিট দুই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জ্যাক্ এর অর্থ বুঝতে না পেরে বিহ্বল দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল। পিটারকিন্ তাই দেখে বলে উঠল, "দলপতি বোধ হয় বলতে চায়, আভাতিয়া একটি স্বর্গভ্রষ্ট অপ্সরা। ভুলে এই দ্বীপে এসে জন্ম নিয়েছে।"

জ্যাক্ পিটারকিনের এই রসিকতায় কান না দিয়ে আভাতিয়ার কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকতেই সেও হেসে প্রথমে বুকে হাত রাখল, তারপর তারারোরই মতই সূর্যের দিকে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝা গেল না।

তারপর তিন চার দিন বুনোরা তাদের ক্যানো মেরামতে ব্যস্ত রইল। বুনোদের এই ক্যানো এক অদ্ভুত ধরনের নৌকা। লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট। চওড়া খুবই কম। গলুই এবং পাছা দুইই খুব উঁচু। খুব তাড়াতাড়ি চলে, আর এমন কায়দায় তৈরী যে সহজে উল্টায় না বা জলে ডুবে না।

ক্যানো মেরামত হলে পর বুনোরা তাদের বন্দীদের তাতে তুলল। আমরা তাদের নানারকম খাদ্যদ্রব্য এবং আমাদের পুরানো কুড়ালটা উপহার দিলাম। তাছাড়া আমরা এক টুকরো কাঠে আমাদের নাম লিখে তা এবং একটা ছোট দড়ি দলপতিকে উপহার দিলাম। দলপতি সেটা সসম্মানে তার গলায় ঝুলিয়ে নিল।

তারপর অনেক রকম আকার ইঙ্গিত করে আমাদের কি বলতে চাইল। অনেক চেষ্টার পর বুঝতে পারলাম যে, তারা তাদের দ্বীপে

www.BanglaBook.org

যাবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমরাও ইঙ্গিতে জানালাম, আপাততঃ তা সম্ভব নয়।

ক্যানোতে উঠবার আগে আমরা দলপতির সাথে করমর্দন করলাম। ভাবলাম এবার তারা বিদায় নেবে। কিন্তু দলপতি এসে প্রথমে জ্যাকের, পরে আমার ও পিটারকিনের সাথে নাক ঘষাঘষি করল। তাই দেখে দলের সবাই একে একে এসে আমাদের তিনজনের নাকে তাদের নাক ঘষল।

সবশেষে এল আভাতিয়া। সেও এসে আমাদের তিন জনের নাকের সাথে তার নাক ঘষল। আমাদের এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল।

তারপর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সমস্ত বুনোদের নিয়ে ক্যানোটি আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

॥ ২০ ॥

বুনোরা চলে যাবার পর আমরা তাদের নিয়ে অনেকদিন অনেক আলোচনা করেছি। তারপর সময়ের সাথে সাথে সে আলোচনায় স্বভাবতঃই ভাটা পড়ল। শেষে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে রইল।

একদিন আমরা মাছ ধরতে যাব বলে স্থির করলাম। শুয়োরের মাংস আর হাঁসের রোস্ট খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি হয়ে গেছিল। সকলেরই মত, মুখ একটু বদলান দরকার।

আমি আর জ্যাক্ পাহাড়ের নীচে বসে উঁকি মেরে চারদিক দেখছি। পিটারকিন্ উপরে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। হঠাৎ সে লাফ নিয়ে নীচে নেমে আমাদের বলল, "দূরে সমুদ্রের বুকে আমি একটা পাল দেখতে পাচ্ছি। দেখবে এসো।"

গিয়ে দেখি শুধু পালই নয়, জাহাজটাও দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টা-

www.BanglaBook.org

খানেকের মধ্যেই জাহাজটা প্রবাল-প্রাচীরের কাছে এসে পাল নামিয়ে দিল। আমাদের তখনকার মনের অবস্থা বলবার নয়। পাছে জাহাজটি আমাদের দেখতে না পায়, সেই আশঙ্কায় আমরা পাহাড়ের উপর থেকে প্রাণপণে আমাদের জামা কাপড় উড়াতে লাগলাম। তার ফল ফলল বলেই মনে হল। জাহাজ থেকে একটা নৌকা নামান হল, এবং তীরে আসবার জন্য জাহাজে এক ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল।

হঠাৎ জাহাজের মাস্তুলে একটা কাল নিশান উঠল। তাতে দু'টা হাড় একটা মড়ার মাথা আঁকা। ভয়ে আতঙ্কে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জ্যাক্ বলল, "এ যে দেখছি, বোম্বেটে জাহাজ।"

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই একটা সাদা ধোঁয়া দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামানের আওয়াজ। কামানের গোলাটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে, কয়েকটা নারকেল গাছ উপড়ে দিয়ে পাহাড়ে এসে লাগল। সেখানকার পাথরও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে পিটারকিন্ বলল, "নিজেদের বাঁচাবার জন্য এখন কি করা যায়, বল দেখি। ওই দেখ, ওদের নৌকাটা এদিকেই আসছে। তারা যদি এ দ্বীপে নেমে আমাদের দেখতে পায়, তবে ধরে নিয়ে গিয়ে হয় হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়ে দেবে, নয়ত তাদের মত বোম্বেটে জীবনযাপনে বাধ্য করবে।"

আমি কোন জবাব না দিয়ে জ্যাকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সেও খানিকক্ষণ চুপ করেই রইল। তারপর বলল, "এই বোম্বেটেদের যদি আমাদের ধরার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তারা সারা দ্বীপটাই তচ্‌নচ্ করে বেড়াবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোনরকমে মণি-গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া।"

এই বলে সে আমাদের পাহাড়ের এক নিভৃত কোণে নিয়ে গেল। আমরা দেখলাম, নৌকায় যারা আছে, তারা সবাই সশস্ত্র। আর নৌকাটাও প্রায় তীরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। একটু

www.BanglaBook.org

বাদেই তারা তীরে নামল এবং আমাদের আস্তানার দিকে রওনা হল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা নৌকায় ফিরে এল। একজনের হাতে আমাদের আদরের পুসি বিড়াল। তারা সমুদ্রের ধারে এসে বিড়ালটার লেজ ধরে তাকে জলে ছুঁড়ে দিল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতে লাগল।

এই কাণ্ড দেখে জ্যাক্ বলল, "আমরা ধরা পড়লে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে, এ থেকেই বুঝতে পার। যারা একটা অসহায় বিড়ালকে খেলাচ্ছলে এমন অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে, তাদের কাছে আমাদের জীবনের দামই বা কতটুকু! কাজেই মণি-গুহায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য গতি নেই।"

"মণি-গুহায় যাওয়া! তাহলে আমার বাঁচার কোন আশাই নেই। ডুব সাঁতারে সেখানে পৌঁছবার মত দক্ষতা আমার নেই, তা তোমরা জান।"—পিটারকিন্ হতাশার সুরে বলল।

"যদি আমার উপর ভরসা রাখতে পার, তাহলে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"—আমি বললাম।

আমরা দেখলাম জলদস্যুর দল এবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জ্যাক্ তাই বলল, "পিটারকিন্, তুমি মন স্থির করে বল, আমাদের সঙ্গে মণি-গুহায় যাবে, না আমরা তোমার সাথে মৃত্যুবরণ করব।"

"জ্যাক্ তুমি আর র‍্যালফ্ মণি-গুহায় গিয়ে লুকাও। আমার কথা ভেবো না! ওরা আমাকে মারতে নাও পারে।"

"তা হতে পারে না। মরতে হয় তিনজনেই মরব। এসো তবে লাঠি হাতে সবাই তৈরী হই। শেষ পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব! তারপর মরতে হয় মরব।"—জ্যাক্ দৃঢ়স্বরে বলল।

"আমাদের তবে মৃত্যুই বরণ করতে হবে। কারণ তারা পাঁচ জন। তাছাড়া তারা সবাই সশস্ত্র।"—আমি উত্তর দিলাম।

তখন পিটারকিন্ করুণ কণ্ঠে বলল, আমার জন্য তোমরা দুজনেও প্রাণ দিবে, এটা একটা কথাই নয়। চল মণি-গুহায়ই আশ্রয় নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলদস্যুরা পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছতেই আমরা পিটারকিন্‌কে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে সম্পূর্ণভাবেই আমাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সুড়ঙ্গপথে মণি-গুহায় এসে উপস্থিত হলাম। ইতিপূর্বে আমরা এখানে যে মশাল ও শুকনা কাঠ রেখে গিয়েছিলাম, দেখা গেল তা ঠিকই আছে। কাজেই আলো জ্বালতে আমাদের কোন অসুবিধা হল না।

মশালের আলোয় গুহার ঐশ্বর্য দেখে পিটারকিন্ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

মশাল ছাড়াও আমরা গুহায় কিছু খাবার জিনিস ও নারকেলের আঁশের তৈরী কাপড় রেখে গিয়েছিলাম। দেখা গেল, রুটিফলগুলি পচে গেছে। আর সব খাবার ঠিকই আছে। কাপড়গুলিও শুকনাই আছে।

"বোম্বেটেরা যদি এখানেই বসবাস করা স্থির করে, তবে আমাদের ত এই গুহার মধ্যেই মরতে হবে।"—পিটারকিন্ বলল।

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এরা ডাঙ্গায় বেশী দিন থাকে না। সমুদ্রই এদের ঘরবাড়ি। এখানে বড়জোর দু'দিন থাকতে পারে। আমাদের এখানে যা খাবার আছে, তাতে অনায়াসেই এ দুদিন কাটানো যাবে।" জ্যাক্ জবাবে বলল।

আমাদের সকলেরই বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। কাজেই আর সময় নষ্ট না করে খেতে বসলাম। খেতে খেতে ফিসফিস করে কথাবার্তাও চলতে লাগল। তারপর যখন বাইরের আলোর ঝিলিক স্তিমিত হয়ে এল, তখন বুঝলাম, রাত হয়ে আসছে। আমরা মশাল নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গার পর বুঝতে পারলাম না কতখানি বেলা হয়েছে। কারণ গুহা-মুখ দিয়ে বাইরে যেটুকু আলো আসে, তা খুবই অস্পষ্ট। তাই জ্যাক্ প্রস্তাব করল, গুহা থেকে বাইরে গিয়ে সে চারিদিকটা একবার দেখে আসবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "না, জ্যাক্। তুমি বাইরে যেয়ো না।

www.BanglaBook.org

এইখানেই থাকো। এই ক'দিন তোমার শরীরের উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তাতে তোমার একটু বিশ্রাম দরকার। তুমি বিশ্রাম নাও, আর পিটারকিনের উপর নজর রেখো। আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি বোম্বেটেরা কি করছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি খুবই সাবধানে চলাফেরা করব, যাতে ওদের নজরে না পড়ি। আমার জন্য ভেবো না। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।"

"বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে। কাজেই খুব সতর্ক থেকো।" পিটারকিন্ আমাকে হুঁশিয়ার করে দিল।

"আমার জন্য মোটেই ভেবো না।"

"ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।"

মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উপরে ভেসে উঠলাম। চারিদিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি জল ছেড়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠলাম। জলদস্যুদের কাউকে দেখতে পেলাম না। অধিকন্তু তাদের জাহাজটি দূরে মাঝদরিয়ায় চলে যাচ্ছে দেখা গেল। তাই দেখে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। ভাবলাম, গুহায় ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের এই সুসংবাদটি দিই। পরমুহূর্তেই মনে হল, যে জাহাজটি চলে যাচ্ছে, সেটি সত্যিই বোম্বেটেদের জাহাজ কিনা, তা ভালো করে দেখা দরকার। এই ভেবে আমি একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। যখন দেখলাম, সেটা সত্যিই জলদস্যুদের জাহাজ, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "যাক্, বাঁচা গেল। শয়তানরা ভেগেছে। তাদের বেশ ফাঁকি দেওয়া গেছে।"

"তাই নাকি!" পিছন থেকে কে যেন কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল। সাথে সাথে আমার কাঁধে তার হাত সাঁড়াশির মত চেপে বসল। আতঙ্কে আমার সারা শরীর যেন হিম হয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

॥ ২১ ॥

পিছন ফিরে দেখি, লোকটা বিশাল-দেহ, ভীষণদর্শন। তবে মুখে বিদ্রূপের হাসি। লোকটি শ্বেতাঙ্গ—অর্থাৎ ইউরোপীয়ান। তবে রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। পরনে সাধারণ নাবিকের পোশাক, মাথায় গ্রীকদের মত টুপি, কোমরে দামী সিল্কের বেষ্টনী। তাতে দু জোড়া পিস্তল আর একটা ভোজালি গোঁজা। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি, মাথার চুলের মতই কোঁকড়ান।

সে দেঁতো হাসি হেসে বলল, "হারামজাদা, শয়তানদের ফাঁকি দেওয়ার আনন্দেই আছিস্? আনন্দটা বেশ ভালভাবেই টের পাবি। কুকুরের বাচ্চা, ওই দিকে তাকিয়ে দেখ্ দেখি।"

বলতে বলতে সে খুব জোরে শিস্ দিতেই, ওদিক থেকে তার জবাবও এল। প্রায় সাথে সাথেই বোম্বেটেদের নৌকাটি আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

সে তখন আমাকে হুকুম করল, "যা, ওখানে গিয়ে বেশ ভালো করে আগুন জ্বাল দেখি। আর শোন, পালাবার চেষ্টা করবি না। তাহলে, দেখছিস্ ত! এক গুলিতেই শেষ করে দেব।" এই বলে সে পিস্তলে হাত রাখল।

ঘটনাক্রমে আমার পকেটে একটা আতস কাচ ছিল। তার সাহায্যে বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ বড় করেই আগুন জ্বাললাম। তার ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠবার দু মিনিটের মধ্যেই কামানের আওয়াজ শোনা গেল। চেয়ে দেখি বোম্বেটেদের জাহাজটা আবার এ দিকেই ফিরে আসছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যই জাহাজটা চলে যাওয়ার ভান করেছিল।

নৌকাটা তীরে ভিড়তেই জলদস্যুরা তরতর করে পাহাড়ে উঠল এবং আমি যার হাতে ধরা পড়েছি, তাকে ক্যাপটেন বলে সম্বোধন করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের ফন্দিটার সাফল্যের জন্য নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি ও ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। জলদস্যুগুলির সকলেরই চেহারা হিংস্র, মুখ রুক্ষ দাড়ি-গোঁফে ভরতি, কপালে কুটিল ভ্রূকুটি। প্রত্যেকের সাথেই পিস্তল এবং ভোজালি। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও প্রায় তাদের ক্যাপটেনের মত।

তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল, "বাকী ছোঁড়াগুলি কোথায়? অন্তত তিনটে যে ছিল, এ বিষেয়ে ত কোন সন্দেহই নেই।"

"এই শুয়োরের বাচ্চা, কথা কানে যাচ্ছে? বাকী কুত্তাগুলি কোথায়?" ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল।

আমি আস্তে আস্তে জবাব দিলাম, "আমার সঙ্গীদের কথা বলছ? আমি তা বলব না।"

আমার কথা শুনে সবাই অট্টহাসি করে উঠল। ক্যাপটেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তার পর কোমর থেকে পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক করে বলল, "শোন্ ছোকরা, নষ্ট করবার মত বাজে সময় আমার নেই। তোর সঙ্গীদের কথা যা জানিস, সব খুলে না বললে এক্ষুণি তোর মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিব। বল্, তারা কোথায়?"

মুহূর্তের জন্য আমি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি তার মুখের উপর ঘৃষি তুলে বললাম, "শয়তান! ঘিলু উড়াবার ভয় দেখাচ্ছ? তাতে আর কতটুকু কষ্ট? নিমেষেই সব শেষ হয়ে যাবে। ডুবিয়ে মারলে তার চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভুগতে হবে। তুমি যদি এই পাহাড় থেকে সমুদ্রে ছুড়ে দাও আর জলে ডুবেই যদি মরতে হয়, তবু তোমার মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমার সঙ্গীদের সম্বন্ধে আমি একটি কথাও বলব না। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই করে দেখতে পারো।"

আমার কথা শুনে ক্যাপটেনের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, "বটে, এত বড় কথা! তোকে হাঙরের মুখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুড়ে ফেলবার আগে আচ্ছা করে শিক্ষা দিচ্ছি। বুড়ো আঙ্গুলে স্ক্রুর প্যাঁচ দেওয়া কাকে বলে, তা ত টের পাস্‌নি!" এই বলে একজন দস্যুকে বলল, "এটাকে নৌকায় নিয়ে তোল। তাড়াতাড়ি কর। হাওয়া বইতে শুরু করেছে।"

ক্যাপটেনের কথা মুখ থেকে খসতে না খসতেই জলদস্যুরা আমাকে চ্যাংদোলা করে নীচে নেমে গিয়ে নৌকার উপর ছুড়ে দিল। ফলে এমন আঘাত পেলাম যে, ব্যথার চোটে কতক্ষণ যেন অসাড় হয়ে রইলাম।

ব্যথাটা একটু কমতেই কনুইতে ভর করে উঠতে চেষ্টা করলাম। দেখি, প্রবাল দ্বীপকে পিছনে ফেলে নৌকাটা ক্রমেই জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজটা তেমন বড় নয়, অথচ এমন ভাবে তৈরি যে খুব দ্রুত চলতে পারে। মাত্র এইটুকু দেখেছি, এমন সময় একজন নাবিক এসে আমার পাঁজরে কষে লাথি মেরে আমাকে জাহাজে চড়তে বলল। একটু কষ্ট করেই জাহাজে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গেই নৌকাটাকেও জাহাজের ডেকে তোলা হল। জাহাজও অমনি নোঙর তুলে গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল।

আমি দেখে অবাক্ হলাম যে, জাহাজে কোন কামান বন্দুক নেই। দেখতেও বোম্বেটে জাহাজের মত নয়, দ্রুতগামী বাণিজ্যতরীর মত। জাহাজটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও দেখবার মত। জাহাজের প্রতিটি অংশ তকতকে ঝকঝকে। কোথাও একটু ময়লা বা নোংরা নেই। পালটি পর্যন্ত দুধের মত সাদা। নৌ-সেনা বাহিনীর জাহাজও বুঝি এমন সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্ন নয়।

জাহাজের নাবিকদের পোশাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি একই রকমের। কিন্তু এক একজনের টুপি এক এক রকম। কারো মাথায় সোলার টুপি, কারো টুপি কাপড়ের তৈরি, কারো লাল ফেজ। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। একমাত্র ক্যাপটেন ছাড়া জাহাজে কারো কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। ক্যাপটেনের কোমরেও শুধু একটা পিস্তল, আর একটা ভোজালি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ সব দেখছি আর প্রবাল দ্বীপে ফেলে আসা সঙ্গীদের কথা ভাবছি। তাদের কথা মনে হতেই আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ক্যাপটেন তা দেখে ঠাট্টার সুরে বলল, "কিরে ছোকরা! আবার কান্না শুরু হচ্ছে! আমার জাহাজে ছিচ্‌কাঁদুনের ঠাঁই নেই। শিগ্‌গির কান্না থামা, নইলে এমন ধোলাই দেব যে, কেঁদে কূল পাবিনে।" এই বলে সজোরে আমার কানটি মলে দিল। তারপর আবার বলল, "আমার ধারণা ছিল, তুই একটু শক্ত ধাতুতে গড়া। জেনে রাখবি, প্যানপ্যানানি আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তোর এই স্বভাব আমি শোধরাব, নইলে তোকে হাঙরের মুখে ফেলে দেব। বুঝলি? যা, এখন নীচে গিয়ে বসে থাক্। যখন ডাকব তখন উপরে আসবি।"

ক্যাপটেনের কথামত আমি নীচে নামবার পথে দেখি, একটা ছোট পিপের গায় পেনসিলে লেখা আছে—'বারুদ'। অমনি আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। জাহাজটা এখন বাতাসের বিপরীত মুখে যাচ্ছে। কাজেই পিপেটা যদি জলে ছুড়ে দিই, তাহলে ভাসতে ভাসতে হয়ত তা প্রবাল দ্বীপে গিয়ে পেঁছবে। বন্ধুদের কাছে পিস্তল আছে, বারুদটা পেলে তা কাজে লাগানো যাবে। এই ভেবে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পিপেটা সমুদ্রে ছুড়ে দিলাম।

সবাই হাঁ হাঁ করে আমার কাছে ছুটে এল। ক্যাপটেন আমার গালে থাপ্পর মারার উদ্দেশ্যে হাতটা তুলে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "পাজি ছোকরা, ওটা ফেলে দিলি কেন?"

আমিও সমান তেজে উত্তর দিলাম, "তুমি যদি তোমার হাত নামাও, তাহলেই বলব। নইলে এই আমি মুখ বন্ধ করলাম।"

ক্যাপটেন আমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে তার হাত নামিয়ে নিল। তার পর এক পা পিছিয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি তখন বললাম, "আমি পিপেটা এই ভেবে জলে ফেলে দিয়েছি যে, বাতাস আর ঢেউয়ের দোলায় সেটা প্রবাল দ্বীপে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্ধুদের কাছে গিয়ে পেঁছবে। আমার শুধু দুঃখ এই যে, পিপেটা তেমন বড় নয়। তা হলে বেশী বারুদ থাকত। আর শোন! এই মাত্র তুমি বলেছিলে যে, তোমার ধারণা ছিল যে আমি খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। কি ধাতুতে আমি তৈরি, সেটা কোনদিন ভাববার দরকার হয়নি। তবে এটা জেনে রাখো, আমি এমন ধাতুতে তৈরি যে শত চোখ-রাঙানিতেও আমাকে পোষ মানাতে পারবে না।"

আমার ধারণা ছিল, আমার কথায় ক্যাপটেন ক্ষেপে উঠবে। তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বরঞ্চ মুচকি হেসে সে উপরে উঠে গেল, আর আমি নীচে নেমে এলাম।

নীচে আসতেই সবাই আমার তারিফ শুরু করল। একজন বলল, "বাহাদুর ছেলে বটে! টিকে থাকলে ভবিষ্যতে আস্ত শয়তান হবে। ওই যে বিল্‌কে দেখছ, ও আগে তোমারই মত ছিল। এখন সেই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক খুনে।"

আর একজন বলল, "এতক্ষণ বকে বকে নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে গেছে! এক মগ বিয়ার খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও। তুমি বলেই ক্যাপটেনের হাত থেকে রেহাই পেলে। আমাদের কেউ এ রকম বেয়াদবি করলে আর আস্ত রাখত না।"

বিল্‌ আমার পাশেই চুপচাপ বসে ছিল। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত বটে, কিন্তু গায়ে পড়ে কোন ব্যাপারেই কোন কথা বলত না। অন্য সবার চাইতে তার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সে ক্যাপটেনের মতই লম্বা-চওড়া বিরাট পুরুষ, অথচ মুখে কোন কথা নেই!

আমি বসে বসে আমার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম। কখন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে, তাও টের পাইনি। এমন সময় ক্যাপটেন আমাকে ডেকে পাঠাল। বিল্‌ই আমাকে ক্যাপটেনের কেবিনের দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

আমি কেবিনে ঢুকতেই কেবিন-বয় দোরটা ভেজিয়ে দিল। কেবিনটা আকারে খুব বড় নয়। একটা রুপার বাতিদান উপর থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝুলছে। তার মৃদু আলোয় কেবিনটা আলোকিত। আসবাবপত্র খুব বেশী নেই, তবে এরই মধ্যে আরামের মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে। ক্যাপটেন একটা ছোট টুলে বসে প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র দেখছিল। আমি প্রবেশ করতেই সে টুল ছেড়ে একটা সোফায় বসে আমাকেও বসতে বলল।

আমি বসলে পর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি?"

আমি বললাম, "র‍্যালফ্ রোভার।"

"তুমি কোত্থেকে এসেছ? ওই দ্বীপেই বা কি করে এলে? তোমার ক'জন সঙ্গী ওই দ্বীপে আছে? সত্যি সত্যি বলবে। মিথ্যে বলো না।"

"মিথ্যে বলার আমার অভ্যেস নেই।"—আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

ক্যাপটেন বিদ্রূপের হাসি হেসে নীরবে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আমি তখন আমাদের আনুপূর্বিক সব ইতিহাস বললাম। শুধু মণিগুহার কথাটা গোপন করে গেলাম।

ক্যাপটেন আবারও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম।"

আমার কথার মধ্যে অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে, তা বুঝতে না পেরে আমি চুপ করেই রইলাম।

"আচ্ছা! এটা যে বোম্বেটে জাহাজ, তোমার এ ধারণা কিসে হল?"—ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল।

"তোমাদের ওই কালো পতাকা দেখে। তা ছাড়া তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছ, তাও একটা কারণ।"

আমার কথা শুনে ক্যাপটেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু মনের ভাব চেপে গিয়ে বলল, "ছোকরা, তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তোমার সাথে আমরা দুর্ব্যবহার করেছি, এটা ঠিকই। কিন্তু তুমিও আমাদের অনেক সময় নষ্ট করিয়েছ, আমাদের অনেক ভুগিয়েছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কালো পতাকা?—সেটা আমার নাবিকদের একটা তামাশা, যাতে দ্বীপের অধিবাসীরা ভয় পায়। আমি জলদস্যু নই, বোম্বেটেগিরি করা আমার স্বভাবও নয়। আমি একজন ব্যবসায়ী। আইনসংগত ভাবে ব্যবসায় করাই আমার পেশা। তবে আমি একটু দুর্ধর্ষ বটে। এই সমুদ্রে জলদস্যুদের যেমন উপদ্রব, উপকূলেও খুনী আর ডাকাতদের তেমনি উৎপাত। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে হলে একটু দুর্ধর্ষ না হয়ে উপায় নেই। ফিজি দ্বীপের সঙ্গে আমার চন্দন কাঠের ব্যবসা আছে। তুমি যদি ভালো ভাবে চলতে রাজী থাক, তবে তোমাকে আমি আমার ব্যবসার অংশীদার করে নিতে পারি। লাভের একটা অংশ তুমি পাবে। আমি একজন সাহসী অথচ সৎ ছেলের খোঁজে ছিলাম। তুমি যদি রাজী হও, তবে তোমাকে নিতে পারি। নামবে আমার সাথে চন্দন কাঠের ব্যবসায়?"

ক্যাপটেনের কথায় আমি অবাক্ হলাম। জাহাজটা যে বোম্বেটে জাহাজ নয়, এই জেনে অনেকটা আশ্বস্তও হলাম। কিন্তু ক্যাপটেনের প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, "তুমি যা বলছ, তা যদি সত্যি হয়, তবে আমাকে এভাবে দ্বীপ থেকে ধরে আনলে কেন? আমাকে এখনও কেন সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছ না?"

ক্যাপটেন আমার কথা শুনে একটু হেসে বলল, "রাগের ঝোঁকে তোমায় ধরে এনেছি। তোমাকে ফিরিয়ে দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমরা এত দূরে চলে এসেছি যে, এখন ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে শেষে বললাম, "তোমার প্রস্তাবে এই শর্তে রাজী আছি যে, কোন সুসভ্য দেশে এলেই তুমি আমায় তীরে নামিয়ে দেবে।"

ক্যাপটেনও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমার এখন নিশ্চিন্ত বোধ করার কথা। কিন্তু কেন জানি না, মনটা চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়েই রইল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ২২ ॥

তিন সপ্তাহ পরের কথা। আমাদের জাহাজের চারপাশে দলে দলে শুশুক ভাসছে ডুবছে। আমি কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে তাদের এই খেলা দেখছি। একটু দূরে বিল্ হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার তখন কিছু করবার না থাকায় সে আপন মনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে।

স্বল্পবাক্ সদা-বিমর্ষ বিল্ দলের আর সবার চাইতে যেন সব বিষয়েই পৃথক্। তবু তার সাথেই একটু নিবিড় ভাবে কথাবার্তার ইচ্ছা আমার মনে জাগত। আমার উপর ক্যাপটেনের খানিকটা পক্ষপাতিত্ব দেখে জাহাজের আর সবাই আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলত। বিল্ও তাই করত। কিন্তু শুধু আমার প্রতি নয়, সকলের প্রতিই তার একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। দু'একবার আমি তার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে প্রতিবারই হাঁ-না উত্তর দিয়েই আলাপের পথ বন্ধ করে দিত।

কাছে আর কেউ না থাকায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিল্! তুমি সব সময় এমন বিমর্ষ থাক কেন? কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তাও বলতে চাও না। এর মানে কি?"

মৃদু হেসে বিল্ উত্তর দিল, "আমার বলবার মত কোন কথাই নেই। তাই কথা বলি না।"

"ভারী অদ্ভুত কথা বলছ ত! তোমাকে ত স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়। চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাও তোমার আছে। কাজেই তোমার বলবার মত কোন না কোন কথা নিশ্চয়ই থাকা উচিত।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক। কথা হয়ত বলতে পারি, কিন্তু এখানে কার সাথে কথা বলব, বলেই বা লাভ কি হবে? এখানকার

www.BanglaBook.org

লোকেরা ত গালিগালাজ ছাড়া অন্য কোন কথাই জানে না। আমার তা ভাল লাগে না। তাই চুপ করেই থাকি।"

"তোমার কথা খুবই সত্যি, বিল্। তুমিও যদি ওদের মত শুধু গালিগালাজই করতে, তবে তোমাকে কথা বলবার জন্য আমি কোন অনুরোধই করতাম না। আমি ত গালিগালাজ করি না, কোন অভদ্র ভাষাও ব্যবহার করি না। তুমি ত অন্তত মাঝে মাঝে আমার সাথে কথা বলতে পার। জাহাজের এই একঘেয়ে জীবন আর ভালো লাগে না। কারো সঙ্গে দু'টা ভাল কথাও বলতে পারি না। অথচ এখানে আসবার আগে পর্যন্ত আমার সঙ্গীদের সাথে প্রাণ খুলে কত কথাই না বলেছি। তুমিও যদি মাঝে মাঝে একটু-আধটু মুখ খোল, আমার সাথে কথা বল, তবে বড় খুশী হই।"

বিল্ আমার কথা শুনে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার মনে হল, তার তামাটে মুখের উপর দিয়ে যেন একটা বিষাদের ছায়া খেলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "প্রাণ খুলে আলাপ কোথায় করেছ? ওই প্রবাল দ্বীপে?"

"হ্যাঁ, প্রবাল দ্বীপেই। আমার জীবনের কয়েক মাস সেখানে মহা আনন্দে কেটেছে।" এই বলে আমি আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করে জ্যাক ও পিটারকিনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

অভিভূতের মত সমস্ত কথা শুনে বিল্ বলল, "র‍্যালফ্, এ জাহাজ তোমার মত লোকের উপযুক্ত স্থান নয়।"

"তা তো নয়ই। এখানে আমি কারো কোন কাজেও আসছি না। এখানকার সঙ্গীদেরও আমার একদম ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় কি বল? কবে মুক্তি পাব, তারই দিন গুনছি।"

"মুক্তি?" বিলের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

"হাঁ, ক্যাপটেন বলেছে, এই অভিযান শেষ হলেই আমি মুক্তি পাব।"

"এই অভিযান শেষ হলে? এই অভিযান কি কোনদিন শেষ হবে? ক্যাপটেন তোমাকে কি বলেছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ক্যাপটেন বলেছে, সে জলদস্যু নয়। চন্দন-কাঠের ব্যবসায়ী। আমি যদি তার ব্যবসায়ে যোগ দেই, তবে আমাকেও লাভের একটা অংশ দেবে। তাছাড়া আমি যদি বলি, তবে সে আমাকে কোন সভ্য দেশে নামিয়েও দেবে।"

আমার কথা শুনে বিলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, "সে যে চন্দন-কাঠের ব্যবসা করে এটা সত্যি। কিন্তু তার এটা মিথ্যা কথা যে"—

তার কথাটা শেষ না হতেই জাহাজের চৌকিদার চেঁচিয়ে উঠল, "ওই একটা পাল দেখা যাচ্ছে।"

"কত দূরে?" বিল্ জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে সে হালে গিয়ে দাঁড়াল।

চৌকিদারের চিৎকারে সবাই দূর দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে জাহাজের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ততক্ষণে ক্যাপটেনও ডেকে নেমে এসেছে। এসেই দূরবীন দিয়ে দূরের জাহাজটিকে দেখে সব কটি পাল খাটাবার হুকুম দিল। নাবিকদের মধ্যে তখন মহাব্যস্ততা শুরু হল। তারা চটপট পাল খাটাতেই বিল্ আমাদের জাহাজটার মুখ অজানা জাহাজটার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের জাহাজ অজ্ঞাত জাহাজটির কাছাকাছি এসে গেল। দেখলাম সেটাও আমাদের মত একটি 'স্কুনার'—অর্থাৎ দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ। তার অগোছাল মাস্তুল ও পালের চেহারা দেখে মনে হল, সেটি একটি বাণিজ্যপোত। আমাদের দেখে নূতন জাহাজটি যে খুশী হয়নি, তা বুঝা গেল যখন সে আমাদের এড়িয়ে যাবার জন্য পিছন ফিরল। ক্যাপটেনের আদেশে তখন আমাদের জাহাজে বৃটিশ পতাকা উত্তোলন করা হল। কিন্তু তাতেও নূতন জাহাজটির দিক্ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় ক্যাপটেন কামান দাগতে আদেশ দিল। মুহূর্তের মধ্যে জাহাজটার খোল থেকে আংটার সাহায্যে একটা কামান উপরে তোলা হল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বারুদ পুরে কামানটি দাগা হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হল। অজ্ঞাত জাহাজটির চলা বন্ধ হল। তার পাল নামানো হল। আর দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজ তার একশো গজের মধ্যে এসে গেল।

ক্যাপটেন তখন নৌকা নামাতে আদেশ দিল। সে আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপালিত হল। ক্যাপটেন কয়েকজন সঙ্গীসহ নৌকায় উঠল। প্রত্যেকের সাথেই পিস্তল আর ভোজালি। ক্যাপটেন আমাকেও নৌকায় উঠতে বলল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা সেই জাহাজের ডেকের উপর উঠলাম।

জাহাজের লোকজন দেখে আমরা অবাক্ই হলাম। ভেবেছিলাম, এ জাহাজের লোকজন আমাদের মতই হবে। কিন্তু কার্যত ঠিক তার উলটা। জাহাজে সবসুদ্ধ পনর জন লোক। সকলেই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। সবাই আমাদের দেখে ভয়েই অস্থির।

লম্বা কোট পরা একজন লোককে লক্ষ্য করে আমাদের ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল, "এ জাহাজের ক্যাপটেন কে?"

লোকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কোন রকমে বলল, "আমিই ক্যাপটেন।"

"তুমিই ক্যাপটেন? কোত্থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? তোমাদের জাহাজে কি কি মালপত্র আছে?"

"আমরা আইতুতাকি দ্বীপ থেকে আসছি। বারোটোঙ্গা যাব। এটা মিশনারী জাহাজ—নাম অলিভ্ ব্রাঞ্চ। আমাদের মালপত্রের মধ্যে আছে দুই টন নারকেল, সত্তরটি শুয়োর, কুড়িটি বিড়াল এবং কয়েকটি বাইবেল।"

"তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ভারী আনন্দ হল। তোমাদের ধর্ম-প্রচার সফল হোক্। তুমি যদি আমাকে তোমার কেবিনে নিয়ে যাও, তবে তোমার সাথে নিরিবিলি কয়েকটা কথা বলি।" আমাদের ক্যাপটেন বলল।

মিশনারিটি ক্যাপটেনকে আদর করে তার কেবিনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে তাকে বলতে শুনলাম, "তোমরা যে ব্যবসায়ী তা জেনে খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশী হলাম। আমি তোমাদের জলদস্যু ভেবেছিলাম। তোমাদের জাহাজের মাস্তুলটার গড়ন বোম্বেটে জাহাজের মতন।"

কেবিনে দু'জনে কি কথাবার্তা হল জানি না। আধঘণ্টা পর দু'জনেই বেরিয়ে ডেকে এল। তারপর মিশনারির সাথে করমর্দন করে আমাদের ক্যাপটেন আমাদের নৌকায় উঠল। আমরাও উঠলাম। তারপর আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে এলাম। আর অলি্ভ ব্রাঞ্চ দূর সমুদ্রে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে বিল্‌কে একা পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কি সত্যিই বাণিজ্য-জাহাজ? চন্দন কাঠের ব্যবসাই এর কাজ?"

"হাঁ র‍্যালফ্, আমাদের ক্যাপটেন সত্যিই চন্দন-কাঠের ব্যবসা করে। আবার দস্যুবৃত্তিও করে। মাস্তুলের ওই মড়ার খুলি আঁকা কালো নিশানটা কেবল বুজরুকিই নয়।"

"তা হলে একে বাণিজ্য-জাহাজ বলছ কেন?"

"ব্যাপার কি জানো? যেখানে জুলুম চলে না, সেখানে সে ব্যবসা করে। আর যেখানে জোর-জবরদস্তি চলে, সেখানে সে তাই চালায়, আর তাতেই তার উৎসাহ বেশী।" তার পর গলার সুর একটু নামিয়ে আবার বলল, "এই জাহাজের উপর যে সব অমানুষিক আর নৃশংস কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে, তা যদি দেখতে, তা হলে এ জাহাজটা যে আসলে কি তা আর জিজ্ঞাসা করে জানতে হত না। তুমি নিজের চোখেই শীঘ্রই সব দেখতে পাবে। এই মিশনারিদের ক্যাপটেন যে পছন্দ করে, তার কারণ, তাদের সে নিজের কাজে লাগায়। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপবসীরা এমন দুর্ধর্ষ যে, এক মিশনারি ছাড়া আর কারো কথা তারা গ্রাহ্যই করে না।"

BanglaBook.org

॥ ২৩ ॥

বিলের কথা শুনে ত আমার চক্ষু চড়কগাছ!

মনে মনে স্থির করলাম, প্রথম সুযোগেই এখান থেকে পালিয়ে যে

www.BanglaBook.org

কোন দ্বীপে আশ্রয় নেব। আমার সংকল্পের কথা একদিন বিল্‌কেও বললাম। তার সাথে এ কয়দিনের কথাবার্তায় আমার এই ধারণাই হয়েছিল, সুযোগ পেলে সেও পালাবে।

আমার কথা শুনে সে বলল, "না র‍্যালফ্‌, ও কাজটি করতে যেয়ো না। আরও বিপদে পড়বে। যাকে বলে তপ্ত খোলা থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়া, তোমার সেই দশা হবে।"

"কেন বল ত? দ্বীপবাসীরা কি আমার সাথে অভদ্র ব্যবহার করবে?"

"শুধু অভদ্র ব্যবহার? তারা তোমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।"

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম, "খেয়ে ফেলবে! আমি ত শুনেছি, দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপবাসীরা শত্রু ছাড়া অন্য মানুষের মাংস খায় না।"

"এ বোধ হয় তোমার দেশের কোন কোমল-হৃদয় বন্ধুর মুখে শুনেছ। তারা যা পছন্দ করে না, তা বিশ্বাসও করতে চায় না। তাই ও কথা বলেছে। জেনে রাখো, ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা শুধু শত্রুর নয়, পরস্পরের মাংসও বেশ তৃপ্তি করেই খায়। অন্য মাংসের চেয়ে মানুষের মাংসই তারা বেশী ভালবাসে। তবে তারা শ্বেতাঙ্গদের মাংস তেমন পছন্দ করে না। এদের মাংস খেলে নাকি তাদের অসুখ করে।"

"তবে তুমি যে এক্ষুণি বললে, আমায় পেলেই তারা খেয়ে ফেলবে?"

"ঠিকই বলেছি। আমি ওদের মুখেই শুনেছি যে কালো মানুষের মাংসই তাদের বেশী প্রিয়। কিন্তু ক্ষুধার মুখে তাদের আর সাদা-কালোর বিচার থাকে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমায় পেলে তারা রেহাই দেবে না। আমি এ সব দ্বীপে বহুবার ব্যবসা উপলক্ষে গেছি, তাদের অনেকের সঙ্গে মিশেছি। দেখেছি, তারাও জলদস্যুদের চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। অবশ্য এ জন্য জলদস্যুরাও অনেকাংশে দায়ী। আমি একবার আমাদের এই জাহাজের ক্যাপটেনের মত আর এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবসায়ীর সাথে এসেছি। এক দ্বীপে তার সর্দারের সাথে আমাদের জাহাজেই ব্যবসায়ের কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু ক্যাপটেনের কথায় রাজী না হয়ে সর্দার যখন জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছে, তখন ক্যাপটেন গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে নোঙর তুলেই জাহাজ ভাসিয়ে দিল। যেতে যেতে আরও পাঁচ-ছয় জন দ্বীপবাসীকে অযথা খুন করে গেল, যাতে আর কোন ব্যবসায়ী এসে এ দ্বীপে সহজে ব্যবসা করতে না পারে। কাজেই এরা যে শ্বেতাঙ্গদের পেলে খাবে না, তার ভরসা কোথায়? তাছাড়া তাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে, জাহাজডুবি হয়ে যেই দ্বীপে উঠুক, তাকেই তারা খেয়ে ফেলে। একবার আমাদের চোখের ওপরই একটা জাহাজ ডুবে গেল। তার মাত্র তিন জন নাবিক রক্ষা পেল। তারা সাঁতরে দ্বীপে উঠতেই দ্বীপবাসীরা তাদের ধরে বনের দিকে নিয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে কি আছে জানতাম, কিন্তু আমরা সংখ্যায় অল্প ছিলাম বলে তাদের রক্ষার কোন চেষ্টাই করতে পারিনি। সে তিন জনকে আর ফিরে আসতে দেখিনি। কিন্তু সে রাত্রে দ্বীপবাসীদের বিকট উল্লাস আর নাচ-গানের শব্দ আমরা শুনেছি। পরদিন একজন ব্যবসায়ীর মুখে শুনতে পেলাম, অসভ্যরা তাদের পুড়িয়ে খেয়েছে। এদের মাংস খেয়ে নাকি তাদের শরীর খারাপ হয়েছে।"

এই বীভৎস কাহিনী শুনে একেবারে শিউরে উঠলাম। তাহলে এই নরক থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে আমি বিলের পরামর্শ চাইলাম। আশেপাশে কেউ কোথাও আছে কিনা ভাল করে দেখে বিল্ ফিসফিস করে আমায় বলল, "পালাবার দুই-তিনটি উপায় আছে। কিন্তু কোনটাই সহজ নয়। আমাদের জাহাজ যদি কোনসময় 'তাহিতি' দ্বীপের কাছাকাছি যায়, তাহলে আমরা সেখানে পালিয়ে যেতে পারি। কারণ সেখানকার অধিবাসীরা সবাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে হিংস্র স্বভাব বর্জন করেছে। তাদের বিশ্বাসও করা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে দ্বীপের কাছে গেলেই ক্যাপটেন সবার উপরই কড়া নজর রাখে। তার ধারণা দলের অন্তত দু-চারজন সুযোগ পেলেই

www.BanglaBook.org

পালাবার ধান্দায় আছে। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে যে রাতে আমাদের উপর পাহারার ভার থাকবে, সে রাতে নৌকা খুলে চুপি চুপি পালিয়ে যাওয়া, যাতে জাহাজের কেউ টের না পায়। কিন্তু তাতেও দ্বীপবাসী কালো আদমীদের হাতে ধরা পড়ার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। এভাবে পালানোটা আমি খুব সমীচীন মনে করি না। যাক্ এ নিয়ে তোমাতে আমাতে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন নীচে যাই। আমার উপর আজ পাহারার ভার পড়েছে।"

তিন দিন পরে আমরা যে দ্বীপটার কাছে এলাম, বিলের মুখে শুনলাম তার নাম 'এমো'। দ্বীপটি দেখতে বেশ বড়, তাতে সবুজেরও বেশ সমারোহ। চন্দন-কাঠের জন্য এটি খুব প্রসিদ্ধ। বিল বলল, "অন্য জাহাজে অনেক বার এখানে এসেছি। এ জাহাজও এর আগে কয়েক বার এ দ্বীপে নোঙর করেছে। আমরা জাহাজ বোঝাই করে চন্দন-কাঠ নিয়েছি, তার দামও দিতে হয়েছে। কারণ দ্বীপবাসীরা সংখ্যায় এত বেশী যে, এখানে জুলুমবাজির সুবিধা নেই। তবে ক্যাপটেন যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই ওদের ঠকাবার চেষ্টা করেছে। গতবার ত ওরা আমাদের সাথে রীতিমত দুর্ব্যবহারই করেছে। এবার ক্যাপটেন এ দ্বীপে ভরসা করে নামবে কিনা বলতে পারি না। তবে তার ত ভয়-ডরের বালাই নেই।"

দ্বীপের একটু দূরে নোঙর ফেলে ক্যাপটেনের সাথে পনের জন নৌকায় উঠল। সবাই সশস্ত্র। আমাকেও যেতে হল। যাওয়ার আগে ক্যাপটেন তার সহকারীকে আদেশ দিয়ে গেল, কামানটা যেন তৈরি রাখে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকা গিয়ে দ্বীপে লাগল। আমরা ভেবে-ছিলাম, এখানে আমাদের দুর্ব্যবহারই পাওনা আছে। কিন্তু দ্বীপের সর্দার 'রোমাতা' আমাদের সাদর অভ্যর্থনাই জানাল। সে আমাদের তার বাড়ি নিয়ে মাদুর পেতে বসতে দিল। যেতে যেতে দেখলাম দ্বীপের অধিবাসীরা সংখ্যায় দু-তিন হাজার হবে। তবে তারা সবাই নিরস্ত্র।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা হল। আমরা একটু একটু খেলাম। তার পরই ব্যবসার কথাবার্তা শুরু হল। ক্যাপটেন এ দ্বীপে আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে বলল, গতবার পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবার জন্য সে খুবই দুঃখিত। এবার অবশ্য তা হবে না বলেই তার ধারণা এবং এবারে ব্যবসা বেশ ভালই হবে বলে তার বিশ্বাস।

উত্তরে রোমাতাও জানাল যে, গতবারের কথা তারা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে। পুরানো বন্ধুদের দেখে সে খুব খুশীই হয়েছে। গাছ কাটা এবং তা জাহাজে বোঝাই করার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে সব রকম সাহায্য সহায়তা পাওয়া যাবে। তার পর ব্যবসার কথাবার্তা সব পাকাপাকি করে আমরা উঠবার উপক্রম করলাম।

রোমাতা তখন ক্যাপটেনকে বলল, আরেকটি দ্বীপের সর্দার এ দ্বীপে এসেছে। কাল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে। ক্যাপটেন যদি অনুমতি দেয়, তবে তাকে এখনই এখানে এনে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। ক্যাপটেন খুশী মনেই অনুমতি দিল।

অমনি সেই সর্দারকে আনবার জন্য একটি ক্যানো পাঠান হল। মিনিট দশেকের মধ্যেই সর্দারকে নিয়ে ক্যানোটি ফিরে এল। এই সর্দারও দেখতে রোমাতারই মত, তবে তত বলিষ্ঠ নয়। তার মুখের অর্ধেকটা লাল, বাকী হলুদ রঙে রঞ্জিত। মাঝে মাঝে কালো রঙের উল্কি। দেখতে কিম্ভুতকিমাকার। বুনোদের চোখে এই হচ্ছে রাজকীয় সাজ।

এই সর্দার এর আগে কোন দিন বড় জাহাজ দেখেনি। কাজেই জাহাজের খুঁটিনাটি দেখতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত রইল। তাকে যখন একটা বন্দুক দেখানো হল, তখন সে জিজ্ঞাসা করল শ্বেতাঙ্গরা এত ধারাল কুড়াল কোথায় পায়, যা দিয়ে বন্দুকের বাঁট করার মত শক্ত গাছ কাটা যায়।

অতিথিরা বিদায় নেবার আগে তাদের খুশী করবার জন্য ক্যাপটেন কামানটা একবার দাগবার জন্য আদেশ দিল। আমার বুঝতে বাকী রইল

www.BanglaBook.org

না, অতিথিদের খুশী করা নয়, আসলে আমাদের শক্তি দেখাবার জন্যই এই ব্যবস্থা, যাতে সর্দারেরা আমাদের সমীহ করে চলে। কামানে বারুদ পুরে দূরের পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল। সঙ্গে সঙ্গেই চূড়াটা গুঁড়া হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সর্দার দুজনেই কামানের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে একেবারে থ' হয়ে গেল।

জাহাজের জল ফেলার পাম্পটা রোমাতার এত ভাল লাগল যে সে আর কিছুতেই সেটা ছেড়ে উঠতে চায় না। বসে বসে কেবলই পাম্পটা চালাতে লাগল। শেষে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাম্প ছেড়ে উঠে এল।

পরদিন জাহাজের লোকজন চন্দন-কাঠ কাটতে দ্বীপে চলল। তারা সবাই যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিল। ক্যাপটেন আমাকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলল। এতে আমি খুশীই হলাম। কারণ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ক্যাপটেনের সঙ্গ থেকে মুক্তি পাব। তা ছাড়া দ্বীপের আধিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখবারও একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

ক্যাপটেন দুই এক জন লোক নিয়ে কামানটির কাছে বসে রইল। তার আদেশে কামানটির মুখ ঠিক রোমাতার বাড়ি বরাবর তাক করে রাখা হয়েছিল, যাতে তার সঙ্গে কোন গোলমাল শুরু হলেই প্রথমেই তার বাড়ি ঘর উড়িয়ে দেওয়া যায়।

॥ ২৪ ॥

পরদিনও চন্দন কাঠ কাটতে যাওয়া হল। আমিও সঙ্গে গেলাম। দুপুর বেলায় আমার তেমন ক্ষিধে না থাকায় আমি সামান্য কিছু মুখে দিয়ে একটু ঘুরতে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে একবারে সমুদ্রের ধারে এসে দেখি, বুনোরা একটা ক্যানো তৈরী করছে। জ্যাক্ যে ভাবে আমাদের নৌকাটি তৈরি করেছিল, এই ক্যানোটিও সেই ভাবেই তৈরী হচ্ছে। তফাতের মধ্যে এটি বেজায় লম্বা, প্রায় একশো ফুট হবে। আর এমন প্রশস্ত যে এতে প্রায় তিনশো লোক বসতে পারে।

www.BanglaBook.org

একটু দূরে একদল ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। তাদের আনন্দ-কলরবে জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠছে। সংখ্যায় তারা প্রায় দুশো হবে। তাদের পরনে সামান্য নেংটি ছাড়া আর কিছু নেই। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা নানা রকম খেলায় মত্ত। একদল কানামাছি খেলছে, একদল রণপা দিয়ে দৌড়াচ্ছে, একদল ঘুড়ি উড়াচ্ছে। তবে বেশির ভাগ ছেলে মেয়েরই দেখলাম সাঁতারে উৎসাহ। দলে দলে তারা সমুদ্রে নামছে, সাঁতার কাটছে, ডুবাডুবি করছে। একবারে বাচ্চারাও বাদ নেই। তারা ভাল করে হাঁটতেও শিখেনি, অথচ এরই মধ্যে সাঁতারে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

তাদের আর একটা খেলা হচ্ছে ঢেউয়ের সাথে সাথে সাঁতার কাটা। এতে শুধু ছোটরা নয়, বুড়োরাও যোগ দেয়। সবাই এক টুকরা তক্তা নিয়ে মাইল দু'মাইল সমুদ্রে সাঁতরে যায়। তারপর বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় তক্তার উপর শুয়ে পড়ে। ঢেউয়ের দোলার সাথে সাথে তারা একবার উপরে ওঠে, একবার নীচে নামে। এই ভাবে দোলাতে দোলাতে ঢেউই এদের তীরে ছুঁড়ে দেয়। অথচ এরা এমন ভাবে নিজেদের সামলে নেয় যে কোন রকম আঘাত এদের গায়ে লাগে না। বার বার এই একই খেলা চলতে থাকে। এতে যেন কারো কোন ক্লান্তিও নেই।

আমার সামনেই প্রকাণ্ড একটা দল তক্তা হাতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীরে দাঁড়িয়ে আর একদল চিৎকার করে তাদের বাহবা দিতে লাগল। আমি আর বিল্ দাঁড়িয়ে এদের এই জলক্রীড়া দেখছি, এমন সময় একজন জোয়ান পুরুষ ঢেউয়ের দোলায় একবারে আমাদের সামনে এসে গড়িয়ে পড়ল। তার মাথার টুপি দেখে বুঝলাম, এই হচ্ছে কালকের সেই সর্দার, রোমাতা যাকে আমাদের ক্যাপটেনের সাথে পরিচিত করবার জন্য জাহাজে নিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের নোনা জলে তার মুখের রং সব ধুয়ে মুছে গেছে। তাই তার মুখের দিকে তাকাতেই অবাক্ হয়ে দেখি, এ আমাদের সেই পুরানো বন্ধু তারারো। সেও আমাকে দেখেই চিনতে পারল এবং তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে

www.BanglaBook.org

আমার নাকে তার নাক ঘষতে লাগল। তারপর হয়ত করমর্দনের কথা তার মনে পড়ল। অমনি সে খুব জোরে জোরে আমার সাথে করমর্দন শুরু করল।

বিল্ এ দেখে বিস্ময়ের সুরে বলল, "র‍্যালফ্, এর সাথে দেখছি, তোমার আগেই আলাপ পরিচয় ছিল।"

"তুমি ঠিকই ধরেছ বিল্। সত্যিই এর সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল।" এই বলে আমি সংক্ষেপে প্রবাল দ্বীপে তার পক্ষ নিয়ে জ্যাক্ পিটারকিন্ ও আমার যুদ্ধের কাহিনী বললাম।

তারারো নিজেও তখন বিল্‌কে সে কাহিনীই শোনাতে শুরু করল। আমি তখন বিল্‌কে আভাতিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তার নাম করতেই তারারোর ভ্রূ কুঞ্চিত হল এবং সে রাগ করে কি সব বলল।

বিল্ আমাকে পরে তারারোর কথা বুঝিয়ে বলল। তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আভাতিয়া ফিজি দ্বীপের অধিবাসী নয়। সে হচ্ছে সামোয়ার মেয়ে। তিন বছর আগে সে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ফিজি দ্বীপে আসে এবং তারারো তাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করতে থাকে। তারারোর ইচ্ছা তার মনোনীত একটি পাত্রের সাথে আভাতিয়ার বিয়ে দেয়। কিন্তু আভাতিয়ার তাতে একান্ত অমত। সে আর একটি ছেলেকে ভালবাসে এবং তাকেই বিয়ে করবে বলে গোঁ ধরেছে। অথচ সে ছেলেটি তারারোর দু চোখের বিষ। তাই তারারো বলছে, আভাতিয়া যদি তার কথা না শোনে, তবে তাকে পুড়িয়ে মারা হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আভাতিয়া কি তারারোর সাথে এই দ্বীপে এসেছে?"

"না সে তারারোদের দ্বীপে আছে।"

"সেটা এখান থেকে কত দূর?"

"প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল হবে।" বিল্ উত্তর দিল।

এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ হল। এরপর শুরু হল কুস্তি আর মুষ্টিযুদ্ধ। বুনোদের যেমন স্বাস্থ্য, তেমন চেহারা। দুই পক্ষের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিদ্বন্দ্বীই প্রায় সমান সমান। তাই মুষ্টিযুদ্ধটা বেশ ভাল রকমই জমে উঠল। এক পক্ষের মুষ্ট্যাঘাতে আর এক পক্ষ ধরাশায়ী হতেই জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে বিজেতা পক্ষকে সম্বর্ধনা জানাতে লাগল।

এই কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধের মধ্যে খেলার চেয়ে নৃশংসতার ভাবই বেশী। দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। তবু না দেখেও পারলাম না। এদের মধ্যে অনেকের গায়েই নানা রকম উল্কি আঁকা। উল্কি পরতে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়। সে কষ্ট অগ্রাহ্য করে ছোটবেলা থেকেই এরা উল্কি পরতে শুরু করে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত উল্কি পরে। এক জনের গায়ে ত একটা গোটা নারকেল গাছের উল্কি আঁকা দেখলাম। তার পা থেকে শুরু করে পিঠ পর্যন্ত গাছটা আঁকা। দেখতে বেশ ভালই লাগল। মেয়েদের মধ্যে অবশ্য উল্কি পরার অভ্যাস অনেক কম। তাই বলে যে একবারে পরে না, তাও নয়।

পরদিন চন্দন কাঠ কাটা শেষ করে আমরা জাহাজের দিকে ফিরছি, দেখি, রোমাতা পাগলের মত তার বাড়ির সামনে ছুটাছুটি করছে। বিল্ তাই দেখে বলল, "আবার তার পাগলামি শুরু হয়েছে। দেশী মদ গিলেই ত এ মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার পর বিলাতী ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়লে আর রক্ষা নেই। যদি অজ্ঞান হয় বা ঘুমিয়ে পড়ে তবে শান্তি! জাগলে পরে যাকে সামনে পাবে তারই মাথা ফাটাবে। ক্যাপটেন নিশ্চয়ই তাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি পাঠিয়েছে তা খেয়েই এ অবস্থা!"

আমাদের চোখের সামনেই রোমাতা একজন দ্বীপবাসীর চোখে এমন জোরে ঘুষি মারল যে, তার দুটি চোখই ছিটকে বেরিয়ে এল। তার মাথা ফেটে রক্ত গড়াতে লাগল। আর এক ঘুষিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না।

এই দেখে ত আমার গা শিউরে উঠল। আমি বিল্‌কে বললাম, "আইন কানুন বলে কি এদের কিছুই নেই?"

"আমরা যাকে আইন বলি, এদের তেমন কিছুই নেই। সর্দারের

www.BanglaBook.org

ইচ্ছাই এখানে আইন। তার খুশী হলে সে যাকে তাকে কেটে খেতে পারে। তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

॥ ২৫ ॥

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন শরীরে জ্বর ভাব, মাথাটা ভার ভার। জাহাজে যাদের সঙ্গে আছি, তারা দুর্ধর্ষ। কথায় কথায় মানুষ খুন করেই তাদের আনন্দ। দ্বীপে যারা আছে তারাও নরখাদক, হিংস্র-স্বভাব। যখন ভাবি, এ নরক থেকে মুক্তি পাওয়া একরূপ অসম্ভব, তখন কোন দিকেই যেন কোন কূলকিনারা দেখতে পাই না। এ অবস্থায় একমাত্র ভগবানই ভরসা। তাঁর কাছেই মুক্তি প্রার্থনা করে মনে যেন খানিকটা বল পেলাম।

একটু পরে ক্যাপটেন ডেকে এলে আমি আমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে সেদিনটা জাহাজেই থাকবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু পাষাণ হৃদয় ক্যাপটেন আমার আবেদন কানেই তুলল না। আমার উপরে হুকুম হল, আমাকে যথারীতি চন্দন কাঠ কাটতে যেতে হবে। কাজেই আমার পক্ষে সে হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় রইল না।

রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে ক্যাপটেন আমাকে তার কেবিনে ডেকে বলল, "র‍্যালফ্! তোমার উপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি। হতভাগ্য রোমাতার মন মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। একটা মনোমত উপহার না পেলে তা ভাল হবে না। তিমির এই দাঁত কটা নিয়ে আমার নাম করে তাকে দেবে। এদের ভাষা জানে এমন একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

উপহারের নমুনা দেখে আমি অবাক্ হলাম। তিমি মাছের আটটি দাঁত—ছয়টি সাদা, দুইটি লাল রং করা। নিতান্তই সাধারণ জিনিস! যাহোক এ নিয়ে ক্যাপটেনকে কোন কথা বলা সমীচীন নয় মনে করেই চুপ করে রইলাম।

বিল্‌কে আমার সঙ্গী হিসাবে নিলাম। তাকে আমার মনের কথা

www.BanglaBook.org

বলতে সে বলল, "তোমার আমার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু দ্বীপবাসীদের কাছে এগুলি মণি-মুক্তার মতই মূল্যবান্। লাল রঙের দাঁত দুটির দামই বেশী—সাদাগুলির প্রায় বিশগুণ। এরা এসব জিনিস চোখে দেখতে পায় না বলেই এদের কাছে এসব সামান্য জিনিসেরও এত বেশী কদর।"

রোমাতার বাড়ি পৌঁছে দেখি, সে একটা মাদুরে বসে আছে। তার চারদিকে দেশী কাপড়ের গাঁট। তার অধীনস্থ সর্দারদের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পাওয়া। প্রথমে সে আমাদের গ্রাহ্যই করল না। পরে বিলের মুখে আমাদের আসার উদ্দেশ্য শুনে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমার হাত থেকে তিমির দাঁতগুলি নিয়ে একপাশে রেখে বলল, "তোমাদের ক্যাপটেনকে বলো, আজ পর্যন্তই চন্দন কাঠ কাটা চলবে। কাল থেকে তা আর কাটতে পারবে না। আর ক্যাপটেন যেন আজ আমার সাথে দেখা করে। তার সাথে আমার কথা আছে।"

রোমাতার বাড়ি থেকে চন্দন বনের দিকে যেতে যেতে বিল্ বলল, "এই শয়তানটার মাথায় নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট বুদ্ধি খেলছে। গতিক বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না। বেটাকে ত আমি অনেকদিন যাবৎই জানি।"

আমরা এ সব কথা বলাবলি করছি, এমন সময় বনের দিকে চিৎকার ও অট্টহাসির রোল শোনা গেল। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, বুনোরা জন কুড়ি লোককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কাঁধে করে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখেই বিল্ বলল, "এই আবার এক হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা হচ্ছে। চল ত, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়ায়, দেখেই আসি।"

আমার এ সব ব্যাপারে মাথা গলাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিলের পীড়াপীড়িতে আমিও তার সঙ্গ নিলাম। ওরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কাজেই আমাদের পা চালাতে হল।

গিয়ে দেখি, তারা হাত পা বাঁধা লোকগুলিকে সারি সারি করে শুইয়েছে। তারপর সবাই মিলে ওই অত ভারী ক্যানোটা তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপর দিয়ে স্টীম রোলারের মত নির্মমভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যানোর চাপে এক এক জনের মাথা ফাটছে, চোখের তারা বেরিয়ে আসছে, মরণ যন্ত্রণায় হতভাগ্যেরা করুণ চিৎকার করছে, আর তাই দেখে এই নরপশুরা আনন্দে নাচছে।

এ দৃশ্য আমি সইতে পারছিলাম না। তাই সেখান থেকে চলে এলাম। সমস্ত ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মত আমার মনের উপর চেপে রইল। আমি কোন কাজেই মন বসাতে পারলাম না। এজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে কথাও শুনাল। যা হোক, কাঠ কাটা শেষ হলে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার দিকে আমার কানে এল, ক্যাপটেন তার কেবিনে বসে প্রথম মেটের সাথে ফিসফিস করে কি আলোচনা করছে। উপরের স্কাই লাইট্‌টা খোলা থাকায় তার কিছু কিছু কথা আমি বেশ পরিষ্কারই শুনতে পেলাম।

মেট্ বলছে, "তোমার এ প্রস্তাব আমার তেমন ভাল লাগছে না। এতে আমরা শুধু যুদ্ধ করেই মরব, লাভ কিছুই হবে না।"

"লাভ হবে না?" ক্যাপটেন রুষ্ট অথচ চাপা সুরে বলল। "জাহাজে এতগুলি চন্দন কাঠ বোঝাই করেছি, এর কোন দাম নেই?"

"সে কথা কে অস্বীকার করছে? মাল যখন জাহাজে উঠেছে, তখন আর গোলমাল না করে সরে পড়লেই হয়।"

"তুমি যে একবারে আনাড়ীর মত কথা বলছ। সব কাঠ জাহাজে উঠল কোথায়? অনেক কাঠ যে এখনও বনেই পড়ে আছে! শয়তানটা বলছে, তা আমাদের নিতে দেবে না।"

"তাই নাকি? এ কথা ত শুনিনি।"

"তবে আর বলছি কি? আমিও বেটাকে মজা দেখাব। আমার মতলবটা তবে শোন। বনের কাছেই নদীর একটা মোহনা আছে দেখেছ। চুপি চুপি জাহাজটাকে সেখানে নিয়ে যাব। তার পর নৌকা করে তীরে নামব। একদল যাবে বনে, আর একদল যাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সর্দারের বাড়ি। শুধু দু'জন থাকবে নৌকায়।

www.BanglaBook.org

জাহাজটাও তারাই পাহারা দেবে। তারা নৌকাটা তৈরীই রাখবে, যাতে আমরা ফিরে এলেই চটপট আমাদের নিয়ে জাহাজে তুলতে পারে। আমাদের লোকেরা কাঠগুলি জাহাজে বোঝাই শুরু করবে। আর আমরা সর্দারের বাড়ির কাছে থাকব। সর্দার নিশ্চয়ই সে সময় মানুষের মাংস মুখে নিয়ে নাচানাচি করছে, এ দৃশ্যই দেখতে পাব। ভালোয় ভালোয় যদি কাজটা মিটে যায় ত কথাই নেই। আর সর্দার যদি আমাদের মতলব টের পেয়ে বাধা দিতে আসে, তবে আমাদের বন্দুকে যে গুলি থাকবে, তাতে প্রথম চোটেই গোটা চল্লিশ লোককে ঘায়েল করতে পারব। বাকীরা তখন প্রাণভয়ে পালাবে। ততক্ষণে আমাদের সব কাঠ বোঝাই হয়ে যাবে। তারপর জাহাজে উঠে নোঙর তুলতে পারলে আমাদের আর পায় কে?"

শেষ পর্যন্ত মেট্ ক্যাপটেনের প্রস্তাবে রাজী হল। ক্যাপটেন আদেশ দিল, "লোকজনদের এক এক গ্লাস মদ বেশী করে দাও, আর বলো, তারা যেন তাদের বন্দুকে গুলি ভরতি করে নেয়।"

ক্যাপটেনের এই দুরভিসন্ধির কথা শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, কি সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়া গেছে।

বিল্‌কে আমি সব কথা খুলে বললাম। শুনে বিল ভয়ানক রেগে গেল। বলল, "ক্যাপটেনের এ বদমায়েশি সহ্য করব না। যেমন করেই হোক, তার এই মতলব বানচাল করে দেব।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "রাত হোক্! অন্ধকারের আড়ালে আমি সাঁতরে ওপারে যাব। তারপর ক্যাপটেন যেখানে তার লোকজন নিয়ে নৌকা থেকে নামবে স্থির করেছে, তার কাছাকাছি একটা গাছের ডালে একটা বন্দুক বেঁধে রাখব। বন্দুকের ঘোড়ার সাথে একটা দড়ি বাঁধব। দড়িটার মাথাটা এমনভাবে পথের উপর ফেলে আসব, যাতে আমাদের লোকজন সে পথ দিয়ে যাবার সময় কারো না কারো পায় সেটা বেধে যায়। লোকটা তখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। অমনি বন্দুকের ঘোড়ায় টান পড়বে, আর বন্দুকটাও গর্জে উঠবে। সেই শব্দ শুনে সর্দার আর তার লোকজন সতর্ক হয়ে যাবে।

www.BanglaBook.org

ক্যাপটেনের সব ফন্দি ফেঁসে যাবে। আমি ত তখন নৌকায়। কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না।" এই বলে সে হেসে উঠল। এত দিনের মধ্যে এই তার মুখে প্রথম হাসি দেখলাম।

অন্ধকার হতেই বিল্ সকলের অজ্ঞাতে তার কাজ সেরে এল। মধ্যরাত্রে ক্যাপটেন জাহাজটাকে মোহনার কাছে নিয়ে যেতে হুকুম করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ সেখানে গিয়ে পৌঁছল।

তারপর একে একে সবাই নৌকায় উঠতে লাগল। মেট্ ক্যাপটেনকে বলল, "নৌকায় দু'জন লোক থাকবার দরকার নেই। একজনেই যথেষ্ট হবে। আমি বলি, র‍্যালফ্‌ই নৌকায় থাক।" ক্যাপটেন রাজী হল। তারপর আমাকে সাবধানে থাকতে বলে সবাই নেমে গেল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, কখন বন্দুকের শব্দ শুনি। বন্দুকটা কোন্ গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে, বিল্ আমাকে তা বলেছিল। আমি সে দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষণ পর শুধু ছোট একটু ক্লিক্ শব্দ শুনতে পেলাম, দুই একটা আগুনের ফুলকিও যেন নজরে পড়ল। তার বেশী আর কিছু নয়। বুঝলাম, বিলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আশাভঙ্গের ফলে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে একা নৌকায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার সর্বশরীর যেন ভেঙে পড়তে লাগল।

তারপর হঠাৎ বন্দুকের একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা জেগে উঠল। শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি, হই-হুল্লোড়, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি।

তার মধ্যেও ক্যাপটেনের গলা শোনা গেল। সে যেন কাকে অসময়ে গুলি ছুঁড়বার জন্য শাসাচ্ছে। তারপরই তার হুকুম শুনলাম —"এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।"

হুকুম পেয়ে আমাদের লোকেরা বুমোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহুর্মুহু বন্দুকের শব্দ আর মুমূর্ষুদের চিৎকারে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই থেমে গেল। দ্বীপবাসীদের আনন্দোল্লাসে বুঝলাম, আমাদেরই পরাজয় হয়েছে। আমি তখন বিষম সমস্যায় পড়লাম। এখন কি করি? বুনোদের হাতে ধরা পড়বার জন্য এখানে এভাবে অপেক্ষা করব? পাহাড়ে গিয়ে পালাব? পালিয়েই বা যাব কোথায়? জাহাজটাকে সমুদ্রে নিয়ে যাব? একা একা তাই বা কি করে সম্ভব? সম্ভব আর অসম্ভব যাই হোক, এই আমার বাঁচবার একমাত্র পথ—এই ভেবে আমি নৌকাটা ছেড়ে দেবার উপক্রম করছি, এমন সময় বিল্ ছুটে এসে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও।" বলেই সে নৌকায় লাফিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় নৌকাটি আপনি চলতে লাগল এবং মুহূর্তের মধ্যে আমরা জাহাজে উঠে তার নোঙর তুলে ফেললাম।

জাহাজ চলতে শুরু করল। তখনও নদীর মোহনা ছেড়ে যাইনি। এমন সময় দেখি হাজার হাজার লোক এদিকেই আসছে। কয়েকজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের মধ্যে বেপরোয়া একজন জাহাজ থেকে ঝুলে পড়া দড়ির ডগাটা ধরে ফেলল। সে যেই সেই দড়ি বেয়ে ডেকে উঠবে, বিল্ অমনি তার মুখে এমন জোরে ঘুষি মারল যে, সেই ঘুষিতে সে মাথা ঘুরে জলে পড়ে গেল।

ইত্যবসরে জাহাজের পালে বাতাস লেগেছে। সেই বাতাসে পাল ফুলে উঠল, আর আমাদের জাহাজও মাঝদরিয়ার দিকে ছুটে চলল। তীরে বুনোদের চিৎকার ক্রমেই অস্পষ্ট হতে হতে শেষে একবারে মিলিয়ে গেল।

॥ ২৬ ॥

আশু বিপন্মুক্ত হতেই আমার সমস্ত স্নায়ু যেন নিশ্চল হয়ে গেল। আমি মরার মত পড়ে রইলাম। তাই দেখে বিল আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "র‍্যালফ্! ওঠ! আমাদের বিপদ কেটে গেছে। এ সময় তুমি মূর্ছা গেলে! এই নাও, এই ব্র্যাণ্ডিটুকু খেয়ে ফেল। তাহলেই জোর পাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্র্যাণ্ডি পেটে যেতেই আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। বিলের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। তার চোখমুখ একেবারে রক্তশূন্য, চুলগুলো উস্কুখুস্কু, তার মাঝে মাঝে চাপ চাপ রক্ত। চোয়ালে এবং জামায়ও রক্তের দাগ। পোশাক-পরিচ্ছদও ছিন্নভিন্ন এবং কর্দমাক্ত।

আমি ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার বিল্? তোমার এ চেহারা কেন? তুমি কি অসুস্থ? এমন আঘাতই বা কি করে পেলে?"

"সত্যিই খুব বেশী আঘাতই পেয়েছি। রক্তপাতও হয়েছে। সে পরে বলছি, আপাততঃ আমাকে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আর কিছু রুটি এনে দাও।"

তৎক্ষণাৎ আমি এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এবং কিছু বিস্কুট নিয়ে এলাম। বিস্কুট ও ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার পর বিল্ কিছুটা সুস্থ হল। তারপর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি চুপ করে তার পাশেই বসে রইলাম। মনে নানা দুশ্চিন্তা। সময় যেন আর কাটতে চায় না। ঘণ্টা খানেক পর বিল্ জেগে উঠল। বলল, "আমি এখন অনেকটা ভাল আছি।" এই বলে উঠবার চেষ্টা করতেই পড়ে গেল।

আমি তাকে তাড়াতাড়ি ধরে শুইয়ে দিলাম। বললাম, 'বিল্ এখনই উঠবার চেষ্টা করো না। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নাও। আমি তোমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করছি।"

বিল্ কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুল। তাই দেখে আমি বললাম, "মনে একটু সাহস আনো বিল্। আমি বলছি, এত ভেঙে পড়বার কোন কারণ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। যদিও ডাক্তারি বিদ্যা আমার জানা নেই, তবু তোমার শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হবে না, এটা জোর করে বলতে পারি।"

এই বলে তার প্রাতরাশের ব্যবস্থার জন্য আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি বিল্ খানিকটা সুস্থ হয়েছে। তার মুখে

www.BanglaBook.org

সামান্য একটু হাসিও ফুটেছে। তাই দেখে আমি তার পাশটিতে বসে বললাম, "এবার তোমার ক্ষতস্থানটা দেখাও দেখি।"

বিলের বুকের ডান দিকের পাঁজরে পিস্তলের গুলি লেগেছে। খুব বেশী রক্তপাত হয়েছে বলে আমার মনে হল না। ভাবলাম, সহজেই সেরে যাবে।

বিল্ মাথা নাড়ল। বলল, "যত সামান্য ভাবছ, ক্ষতটা তত সামান্য নয়। সবই বলছি। শোন। নৌকা থেকে নেমে আমরা বনের দিকে চললাম। আমার মন পড়ে রয়েছে, বন্দুকের দড়ির উপর। গিয়ে দেখি কারো পায়ে লেগে দড়িটা ছিঁড়ে গেছে অথচ বন্দুকটা ছুটেনি। ক্লিক্ করে একটা শব্দ হয়েছে মাত্র। ভাবলাম, বারুদটা বোধ হয় ভিজা ছিল। আমার মতলবটা এ ভাবে ভেস্তে যাওয়ায় মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথায় আর একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি খুব তাড়াতাড়ি সবার আগে যাবার চেষ্টা করে ইচ্ছে করেই একটা গাছে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। হাতটা গিয়ে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে। আর এই ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে আমি আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলাম। তখন চারদিকে ভারী গোলমাল শুরু হল। আমি উঠে দলের বাকী সবার সাথে যোগ দেবার জন্য দৌড়ালাম। কিন্তু দু এক পা গিয়েই আমাকে থামতে হল। ক্যাপটেন চোখ রাঙ্গিয়ে আমায় বলল, 'বদমাশ ছোকরা, তুমি ইচ্ছে করেই এই কাণ্ডটি করেছ। এবার তার ফল ভোগ কর।' এই বলে সে আমাকে লক্ষ্য করে তার পিস্তল ছুঁড়ল। গুলিটা আমার পাঁজর ভেদ করে গেল। আমি মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারালাম। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে আমার সংজ্ঞা ফিরে এল। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি দূরে একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বালা হয়েছে। আর ক্যাপটেন ও দলের আরও অনেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানে পড়ে আছে। একজন বুনো হঠাৎ একটা ধারালো ছোরা নিয়ে ক্যাপটেনের কাছে গিয়ে ছোরাটা তার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিল। তারপর তার সেই রক্তাক্ত দেহ আগুনে নিক্ষেপ

www.BanglaBook.org

করল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে আমি আর মুহূর্ত বিলম্ব করলাম না। আমার নিজের ব্যথা বেদনার কথা ভুলে আমি নৌকার দিকে ছুটতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একজন বুনো আমাকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলবার আগেই আমি নৌকায় উঠে পড়েছি। তারপরের ব্যাপার ত তুমি জান।"

বিল্ থামতেই আমি তাকে বললাম, "যা হয়ে গেছে, তা ভেবে আর লাভ নেই। এখন কি করব, তাই ভাবো। আমরা এই দিগন্ত-বিস্তার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে চলছি, একটা জাহাজও সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তে। বাতাসও বইতে শুরু করেছে। এখন কোন্ দিকে, কোথায় যাব বল।"

"র‍্যালফ্। কোথায় যাব না যাব, তাই নিয়ে আমার আর মাথা-ব্যথা নেই। আমি বুঝতে পারছি, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। তোমার যে দিকে ইচ্ছে, সে দিকে যাও। আমি আর কি বলব।"

"বিল্! এত ভেঙে পড়ছ কেন? চল আমরা প্রবাল দ্বীপে যাই। সেখানে আমার বন্ধুরা আছে দ্বীপটি আমার জানা, জাহাজটা হয়ত সেখানে নিয়ে যেতে পারব। সবগুলি পাল অবশ্য আমি একা খাটাতে পারব না, কিন্তু যে কয়টা খাটান আছে, তাতেই চলে যাবে।"

বিলের মুখে করুণ হাসি দেখা দিল। ধীরে ধীরে বলল, "যদি ঝড় ওঠে, তা'হলে কি করবে?

এ কথার কোন জবাব নেই। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আমার যেটুকু সাধ্য তাই করব। বাকীটা ভগবানের হাতেই ছেড়ে দেব। মানুষের শক্তি আর কতটুকু!"

আমার এ কথা শুনে বিল্ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "র‍্যালফ্ তোমার মত আমিও যদি ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখতে পারতাম! আমি জীবনে বহু মৃত্যু দেখেছি। তবু আজ মরণের মুখে দাঁড়িয়ে মরতে ভয় পাচ্ছি। জীবনে যত কুকর্ম করেছি পরপারে গিয়ে তার কি কৈফিয়ত দেব? ভগবান্ কি আমায় ক্ষমা করবেন?"

"অমন কথা বলো না বিল। যতই পাপ কাজ করে থাক, সবই

www.BanglaBook.org

ধুয়ে মুছে তুমি নির্মল হবে, শুধু যদি ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখতে পার। বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস চাই।"

"বিশ্বাস করতে বলা, আর বিশ্বাস করতে পারা এক কথা নয়, বন্ধু! আমার সে বিশ্বাসের জোর কোথায়?"

বিলের জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তার কথা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "র‍্যালফ্! সাবধান! দমকা হাওয়া বইছে। পালের দিকে নজর দাও।"

বলতে না বলতেই ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু হল, চারদিক মেঘে ঢেকে গেল, সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল, ডেকের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। জাহাজটা ঝড়ের বেগে এক দিকে কাত হয়ে গেল। আমি পড়তে পড়তে কোন রকমে রক্ষা পেলাম। ঝড়ের এই ধাক্কা সামলানো বিলের দুর্বল শরীরের পক্ষে সম্ভব হল না। তার মাথাটা স্কাইলাইটে জোরে ঠুকে গেল। অজ্ঞান হয়ে সে আমার কাছেই ডেকের উপর গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু হাল ছেড়ে তখন আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই। কারণ একটু অসতর্ক হলেই জাহাজ বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঘণ্টা খানেক পর ঝড় থামল, সমুদ্রও অনেকটা শান্ত মূর্তি ধারণ করল।

আমি তাড়াতাড়ি বিলের কাছে ছুটে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। তার পাশে আমি কতক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম, বিলের মৃত আত্মা যেন শান্তি লাভ করে। তারপর তার পায়ে একটা কামানের গোলা বেঁধে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। জীবনে যে এতদিন সমুদ্রে কাটিয়েছে, মরণের পরও তার সমুদ্রেই সমাধি হল।

এতক্ষণে আমি আমার অবস্থার কথা ভাববার অবসর পেলাম। এই বিশাল সাগরবুকে আমি একা, নৌবিদ্যায় একান্ত অনভিজ্ঞ। যে জাহাজ আমার আশ্রয়, তা চালাতে অন্ততঃ আট জন নাবিকের প্রয়োজন। কাজেই আমার মত একজন অনভিজ্ঞের পক্ষে জাহাজটিকে ঠিক ভাবে চালিয়ে নেওয়া কি কঠিন কাজ, তা শুধু ভুক্তভোগীই বুঝতে পারবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাগ্যক্রমে পুরা এক সপ্তাহ অনুকূল হাওয়াই পেলাম। সেই হাওয়ায় জাহাজটি রীতিমত দ্রুতবেগে প্রবাল দ্বীপের অভিমুখে চলল। মাঝে মাঝে কম্পাসের সাথে ক্যাপটেনের চার্টটি মিলিয়ে দেখতাম, ঠিক মত চলছি কিনা। ইতিমধ্যে অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত পালগুলি সবই খাটালাম। ফলে জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধি পেল। যাতে একটু আধটু বিশ্রাম করতে পারি, সে উদ্দেশ্যে হালটা এমন ভাবে বেঁধে রাখলাম, যাতে সব সময় সেটা ধরে বসে না থাকলেও জাহাজটা ঠিক পথেই চলে। এই ব্যবস্থার ফলে আমি রাঁধা-বাড়া, নাওয়া-খাওয়ার সময় পেলাম। দিন রাতে তিন ঘণ্টা করে ঘুমাবার ব্যবস্থাও করলাম। তবে কখন আবার ঝড় ওঠে এই ভয়ে ঘুমটা তেমন গাঢ় হত না।

এই ভাবে দিন পনর কাটল। তারপর সেদিন সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠছে, সূর্যের প্রথম কিরণ দিক্‌দিগন্ত রাঙিয়ে তুলছে, এমন সময় চোখে পড়ল আমার সেই পরিচিত প্রবাল-প্রাচীরের উপরে আছড়ে পড়া ফেনোচ্ছল তরঙ্গরাশি। কানে এল তার অশান্ত গর্জন। আর দেখলাম প্রবাল-দ্বীপের সুউচ্চ পর্বতশিখর। সত্যিই কি এসব দেখছি—না স্বপ্ন দেখছি! না না, স্বপ্ন নয়, সত্যিই প্রবাল দ্বীপের সামনে এসে গেছি!

॥ ২৭ ॥

আমার তখনকার মনের অবস্থা কি করে বুঝাব? আমার পুরানো সঙ্গী জ্যাক্ ও পিটারকিন্‌কে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। আমি জানতাম যে ভোর ছ'টার আগে তাদের ঘুম ভাঙে না। আর এখন মোটে তিনটে। কাজেই তারা জাগবার আগেই আমি দ্বীপে পৌঁছতে পারব। প্রবাল-প্রাচীরের যেখান দিয়ে লেগুনে প্রবেশ করতে হবে, সেখানে এবং লেগুনের কোথায় জলের গভীরতা কতখানি তা আমার জানাই ছিল। কাজেই কোথায় নোঙর ফেলব, আমি মনে মনে তাও

www.BanglaBook.org

স্থির করে ফেললাম। নোঙরটা বেশ ভারী, একা ওঠানো নামানো অসম্ভবই হত। ভাগ্যক্রমে ওটাও 'ক্যাটস্ হেডে' ঝুলানো ছিল। তাই সেটা নামানোও আর সমস্যা রইল না। মাস্তুলে একটা পতাকা উড়াব ভেবে খুঁজতে গিয়ে হাতে পড়ল সেই ভয়াবহ কালো পতাকাটি। গত্যন্তর না দেখে সেটাই মাস্তুলের ডগায় বেঁধে দিলাম। তখন আর একটা মতলবও মাথায় এল। কামানটায় বারুদ পুরে দাগবার ব্যবস্থা করলাম।

এ সব করছি, আর মন্দ মন্দ বাতাসে জাহাজ ক্রমেই দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সিকি মাইল গেলেই হয়। দেখতে দেখতে প্রবাল-প্রাচীরের মুখে এসে গেলাম। সেখানে যে বিশাল তরঙ্গভঙ্গ দেখে একদিন বিস্ময়ে আঁতকে উঠেছিলাম, সেই তরঙ্গকে উপেক্ষা করে জাহাজ লেগুনে প্রবেশ করল। আমি সময় বুঝে নোঙর ফেলে দিলাম। একটা লোহার শিক আগেই আগুনে গুঁজে রেখেছিলাম। এতক্ষণে সেটা লাল টকটকে হয়ে গেছে। আমি সেটা আগুন থেকে তুলে এনে কামানে লাগাতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল।

সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিন্ আস্তানা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। জাহাজের দিকে নজর পড়তেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয় আর বিস্ময়। তারপর এক বিকট চিৎকার। পরমুহূর্তেই জঙ্গলের দিকে ভোঁ দৌড়। পরমুহূর্তে জ্যাক্ও সেই একই কাণ্ড করল। তখন আমার খেয়াল হল, কালো পতাকাই যত নষ্টের মূল!

আমি তখন জ্যাক্ ও পিটারকিনের নাম ধরে জোরে জোরে চিৎকার শুরু করলাম। বারবার বলতে লাগলাম আমি "আমি র‍্যালফ্।" আমার ডাক তাদের কানে যেতেই তারা ফিরে দাঁড়াল এবং আমাকে দেখেই তীরবেগে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমাদের তিন-জনের মনেই তখন সে কি উল্লাস! আমি তীরে নামতে না নামতেই পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমাদের মুখে হাসি, চোখে জল। সে একটা দৃশ্য বটে!

এর পর তিন দিন আমরা প্রবাল দ্বীপে ছিলাম। এ তিন দিন

www.BanglaBook.org

পিটারকিন্ আমাকে কি খাওয়াবে তাই নিয়েই ব্যস্ত রইল। এই শুয়োরের রোস্ট্, এই রুটিফল, পরক্ষণেই কলা, কুল, তারপরই আবার আলুসেদ্ধ, নারকেল, তারো। আমাকে খাইয়ে তার যেন আর আশ মিটছিল না।

আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার আমার উপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে, আমি সে কাহিনী তাদের সবিস্তারে বললাম। বেচারী আভাতিয়ার দুরবস্থার কথা শুনে ওদের দু'জনেরই মন খারাপ হয়ে গেল।

আমার কাহিনী শেষ হলে, জ্যাক্ তাদের কাহিনী শুরু করল। বলল, "র‍্যালফ্! তুমি মণি-গুহা থেকে উপরে উঠবার পর আধঘণ্টা কেটে গেলেও যখন ফিরে এলে না, তখন তোমার উপর ভারী রাগ হল! আমরা যে তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি, এতটুকু আক্কেলও তোমার নেই! তারপর এক ঘণ্টা কেটে গেলে তোমার জন্য আমাদের ভারী দুশ্চিন্তা হল। ঠিক করলাম, আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমি উপরে উঠে তোমার খোঁজ করবই। বেচারী পিটারকিন্ তখন করুণ সুরে বলল, 'তুমিও যদি ফিরে না আস, তবে আমি এই অন্ধকারে শুকিয়ে মরব।' আমি তাকে ভরসা দিলাম যে, আমি পালাব না, ফিরে আসবই। উপরে উঠে এলাম। চারদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়ালাম, চিৎকার করে তোমার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। প্রথমে ভাবলাম, জলদস্যুরা বোধ হয় তোমাকে মেরে জঙ্গলে ফেলে গেছে, কিংবা হাঙরের মুখে ছুড়ে দিয়েছে। পরে মনে হল, তাতে তাদের লাভ কি? নিশ্চয়ই তারা তোমাকে তাদের জাহাজেই তুলে নিয়েছে। এ কথা মনে হতেই পাহাড়ের উপরে উঠে সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরালাম। দেখি, জাহাজটা একটু একটু করে দূরে, বহু দূরে চলে যাচ্ছে। শেষে সেটা একেবারে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। সেদিন চোখ দিয়ে যত জল ঝরেছিল, সারাজীবনেও তত কাঁদিনি। তারপর মণি-গুহায় ফিরে এসে পিটারকিন্‌কে সব বললাম। তুমি নেই, পিটারকিন্‌কে মণি-গুহা থেকে কি করে যে

www.BanglaBook.org

উপরে তুলে আনলাম, সে আমিই জানি। এরপর আমাদের কাজ হল, প্রতিদিন বনজঙ্গল খুঁজে বেড়ানো—যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, তোমাকে তারা হত্যা করেনি।

তিন সপ্তাহ ধরে আমরা আতিপাতি করে সারা দ্বীপটি খুঁজে বেড়ালাম। তারপর ভাবলাম, যদি তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে থাকে। আমরা তখন সমুদ্রের ধারে ধারে খুঁজতে লাগলাম। একদিন প্রবাল-প্রাচীরের ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পিটারকিনের নজরে পড়ল, প্রবাল-পাহাড়ের খাঁজে একটা ছোট কালো পিপা জলে ভাসছে। তার ভিতরে রয়েছে বারুদ।"

"ওটা আমিই তোমাদের পাঠিয়েছিলাম।"—আমি বললাম।

তৎক্ষণাৎ পিটারকিন্ বলে উঠল, "জ্যাক্ এবার বাজির টাকা বের কর। নইলে দেশে ফিরে দেনার দায়ে তোমাকে জেলে পাঠাব।"

"তোমাকে হ্যান্ড্নোট লিখে দিচ্ছি। তাহলেই হবে ত? ব্যাপার কি জানো, র‍্যালফ্! পিপেটা দেখেই পিটারকিন্ বলল, 'এটা যে এখানে এসেছে, এতে নিশ্চয়ই র‍্যাল্ফের হাত আছে।' আমি বললাম, 'তা হতেই পারে না।' এই নিয়ে আমাদের মধ্যে দশ হাজার পাউন্ডের বাজি ধরা হল।"

"পিটারকিনের কথাই ঠিক।" এই বলে আমি পিপাটা জলে ফেলার সমুদয় কাহিনী বললাম।

জ্যাক্ বলল, "বারুদটা পেয়ে আমাদের খুবই সুবিধা হল। এর খানিকটা ভিজেছিল বটে, কিন্তু বেশির ভাগই শুকনা ছিল। আমরা পুরানো পিস্তলটা পরিষ্কার করে নিলাম। পিটারকিন্ তাই দিয়ে শিকারে হাত পাকাতে লাগল। এখন ত সে ওস্তাদ শিকারী! যাক, যা বলছিলাম। আমাদের সব খোঁজাখুঁজিই বিফল হল। তোমার কোন চিহ্নও কোথাও পাওয়া গেল না। তোমাকে ফিরে পাবার সব আশা ছেড়ে দিলাম। সাথে সাথে এই দ্বীপও যেন আমাদের কাছে মরুভূমি হয়ে উঠল। এর পর থেকে আমাদের কাজ হল, সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা, যদি কোন জাহাজের দেখা পাই, দেশে ফিরে যেতে পারি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এখন তোমাকে ফিরে পেয়ে প্রবাল দ্বীপকে আবার আগের মতই সুন্দর মনে হচ্ছে। এখন আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?"

"কি ইচ্ছে?"

"দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলি দেখা। এখন ত আমাদের হাতে চমৎকার একটা জাহাজ রয়েছে। কাজেই কোন দিকে কোন অসুবিধে হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিন্ বলল, "আমিও ঠিক এ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার ত ইচ্ছে, আর একদিনও দেরি না করে কালই রওনা হই।"

"তা হলে চল, যে দ্বীপে আভাতিয়া আছে, সেই দ্বীপেই আগে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, তারারোর মত বদলানো যায় কিনা। বেচারা আভাতিয়া তার ইচ্ছে মত বিয়ে করতে পারে কিনা। তারারোর প্রাণ আমরা একবার বাঁচিয়েছি। সে কথা তার মনে থাকলে হয়ত আমাদের অনুরোধ রাখতেও পারে। অন্তত চেষ্টা করতে দোষ কি? কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। আমাদের প্রাণও যেতে পারে। তোমরা যাবে কিনা ভেবে দেখো।"

"এতে ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা যাবই।"—দু'জনে প্রায় একই সাথে বলল।

আমাদের সংকল্প স্থির হতেই আমরা আর দেরি না করে সব গোছগাছ শুরু করলাম। জাহাজে মোটামুটি সব জিনিসই ছিল। তবুও আমরা কিছু নারকেল, রুটিফল, তারো, কুল, আলু এবং কলা নিয়ে নিলাম।

সব ঠিকঠাক করে শেষ বারের মত আগরা দ্বীপটা ঘুরে এলাম। যে সব জায়গা ছিল আমাদের প্রিয়, যেখানে আমরা কত আনন্দময় মুহূর্ত কাটিয়েছি, সেগুলির উপর যেন আমাদের আবার নূতন করে মায়া হতে লাগল। সব শেষে আমরা আমাদের আস্তানায় গেলাম। সেখান থেকে আমাদের টুকিটাকি জিনিসগুলি—কুড়াল, পেনসিল, ভাঙ্গা দূরবীন, পেনসিল কাটা ছুরি, জ্যাকের তৈরি বঁড়শি, পাল

www.BanglaBook.org

সেলাইয়ের ছুঁচ, পিটারকিনের তৈরি জুতা, পিস্তল, কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠলাম।

যাবার আগে লোহা-কাঠের একটি তক্তায় আমাদের নামগুলি ক্ষোদিত করলাম—জ্যাক মার্টিন। র‍্যাল্‌ফ রোভার। পিটারকিন্‌গে। তারপর সেটা আস্তানার দোরের কাছে টাঙিয়ে দিলাম।

নোঙর তুলতেই অনুকূল বায়ুভরে আমাদের জাহাজ ঢেউ কেটে কেটে চলল। দেখতে দেখতে আমাদের এত সাধের প্রবাল-দ্বীপ চোখের আড়াল হয়ে গেল। সেখানে রয়ে গেল আমাদের এত দিনের সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতি!

॥ ২৮ ॥

তিন সপ্তাহ চলার পর আমাদের জাহাজ গিয়ে ম্যাঙ্গো দ্বীপে পৌঁছল। বিল্‌ আমায় বলেছিল, আভাতিয়া এই দ্বীপেই আছে। সে আমাকে একদিন কথায় কথায় দ্বীপটির বিশদ বর্ণনাও দিয়েছিল। তাই সেটি সনাক্ত করতে আমার বিশেষ অসুবিধা হল না।

জ্যাক্‌ আমাদের বলল, "দ্বীপে নামবার আগে আমাদের সব কথা আর একবার আলোচনা করে নেওয়া ভাল। র‍্যাল্‌ফ! তুমি ত বলছিলে এ দ্বীপের অধিবাসীরা ভীষণ দুর্ধর্ষ। নৃশংসতায় এদের জুড়ি মেলা ভার। মানুষ খাওয়াই এদের স্বভাব। গায়ের জোরই এখানকার আইন।"

"বেল্‌ আমাকে তাই বলছিল। সে আমাকে আরও বলেছিল যে, এই দ্বীপের দক্ষিণ দিকটায় একজন মিশনারি থাকেন। তিনি সেখানকার লোকজনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এতে আমাদের কোন সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কারণ তারারো নাকি খ্রীষ্টানদের একবারেই দেখতে পারে না। সাদা চামড়ার মানুষ মাত্রই তার দুচোখের বিষ।"

www.BanglaBook.org

"তা হলে ত ভারী মুশকিলের কথা। তারারোর যদি খেয়াল হয়, তা হলে আমাদের জাহাজটি কেড়ে নিতে পারে, আমাদের মেরেও ফেলতে পারে।"

"সে ভয় আছে বটে!"

"তুমি বলছিলে, মিশনারিটি ইংরেজী জানে।"

"মোটামুটি জানে বলেই আমার ধারণা।"

"তাহলে আমার ইচ্ছে, আমাদের জাহাজটা সেই খ্রীষ্টান পাড়ার কাছাকাছিই নোঙর করি।"

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। আমাদের জাহাজ নোঙর করার অল্পক্ষণ পরেই একটি ক্যানোতে চড়ে একজন সাদাসিধে চেহারার এদেশী লোক আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁর রং কালো, পরনে দামী ইউরোপীয় পোশাক, মাথায় সোলার হ্যাট। তিনি আমাদের অভিবাদন করে বললেন, "আপনাদের আমি স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।"

আমরাও প্রত্যাভিবাদন করলাম। জ্যাক্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই বুঝি এখানকার পাদরী?"

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি ভগবানের একজন দীন সেবক।" পাদরী ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিলেন।

"আপনি আসায় ভালোই হল। আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে। দয়া করে আমাদের জাহাজে আসবেন কি?"

পাদরী সাহেব জ্যাকের অনুরোধ অনুযায়ী জাহাজে উঠে এলে আমরা তাঁকে পানীয় দিতে গেলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি মদ খান না। আমরা তখন তাঁকে বিস্কুট ও ডাবের জল খেতে দিলাম। ক্যানোতে তাঁর যে সব সঙ্গী-সাথী ছিল, তাদেরও এক থালা বিস্কুট খেতে দেওয়া হল।

জ্যাক্ তাঁকে নিয়ে কেবিনে গেল। আধঘণ্টা তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল। তার পর তারা নীচে নেমে এল। পাদরী আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে ক্যানোয় চড়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আর পিটারকিন্ জ্যাক্‌কে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপটেন সাহেব, তোমাদের কি কথাবার্তা হল? এখন আমাদের উপর কি হুকুম?" আলোচনার সময় কেবিনে আমাদের ডেকে নেওয়া হয়নি, তাই আমাদের মনে মনে একটু সূক্ষ্ম অভিমান ছিল।

"সে সব কথা পরে বলছি। এখন নোঙরটা তোল। হাল ধর। এই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আমাদের লেগুনের মধ্যে ঢুকতে হবে। পাদরী বলে গেলেন, সেখানে জল বেশ গভীর। কাজেই কোন অসুবিধা হবে না।"

জাহাজ আস্তে আস্তে তীরের দিকে চলতে লাগল। জ্যাক্ তখন সব কথা খুলে বলল। "আভাতিয়া এখনও এই দ্বীপেই আছে। সে অবশ্য এই দ্বীপের মেয়ে নয়। তার বাড়ি হচ্ছে সামোয়া দ্বীপে। সেখানের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আভাতিয়ারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু তারারোর এতে ঘোর আপত্তি। এই দ্বীপ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের আর এক দ্বীপের এক দেশী খ্রীষ্টানকে আভাতিয়া ভালবাসে। তাকে সে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তারারোর তাতে একবারে অমত। সে চায় তার মনোনীত ম্যাঙ্গো দ্বীপেরই একজনের সাথে তার বিয়ে দেয়। তাকে নাকি সে কথা দিয়েছে। তাই আভাতিয়া এখান থেকে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। দেখা যাচ্ছে, আমরা ঠিক সময়মতই এখানে এসে গেছি। আভাতিয়ার প্রেমিক বোধহয় সেই সর্দার, এমো দ্বীপে আমরা যার কথা শুনেছিলাম। পাদরী আরও বলে গেলেন এই দ্বীপের অধিবাসীরা ভয়ানক হিংস্র। নিজেদের মধ্যেও মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। এতে কতজন যে প্রাণ হারায় তার সংখ্যা নেই। আগামী পরশুই নাকি দুই দলের মধ্যে বিষম মারামারি হবে। তারারোই হচ্ছে এক দলের সর্দার। তার আগে তার সাথে কোন কথা বলবার সুযোগই আমাদের হবে না।"

আমরা যে খ্রীষ্টান পাড়ার কাছে নোঙর করেছি, তা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরদোরও সাজানো-গুছানো। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই ছোটখাট ফুলের বাগান। তাতে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারধারে সবুজেরও সমারোহ। একপাশে একটা ছোট্ট পাহাড়। সেটাই এ পাড়ার সীমারেখা। তারপরেই তারারোর রাজত্ব।

এখাকার লোকজন কেউ উলঙ্গ নয়। সকলের পরনেই এদেশী কাপড়-চোপড়। আমাদের দেখে সবাই বেশ খুশীই হয়েছে মনে হল। পাদরী সায়েবের নিমন্ত্রণে আমরা তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নানারকম খাবার খেতে দিলেন। খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম, এখানে ভীষণ ইঁদুরের উপদ্রব। তারা ঘরময় ছুটাছুটি করছে। কয়েকটা আমাদের পায়ের উপর দিয়েও গেল।

আমরা বললাম, "ফাঁদ পেতে এদের ধরবার চেষ্টা করেন না কেন?"

"কত ধরব? এদের যে সীমাসংখ্যা নেই। সর্বত্রই এদের উৎপাত। এই দ্বীপের উত্তর দিকের অধিবাসীরা ইঁদুর খায়। তাই সেদিকে এদের উৎপাত কিছুটা কম। এই এলাকার অধিবাসীরাও আগে ইঁদুর খেত। আমরা খাই না বলে, এরাও এখন আর খায় না।"

"বিড়াল পুষলেই পারেন। তারা ত ইঁদুরের যম।"

"তা জানি। কিন্তু এদিকে বিড়াল পাওয়া দুর্ঘট। তাই এই উপদ্রব সহ্য করা ছাড়া গতি নেই।"

এর দু'দিন পরের কথা। পাদরীর সাথে আমরা বেড়াতে বেড়াতে চারদিক দেখছিলাম। আমাদের পথের পাশে পাশে কলা, লেবু ও অন্যান্য নানা ফলের গাছ। এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের গোড়ার দিকে কি বিষম বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছিল, পাদরীর মুখে তার বিশদ ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু তাঁর মুখে যে গল্প আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগল, সে হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের এই সব দ্বীপের জন্ম-রহস্য। তিনি বললেন, "প্রশান্ত মহাসাগরে তিন রকমের দ্বীপ আছে। প্রথমত সে সব দ্বীপ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যাদের জন্ম। সে সব দ্বীপ সাধারণত কঙ্করময় এবং পাহাড়ে ভরতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বীপ হচ্ছে চুনা পাথরে তৈরি। তাদের উচ্চতা একশো ফুট থেকে পাঁচশো ফুট পর্যন্ত। আগ্নেয়গিরির

www.BanglaBook.org

অগ্ন্যুৎপাতের সময় আশেপাশের ভূখণ্ডে যে আলোড়ন হয়, তাতে সমুদ্রতলের ভূখণ্ড ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এ ধরনের দ্বীপের সৃষ্টি করে। তারা আগ্নেয়গিরিও নয়, প্রবাল কীটের সঙ্গেও এদের কোন সম্পর্ক নেই। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ। এরা খুব বেশী উঁচু হয় না, এ সব দ্বীপের মাঝে মাঝে প্রায়ই ছোটখাট হ্রদের মত জলাভূমি থাকে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় লেগুন। এ সব দ্বীপের সংখ্যাই এখানে সব চেয়ে বেশী। প্রবাল কীটরা কি করে প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। একটা মত হচ্ছে,—সমুদ্রের জলে প্রচুর চুন আছে। প্রবাল কীটের দেহেও চুনের ভাগই সব চেয়ে বেশী। প্রবাল কীটরা সমুদ্রের জল থেকে নিজেদের শরীরে চুন টেনে নেয়। এই চুন দিয়ে তারা ছোট ছোট সেল্ তৈরি করে। সাধারণত আগ্নেয়গিরির মুখে বা সমুদ্রের নীচে কোন পাহাড়ের মাথায় তারা এই সেল্ তৈরি শুরু করে। আস্তে আস্তে তা উঁচু হয়ে হয়ে জলের উপর পর্যন্ত আসে। এর পর তাদের এই সৃষ্টিকার্য বন্ধ হয় এবং তারা মরে যায়। প্রথমে চারপাশটা উঁচু হয়, মাঝখানটা নীচু থাকে। সেখানে জল জমে লেগুনের সৃষ্টি হয়। তার পর পাখীরা ওখানে এসে বসে, তাদের মুখে মুখে জমির উপর নানারকম বীজ পড়ে গাছপালার জন্ম হয়। এইভাবেই এই সব দ্বীপের জন্ম।"

তাঁর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে পিটারকিন্ মন্তব্য করে বসল, "পাদরী সাহেবের জ্ঞানের বহর দেখছি, জ্যাকের চেয়েও অনেক বেশী। জ্যাক্ ত আমাদের এর সিকিও বলেনি।"

ফিজি দ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও অনেক কথা পাদরী আমাদের বললেন। তার মধ্যে একটি প্রথা এমনই নৃশংস যে শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দলের সর্দার যখন খুব বুড়ো হয়ে পড়ে, তখন তাকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। তার ছেলেরা তখন তার মাদের গলা টিপে মেরে ফেলে। এখানে বলা দরকার যে সর্দারদের অনেকগুলি স্ত্রী থাকে। তার পর বাপকে জ্যান্ত কবর দেয়। জ্যান্ত বাপের সাথে মায়েদের মৃতদেহগুলিও কবর দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাদরীর কাছে বিদায় নেওয়ার পর জ্যাক্ আমাদের হঠাৎ বলে উঠল, "আজ এখানে দুই দলে মারামারি হবে, মনে আছে ত? সেটা আমি চাক্ষুষ দেখতে চাই। জায়গাটা নাকি মাইল ছয়েক দূরে। সেটা তেমন বেশী কিছু নয়। আর ওখানে আমার মারাত্মক বিপদেরও কোন সম্ভাবনা নেই। হয়ত দু'একটা উটকো ঢিল বা তীর আসতে পারে। তা একটু সাবধানে থাকলেই হবে।"

"তুমি ভাবছ একা যাবে? সেটি হচ্ছে না। আমরাও যাব।" পিটারকিন্ বলল।

"তা হলে ত ভালোই হবে। ধরা পড়লে সোজা দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করা যাবে।"

"দৌড়ে পালাবে তুমি!"—পিটারকিন্ বিস্ময়ের সুরে বলল।

"যদি যুদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য হত, তা হলে নিশ্চয়ই পালাতাম না। কিন্তু সেটা যখন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তখন আমাদের সঙ্গী বীরপুরুষ পিটারকিন্ যখন পিছন ফিরে দৌড় শুরু করবে, তখন আমাদেরই বা পালানো ছাড়া আর কি উপায় থাকবে!"

জ্যাকের কথা শুনে শুধু আমি নয়, পিটারকিন্ও হেসে উঠল।

॥ ২৯ ॥

যুদ্ধস্থলের কাছে গিয়ে দেখি, সেটা পাহাড়ের মাথায় একটা সমতল জায়গা। যুদ্ধং দেহি বলে দুই পক্ষই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে পাথর।

হঠাৎ দুই পক্ষই পরস্পরকে আক্রমণ করল। এই আক্রমণের কোন নিয়মকানুন নেই। যে যাকে পাচ্ছে, তারই মাথা ফাটাবার চেষ্টা করছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তাদের স্বামীদের বিপদ দেখলে তারাও প্রতিপক্ষের সাথে সমান তেজে লড়তে শুরু করে। একটি মাঝারী বয়সের মেয়ে তার স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুপক্ষকে পাথরের এক ঘায়ে একেবারে শেষ করে দিল। দুইপক্ষেই চিৎকার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রণ-হুংকার, গালাগালি। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই এই মারামারি শেষ হয়ে গেল। তারারোর পক্ষই জয়লাভ করল। পরাজিত দলের আঠারো জন মারা গেল। বাকীরা পালিয়ে বাঁচল। জয়ী দল এই আঠারো জনের মাথা থেকে ঘিলু বার করে কলাপাতায় করে তাদের মন্দিরের দিকে চলল—দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথমত তারা এই ঘিলু উৎসর্গ করবে। মৃতদেহগুলি যাবে পরে।

পরদিন মিশনারির বাড়িতেই আমরা প্রাতরাশ খেলাম। খেতে খেতে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। মিশনারিটি বললেন, "তোমরা বাঘের গর্তে হাত দিতে যাচ্ছ, এটা মনে রাখবে। এদের এক মুহূর্ত বিশ্বাস করা যায় না। বেচারা আভাতিয়ার জন্য খুবই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা কিছু করতে পারবে বলেও আমার মনে হয় না।"

জ্যাক্ বলল, "পারা না পারা ভগবানের হাত। কাজটা যখন মহৎ, তখন চেষ্টা করতে দোষ কি?"

আরও খানিকক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল, আমরা সেদিনই তারারোর সাথে দেখা করব। পাদরীও আমাদের সাথে থেকে দোভাষীর কাজ করবেন। সেই অনুযায়ী পাদরী আমাদের জাহাজে এলে আমরা নোঙর তুললাম। আগেই স্থির হয়েছিল, দ্বীপ ঘুরে আমরা জাহাজটা তারারোর বাড়ির কাছাকাছি নোঙর করব।

কিছুক্ষণ বাদেই আমরা তারারোর বাড়ির কাছে এসে পেঁছলাম। জাহাজে আগেই বৃটিশ পতাকা তোলা হয়েছিল। এবার আমরা কামানটা দাগলাম। তার আওয়াজে সামনের পাহাড়গুলি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ফলে তীরে যেরূপ দৌড়াদৌড়ি শুরু হল, তাতে বুঝলাম, দ্বীপবাসীরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু তারপরও যখন আমরা তাদের উপর কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন করলাম না, তখন সাহস করে তারা একটা ক্যানো নিয়ে জাহাজের কাছে এসে ভিড়ল।

পাদরী তাদের বুঝিয়ে বললেন, আমরা তাদের শত্রু নই। বন্ধু হিসাবেই সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তারারোকে গিয়ে যেন

www.BanglaBook.org

তারা এ সংবাদ দেয় এবং জাহাজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলে।

উত্তরের জন্য আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর তারারোর কাছ থেকে ফিরে এসে একজন আমাদের বলল, তারারোর এখন এখানে আসবার সময় হবে না। সে তাদের মন্দিরে একটা পূজা-অনুষ্ঠানে ভারী ব্যস্ত। তাছাড়া আর এক দ্বীপের সর্দার, যে তারারোর কাছে এসেছিল, সে এক্ষুণি চলে যাবে। তাকে বিদায় দেওয়ার হাঙ্গামাও আছে। কাজেই পাদরী যদি আমাদের নিয়ে তার ওখানে যান, তবে ভাল হয়।

পাদরী তাতেই রাজী হলেন। রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে জ্যাক্ বলল, "অস্ত্রশস্ত্র সব রেখে যাও। আমরা খালি হাতে যাব। আমরা এখন সম্পূর্ণ এদের মর্জির উপর আছি। অস্ত্র হাতে থাকলে বড় জোর দুচার দশজনকে মারতে পারব। কিন্তু তারপর? কাজেই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিরস্ত্র হয়ে যাওয়াই ভাল। তোমরা কি বল?"

আমরাও জ্যাকের যুক্তিই মেনে নিলাম। তারারোর বাড়ির কাছে যেতেই একদল বুনো হইচই করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং তারারোর বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল "সর্দার এখনই মন্দিরে পূজা দিতে যাবে। কাজেই তার ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

শুনে জ্যাক্ বলল, "বেশ ত, সর্দারের যদি আমাদের সাথে দেখা করবার সময় না থাকে, আমরাই তার সাথে মন্দির পর্যন্ত যাব। সেখানে কিভাবে পূজা হয়, তাও দেখা যাবে।"

পাদরী মন্দিরে যেতে রাজী হলেন না। কাজেই আমরা তিনজনেই মন্দিরের দিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই শুনলাম, ঝোপের দিক থেকে একটা হইহই শব্দ ভেসে আসছে। দেখি, একটা শোভাযাত্রা করে একদল বুনো মন্দিরের দিকেই যাচ্ছে। পনের-ষোল জন মানুষ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা প্রকাণ্ড তক্তার উপর পাশাপাশি বসা। বুনোরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে তক্তাটি কাঁধে করে চলছে। দেখেই শিউরে উঠলাম। বুঝলাম. এদের বলি দিতে নেওয়া হচ্ছে।

জ্যাক্‌কে সে কথা বলতেই সে বলল, "তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ এদের কেউই জ্যান্ত নয়।"

শোভাযাত্রীরা আরও কাছে এলে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। জ্যাকের কথাই সত্য। গতকাল মারামারিতে যারা নিহত হয়েছিল, তাদেরই হাত-পা বেঁধে এভাবে বসিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দেবতার কাছে উৎসর্গ করবার জন্য। পিছনে আর একজন লোককে হাত বাঁধা অবস্থায় দু'জন লোক ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারাও মন্দিরেই যাবে। আর সবার পিছনে হইহই চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে আসছে একদল পুরুষ, নারী আর শিশু।

মন্দিরটি গোলাকৃতি। তার একটি মাত্র দরজা। মন্দিরের চারিদিকে স্তূপাকৃতি মানুষের মাথার খুলি আর হাড়। মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত একটি উঁচু আসনে বসা। তাঁর পাশে নানা সাইজের ছুরি। এগুলি দিয়েই তিনি দেবতার নিকট উৎসর্গ করা মৃতদেহ কাটাকুটি করেন। এক কোণে নানা রকম জিনিস জড় করা—সবই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার মধ্যে বর্শা এবং গদাও আছে।

শোভাযাত্রীরা মৃতদেহগুলি মন্দিরের চত্বরে বসিয়ে দিল। একজন সেগুলি সিন্দুর ও কালো রঙে চিত্রিত করল। তার পর আর একজন সেগুলির কাছে নিয়ে হাত-মুখ নেড়ে তাদের গালাগালি শুরু করল। তারপর তাদের মুখে লাথি মেরে চলে আসতেই শোভাযাত্রীরা গিয়ে তাদের হাত-পা ধরে টানা-হিঁচড়া করে মন্দিরে নিয়ে এল। পুরোহিত তখন সেগুলি ছুরি দিয়ে টুকরা টুকরা করে দিলেন। উপস্থিত এক এক জন এক এক টুকরা নিয়ে আগুনে সেঁকতে শুরু করল। মন্দিরের এক পাশে আগেই এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালা হয়েছিল।

জনতা এবার অদূরে এক পাহাড়ের কাছে এসে জড় হল। সেখানে একটা ঘরের কাঠামো তৈরি দেখা গেল। এক কোণে খুব বেশী ভিড় দেখে উঁকি মেরে দেখি, একটা গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তার প্রস্থ

www.BanglaBook.org

প্রায় দুই ফুট। যে লোকটাকে বেঁধে আনা হয়েছিল, তাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে খুঁটিটা সেই গর্তে পোঁতা হল। গোটা মানুষটাই গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর গর্তটা মাটি দিয়ে বন্ধ করা হল। এভাবে জ্যান্ত মানুষটাকে কবর দেওয়া হল। পরে শুনেছি, নূতন কোন দেবমন্দির বা সর্দারের নূতন কোন ঘর তৈরি করতে হলে এভাবে জ্যান্ত মানুষ কবর দেওয়াই এদের প্রথা।

এই অমানুষিক দৃশ্য আর দেখতে পারছিলাম না। জ্যাক্ ত একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। বলল, "আর নয়। যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এবার চল, ফিরে যাই।"

জাহাজে ফিরে আমরা পাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় লোকজন নিয়ে তারারো সেখানে উপস্থিত হল। লোকজনদের মাথায় ফল এবং তরকারির ঝুড়ি।

আমরা এগিয়ে গিয়ে তারারোকে অভ্যর্থনা জানালাম। উত্তরে সে জানাল, আমাদের দেখে সে খুব খুশী হয়েছে। আমরা তার কাছে কি চাই, জানতে চাইল।

আমাদের কথাবার্তা পাদরীর মারফতই হল। জ্যাক্ তারারোকে বলল, "আমি একবার তোমার, আভাতিয়া এবং দলের আরও অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছি। সেই অধিকারে তোমার কাছে আভাতিয়াকে চাইছি। তাকে তার নিজের খুশীমত চলতে দাও।"

"সেটা সম্ভব নয়। কারণ আভাতিয়া আর একজনের নিকট বাগদত্তা। আমি কথা দিয়েছি। সে কথার নড়চড় হবে না।"

"তার ফল কি ভাল হবে?"

তারারো সে কথার কোন জবাব দিল না। তার মুখে শুধু একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল।

এর একটু পরেই দুজন লোক একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে সেই ফল ও তরকারির স্তূপের উপর বসিয়ে দিল। আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, মেয়েটি আর কেউ নয়, আভাতিয়া।

এই দেখে পাদরী জ্যাক্‌কে বলল, "সর্বনাশ, এরা দেখছি মেয়েটিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানেই বলি দেবে। সেজন্যই এখানে এত ফল-তরকারির ব্যবস্থা।"

যেই এই কথা শোনা, জ্যাক্ অমনি বাঘের মত লাফিয়ে উঠে আভাতিয়াকে এক টানে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। তারপর একজন বুনোর হাত থেকে একটা প্রকাণ্ড গদা কেড়ে নিয়ে মাথার উপর বনবন করে ঘুরাতে ঘুরাতে চিৎকার করে বলল, "যার সাহস আছে এগিয়ে আয়! সব কটাকে একবারে ছাতু বানিয়ে ছাড়ব।" তার তখনকার সে কি মূর্তি!

বুনোরা সে কথা শুনে জ্যাক্‌কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সবার হাতে গদা, সবারই লক্ষ্য জ্যাকের মাথা। বেগতিক দেখে পাদরী তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "থামো, থামো! একে শাস্তি দেবার মালিক তোমরা নও, মালিক তোমাদের সর্দার।" এ কথায় কাজ হল। তারা সব থমকে দাঁড়াল। তারারোও তাদের নিবৃত্ত হতে বলল। তারপর জ্যাক্‌কে লক্ষ্য করে বলল, "তোমার স্বাধীনতা ও জীবন এখন আমার হাতে। যদি বাঁচতে চাও, আমি যা বলি শোন। দেখছো ত আমরা সংখ্যায় অগণ্য। একা তুমি কি করবে?"

"শয়তান, মরার ভয় দেখাচ্ছ? মরতে হলে আমি একা মরব না। তোমাদেরও কয়েক জনকে শেষ করব। তবে যদি কথা দাও, আভাতিয়ার কোন অনিষ্ট করবে না, তা হলে আমি তোমার কথা শুনতে পারি।"

"তোমার বেশ সাহস দেখছি। তবে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। যাহোক আমি কথা দিচ্ছি, আভাতিয়ার কোন অনিষ্ট হবে না। তিন দিন সে এখানেই থাকবে।"

পাদরীটি তখন জ্যাকের কানে কানে বলল, "তুমি এতে রাজী হয়ে যাও। কেননা গোঁয়ার্তুমি করে তুমিও বাঁচবে না, আভাতিয়াকেও বাঁচাতে পারবে না। তিন দিন কম সময় নয়। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে।"

জ্যাক্ মিনিটখানেক ইতস্তত করল। তারপর হাতের গদাটি

www.BanglaBook.org

মাটিতে ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই দেখে তারারো খুশী হল। বলল, "তুমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পার। কিন্তু তোমার জাহাজ আমি আটক করলাম।"

এক ফাঁকে পাদরী আভাতিয়াকে ফিসফিস করে কি বলে এলেন। কেউই তা লক্ষ্য করল না।

তারারো তখন আভাতিয়ার হাত ধরে তার বাড়ি চলে গেল। আমরাও জাহাজে ফিরে এলাম।

সেখানে আমাদের পরামর্শ সভা বসল। অনেক আলোচনার পর পাদরী বললেন, "আমি একটা উপায় বলতে পারি। তবে তার মধ্যে বিপদ আছে।"

জ্যাক্ অধৈর্য হয়ে বলল, "কি করতে হবে, খুলে বলুন।"

পাদরী বললেন, "এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে একটি দ্বীপ আছে। সেখানে সবাই খ্রীষ্টান। সেই দ্বীপের সর্দারকেই আভাতিয়া বিয়ে করতে চায়। যদি কোন মতে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার, তবে আর কোন ভয় নেই। কিন্তু তা করতে হলে তোমাদের জাহাজের মায়া ছাড়তে হবে। এতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারবে কি?"

"নিশ্চয়ই পারব। আভাতিয়াকে বাঁচাব বলে যখন একবার স্থির করেছি, তখন তাকে বাঁচাবার জন্য যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।"

"তবে শোন বলছি। আমি একটা ক্যানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমরা তাতে চড়ে আভাতিয়াকে নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ো। তোমাদের জাহাজটি এখানেই থাকবে। তাহলে তোমরা যে পালিয়ে যাচ্ছ, এটা কেউ সন্দেহ করবে না। আভাতিয়াকে আমি বলেছি, সে আজই এইখানে এসে আমাদের সাথে গোপনে দেখা করবে। তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের জাহাজ দেখবো।"

"কিন্তু ব্যাপারটা যখন জানাজানি হবে, তখন আপনার কি দশা হবে?"

"ভগবানই বলতে পারেন। হয়ত তারা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার কথা থাক্। তোমরা এতটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পারবে কিনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবে দেখো। পঞ্চাশ মাইল সমুদ্রপথ একটা ছোট ক্যানোতে পাড়ি দেওয়া সহজ কথা নয়। সমুদ্রে দিক ভুল হতে পারে, ঝড়ের মুখে পড়তে পার, ধরা পড়ার ভয়ও আছে। এ সবই তোমাদের ভাবতে হবে।"

"যদি আভাতিয়া আমাদের সাথে যেতে আপত্তি না করে, তবে ভবিতব্য যাই হোক্ একবার চেষ্টা করে দেখব। আমার বন্ধুদেরও তাই মত।"

যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে আভাতিয়ার সাথে আমাদের দেখা হল। সে ত পালাবার জন্য আগে থেকেই ছটফট করছিল। কাজেই আমাদের প্রস্তাব শোনা মাত্র রাজী হয়ে গেল।

জ্যাক্ তবু জিজ্ঞাসা করল, "আমরা বিদেশী। তোমার সম্পূর্ণ অচেনা। আমাদের সাথে যেতে ভয় পাবে না ত?"

"না, তোমরা ত আমার বন্ধুর কাজ করছ। তোমাদের সাথে যাব, তাতে ভয় কোথায়?"

এর পর পাদরীর সঙ্গে আমরা আরও শলা-পরামর্শ করলাম। অবশেষে জাহাজে ফিরে যাত্রার সব আয়োজন করতে লাগলাম।

॥ ৩০ ॥

যাত্রার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, আমাদের ভয়ও ততই বাড়তে লাগল—পাছে আমাদের ফন্দি ফাঁস হয়ে যায়, যাত্রায় বাধা পড়ে। মনের এই উত্তেজনা কমাবার জন্য এবং কেউ যেন আমাদের কোন রকমে সন্দেহ না করে, এ জন্য আমরা যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

তারপর রাত একটু গভীর হলে মালপত্র নিয়ে আমরা গিয়ে ক্যানোতে উঠলাম। একটু বাদেই আভাতিয়াও এসে উপস্থিত হল। ভগবানের নাম করে আমরা ক্যানো ছেড়ে দিলাম। প্রথমত আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে লাগলাম, যাতে কোন শব্দ না হয়। তার পর

www.BanglaBook.org

যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে, কেউ আমাদের দেখতে পায়নি, তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েই দাঁড় টানতে শুরু করলাম। কারণ যেমন করেই হোক, আমাদের পালাবার ব্যাপারটি জানাজানি হবার আগেই অনেক দূরে চলে যেতে হবে।

সে রাত ত বটেই, পর দিনও সারা দিন-রাতের মধ্যে আমাদের দাঁড় টানা বন্ধ রইল না। শুধু পালা করে এক এক জন সামান্য কিছু মুখে দিয়েছি, আর জল খেয়েছি। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে, শুধু মনের জোরে আমরা দাঁড় টেনে চলেছি।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার মুখে জ্যাক্ বলল, "আর এই একটানা পরিশ্রম সম্ভব হচ্ছে না। অনেকটা দূরেও এসে গেছি। আর বোধ হয় ধরা পড়বার ভয় নেই। এসো, এবার খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নি। শুধু একজন হাল ধরে থাকলেই চলবে।"

সত্যি, আমরা সকলেই ক্লান্তির একবারে শেষ সীমায় এসে পেঁাছেছি। শুধু কি শারীরিক পরিশ্রম? মানসিক উদ্বেগও কি কম? আভাতিয়া ত ইতিমধ্যেই অবসাদের ভারে এলিয়ে পড়েছে। তাকে জাগালাম। তার পর চারজনেই পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। জ্যাক্ হাল ধরে বসে রইল। আমরা বাকী সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। মধ্য রাত্রে জ্যাক ঘুমাল, আমি হালে বসলাম। শেষ রাত্রের দিকে পিটারকিন্‌কে হালে বসিয়ে আমি আবার শুয়ে পড়লাম। সকলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত। আমাদের বিপদ বুঝি কেটে গেল!

কিন্তু ভোরের দিকে পিটারকিনের চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গতেই আমাদের সুখ-স্বপ্ন টুটে গেল। সভয়ে দেখলাম, লোকবোঝাই একটা প্রকাণ্ড ক্যানো আমাদের ধরতে আসছে। সেটা তখনও অনেকটা দূরে। কিন্তু যত দূরেই থাক্, আমাদের ধরতে আর কতক্ষণ!

জ্যাক্ দমবার ছেলে নয়। সে বলল, "একটু দূরেই একটা দ্বীপের মত মনে হচ্ছে। চল, আপাতত সেখানে গিয়েই আশ্রয় নেওয়া যাক্। জলের চেয়ে ডাঙ্গায় লড়তে সুবিধে হবে।"

www.BanglaBook.org

রাতটা ঘুমুতে পারার ফলে সবাই একটু তাজা ছিলাম। তাই পুরা উদ্যমে আবার দাঁড় টানা শুরু হল। আমাদের ছোট ক্যানো তরতর করে জল কেটে ছুটতে লাগল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই আমাদের সমস্ত উদ্যম শেষ হয়ে গেল। দেখলাম, আমরা যেটা দ্বীপ ভেবেছিলাম, আসলে সেটা কুয়াশার আস্তরণ মাত্র। দূর থেকে দ্বীপের মত মনে হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে শত্রু ক্যানোটা আরও কাছে এসে গেছে। বুনোদের চিৎকারও আমাদের কানে আসছে। আমাদের যে তারা দেখতে পেয়েছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই!

যখন বুঝা গেল, পালিয়ে রক্ষা পাবার আর উপায় নেই, তখন জ্যাক্ তার সংকল্প স্থির করে ফেলল। বলল, "আর দাঁড় বেয়ে বৃথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। এবার মুখোমুখি বাধা দেবার জন্য তৈরি হও। বিনা বাধায় ধরা দেব না।"

ততক্ষণে শত্রু-ক্যানো আমাদের একবারে কাছে এসে গেছে। বুনোদের হাতের বর্শাগুলি রোদের আলোয় ঝকমক করছে। আমরাও আমাদের হাতের দাঁড় উঁচিয়ে তৈরি। এমন সময় ওদের ক্যানোর এক বিরাট ধাক্কায় আমাদের ক্যানো উলটে গেল। আমার জলে পড়ে গেলাম। তার পর কি হল জানি না।

জ্ঞান হলে দেখি, আমরা তিনজনই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শত্রুদের ক্যানোয় পাশাপাশি শুয়ে আছি। ক্যানোটি ম্যাঙ্গো দ্বীপের দিকে ফিরে যাচ্ছে। দু'দিন এ ভাবেই কাটল। খাওয়া-দাওয়া দূরে থাক্, এ দু'দিনের মধ্যে এক ফোঁটা জলও আমাদের মুখে পড়ল না।

তৃতীয় দিনে আমরা দ্বীপে পেঁছিলাম। আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। হাত বাঁধাই রইল। এই অবস্থায়ই আমাদের তারারোর কাছে হাজির করা হল। দেখলাম, পাদরীও সেখানে উপস্থিত আছেন।

তারারো পাদরীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই ক্ষুদে তিনটে আমার আতিথ্যের এ ভাবে অবমাননা করল, এ কি করে সম্ভব হল?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাদরী কোন উত্তর দেবার আগে জ্যাক্‌ই বলল, "আতিথ্যের অবমাননার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ অতিথির মর্যাদা ত আমাদের দেওয়াই হয়নি। আমরা এসেছিলাম আভাতিয়াকে উদ্ধার করতে, আমাদের দুর্ভাগ্য, সে চেষ্টা সফল হল না।"

জ্যাকের কথা শুনে তারারো রাগের চোটে কাঁপতে লাগল। বলল, "বেয়াদব ছোকরা, তোমার কাছে আমার আর কোন ঋণ নেই। তোমার এই ধৃষ্টতার শাস্তি তোমার ও তোমার দুই সঙ্গীর মৃত্যু।" এই বলে তার অনুচরদের নির্দেশ দিল, "এই বেয়াদব তিনটাকে পাহাড়ের সেই গুহাটায় আটকে রেখে এসো।"

গুহাটা খুব বড় না হলেও একবারে ছোটও নয়। এক পাশে বসবার মত একটা ধাপও আছে। আমরা তার উপরই গিয়ে বসলাম। আমিই প্রথম মুখ খুললাম। বললাম, "ভাই জ্যাক্! ভাই পিটারকিন্! আমাদের সব আশাই ব্যর্থ হল। আমাদের পরিত্রাণের আর পথ নাই। পাষণ্ডটা আমাদের সেই মন্দিরে নিয়েই হয়ত বলি দেবে।"

জ্যাক্ অনুতাপের সুরে বলল, "আমার হঠকারিতার জন্যই তোমাদেরও এ অবস্থা! যদি পাদরী কিছু করতে পারেন, নইলে ত কোন আশা দেখছি না।"

"তারারো পাদরীকে একদম দেখতে পারে না। তাঁর কথা কি সে আর গ্রাহ্য করবে! এখন ভগবান্‌ই একমাত্র ভরসা।"

জ্যাকের কথা শেষ হতে না হতেই গুহার মুখে পদশব্দ শোনা গেল। তিনটি বুনো এসে আমাদের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে চলল। আমরা ভাবলাম, আমাদের বুঝি আবার তারারোর কাছেই নিয়ে যাওয়া হবে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গল। এক দল বুনো শোভাযাত্রা করে বাজনা বাজিয়ে আর হইচই করতে করতে এদিকেই আসছে। তারা এসে আমাদের নিয়ে মন্দিরের দিকে চলল। আমাদের আর সন্দেহ রইল না, সেখানে পৌঁছেই দেবতার সামনে আমাদের বলি দেওয়া হবে।

বাঁচবার আর কোন আশাই নেই দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে

www.BanglaBook.org

গেল। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ঝড়ের বেশে মুক্তির দূত এসে আমাদের সামনে হাজির হল। সে কি ঝড়—তাকে ঝড় না বলে সাইক্লোন বলাই ভাল।

ভোর থেকেই আজ গুমোট ছিল। আকাশ ছিল মেঘলা। হঠাৎ জোর বৃষ্টি শুরু হল। মেঘের সে কি গর্জন! ঝড়ের সে কি তাণ্ডব! একটা বিরাট দৈত্য যেন হঠাৎ উড়ে এসে মটমট করে গাছপালা ভাঙতে লাগল, বাড়িঘর উড়িয়ে নিতে লাগল। ঝড়ের সাথে সমুদ্রেরই বা সে কি প্রলংকর মূর্তি! পাহাড়ের মত সে কি ঢেউ! অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে এক একটা ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, তীর ছাড়িয়ে গ্রামে এসেও ঢুকছে, আর সামনে যা পড়ছে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দ্বীপে যেন মহাকালের প্রলয়-নাচন শুরু হয়ে গেল। চারদিকে শুধু চিৎকার, হাহাকার, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। সবাই একটু আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল! প্রশান্ত মহাসাগরের এ ঝড় যারা চোখে দেখেনি, তাদের কাছে এর বর্ণনা দেওয়া নিষ্ফল।

শোভাযাত্রীরা কে কোথায় ছুটে পালিয়েছে! আমাদের যারা ধরে এনেছিল, তারাও নেই। আমরা কি করি, কোথায় যাই ভাবছি, এমন সময় দেখি, পাদরী একটি মেয়েকে নিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। মেয়েটি আভাতিয়া। তাড়াতাড়ি আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, "তারারো ঝড়ের মুখে পড়ে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে। সবাই এখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এই ফাঁকে আভাতিয়াকে নিয়ে পালাও। এবার আর ক্যানোয় নয়—তোমাদের জাহাজে। আমি দেখে এসেছি, তোমাদের জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি। জাহাজে বসেই আভাতিয়ার মুখে সব কথ শুনবে। ভগবান্ তোমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করুন!"

আমরা আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলাম না। ছুটতে ছুটতে গিয়ে জাহাজে উঠে নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে দিলাম। ম্যাঙ্গো দ্বীপ ছেড়ে জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। আর ভয় নাই!

আভাতিয়ার মুখে শুনলাম, ঝড়ের ঝাপটায় তারারোর ঘরও উড়ে যায়। সে যখন তাড়াতাড়ি অন্যত্র পালাতে যাবে, এমন সময়

www.BanglaBook.org

আর একটা ঘরের খুঁটি উড়ে এসে জোরে তার মাথায় লাগে। ফলে সে এখন অচৈতন্য হয়ে আছে। সবাই এখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত। তাই দেখে আভাতিয়া পাদরীর কাছে ছুটে যায়। পথেই পাদরীর সাথে দেখা। তিনি আমাদের খোঁজেই আসছিলেন।

আভাতিয়ার কথা শুনে পাদরী সাহেবকে মনে মনে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম। মানুষ যে নিজের জীবন বিপন্ন করেও নিঃস্বার্থভাবে কিভাবে পরের উপকার করতে পারে, মনে মনে তাই ভাবলাম।

ভেবেছিলাম, আমাদের বিপদ কেটে গেছে। অন্তত তারারো আর আমাদের পিছনে লাগবে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভুলও ভাঙ্গল। দেখি আবার তার সেই প্রকান্ড ক্যানো! তাতে বর্শা হাতে তার লোকজন আমাদের দিকেই আসছে। এবার আমরা জাহাজে, আমাদের হাতে পিস্তল ছাড়া একটা বড় কামানও আছে। তাই তারা কাছে আসতেই আমরাও রুখে দাঁড়ালাম।

লোকগুলি বেপরোয়া। তারা যেই জাহাজের কাছে এসে ডেকে উঠবার চেষ্টা করল, অমনি আমাদের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠল। কয়েকটা মারা যেতেই বাকীরা থমকে দাঁড়াল। এই ফাঁকে জ্যাক্ কামানটাও একবার দাগল। বুনোরা আর এগুতে সাহস পেল না। তাদের ক্যানো ম্যাঙ্গো দ্বীপের পথে ফিরে গেল।

এর পর আর আমাদের কোন বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। নিরাপদেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম।

তারপর সেই দ্বীপের সর্দারের সঙ্গে ধুমধাম করে আভাতিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আভাতিয়ার মুখে এত দিনে হাসি ফুটল।

আভাতিয়া আর তার স্বামী কি আর আমাদের ছাড়তে চায়! অনেক বলে কয়ে তবে আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাদের কথা দিতে হল, যদি আবার কোন সময় এ দিকে আসি, তবে যেন এ দ্বীপে নামি।

বাড়ি ফিরবার জন্য আমাদের মনও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই আর দেরি না করে দেশের দিকে যাত্রা করলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে যেতে আর একবার প্রবাল দ্বীপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তা চোখের আড়ালেও চলে গেল। কিন্তু মনের মুকুরে চির-উজ্জ্বল হয়ে রইল সেখানকার সহস্র সুখস্মৃতি। সে ত ভোলবার নয়!

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG